CSSSC/KPL

RECORD NO. KPL 3	CONDITION brittle
KPL ACC. NO (S). 787; 788; 789; 790	COLOUR B&W
TITLE Kāyastha samāj (কায়স্থ সমাজ)	SIZE 13x21 cms.
PERIODICITY Monthly	PLACE(S) OF PUBLICATION Calcutta: 1 Cornwallis Street, Kāyastha samāj karyalaya
EDITOR(S) Upendrakumāra Shastri	VOLUMES IN RECORD Vol. 3: 1329 b.s. - issues 11&12 (Phalgun & Chaitra) - 1923 Vol. 4: 1330 b.s. (1923-24) Vol. 5: 1331 b.s. (1924-25) Vol. 6: 1332 b.s. - issues 1&3 (Baisākh & Āsāḍ) — 1925-26

কায়স্থ-সমাজ

মাসিক

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের মুখপত্র

তৃতীয় বর্ষ

[১৩২৯]

সম্পাদক—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

কলিকাতা

১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কায়স্থ-সমাজ কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

DOUBLE COLOUR

BRITTLE PAGES.

কায়স্থ-সমাজ

তৃতীয় বর্ষের সূচী-পত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অন্ত্যজবাদ মীমাংসা	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	
২।	অভিভাষণ	শ্রীমধুসূদন সরকার	
৩।	আদর্শ চাই	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী	
৪।	আমাদের কর্ত্তব্য	শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ	
৫।	আমার প্রশ্নের মূলসূত্র	শ্রীধনকৃষ্ণ বিশ্বাস বি-এল	
৬।	আর্য্য সদাচার	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	
৭।	আবাহন (পদ্য)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ভঞ্জ	
৮।	ঐ	শ্রীমহিমারঞ্জন চৌধুরী	
৯।	উপনয়নের দিন বিচার	শ্রীমহিমারঞ্জন চৌধুরী	
১০।	উপনয়নবিদ্বেষীর পরিণাম (গল্প)	শ্রীহারাণচন্দ্র সরকার	
১১।	এস গো (পদ্য)	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	
১২।	ঐতিহাসিক ভীমসেন	শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস্	
১৩।	কলঙ্ক মোচন	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	
১৪।	কল্পনার প্রসার	রায় অমরনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীসুবীরচন্দ্র বসু	
১৫।	কাঙ্গালের কথা	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	১১৯,
১৬।	কবি [illegible]গোবিন্দচন্দ্র দাস (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী	
১৭।	কবি [illegible]ন্দ্র কুমার দত্ত (পদ্য)	ঐ	
১৮।	[illegible] (পদ্য)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ভঞ্জ	
১৯।	[illegible]বাহ	শ্রী[illegible]কনাথ দেব	
২০।	[illegible]	শ্রী[illegible]কান্ত বসু	
২১।	[illegible]	শ্রীপ্রমোদকিশোর সরকার	২৯৮, ৪৫
২২।	[illegible] পূর্ব্বজাতি	শ্রীমধুসূদন সরকার	

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২৩।	কায়স্থই ক্ষত্রিয়	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৬৪৬
২৪।	কার্য্যবিবরণী		৵০
২৫।	গুণ ও ব্যাভিচার	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	৬১৫
২৬।	গুহরায়-ভাণ্ডারের মোকদ্দমা	শ্রীকেশবলাল ঘোষ ভক্তিবিনোদ	৫৩২, ৬৫৬
২৭।	চট্টগ্রামে কায়স্থ জাতি	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	১
২৮।	চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ	ঐ	৪৪৩
২৯।	জাতীয় শিক্ষা	শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বি-এ	২২৩
৩০।	টাট্‌কা টোট্‌কা	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	৩৩৯
৩১।	দেববসু প্রশ্নোত্তর	শ্রীমধুসূদন সরকার	৪৯৯
৩২।	দেবীমাহাত্ম্য	শ্রীবিপ্রদাস	৫৮৪
৩৩।	দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন		৭৮
৩৪।	নরসিংহ (গল্প, ১৪—১৮)	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল্	৪৩, ২৭২, ৪৭৫, ৫৬৯, ৬৫০
৩৫।	নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীপ্রীতিবালা সরকার	২০
৩৬।	নামের বল	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন	৫৫
৩৭।	নিমন্ত্রণ প্রথা	শ্রীশশিভূষণ মিত্র	৬২৮
৩৮।	নূতন আবিষ্কার	বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	৫১৪
৩৯।	পৈতাক্ষেপা বামন	শ্রীবিপ্রদাস দাস	১৪৮
৪০।	প্রতিবাদ	শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষচৌধুরী	২
৪১।	প্রমাদের কথা	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	২০৪
৪২।	প্রাচীন ইতিহাসে বলি	শ্রীহেমচন্দ্র তত্ত্বনিধি	৪৫২
৪৩।	প্রাচীন বলিপ্রথা	অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এম-এ	৩১৩
৪৪।	প্রাচীনে ভারত মহিলা	শ্রীকালীভূষণ বসু	৩৫৮
৪৫।	প্রিয়বালার পরলোকে (পদ্য)	[illegible]লিনী বসু	৬৬৭
৪৬।	বঙ্গে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই	শ্রীমধুসূদন সরকার	৩৮৫
৪৭।	বধির বিলাপ (পদ্য)	শ্রীবিনোদ দত্ত	৫২৭
৪৮।	বরপণ (পদ্য)	ঐ	৪৯১
৪৯।	বর্ণসাঙ্কর্য্য	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৫১২, ৬৩০
৫০।	বসন্ত শুভিকা	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	৬৫

বিষয়	লেখক	পৃ
৫১। বাঙ্গালী কায়স্থের বীরত্ব	শ্রীতারকনাথ দেব	৩৬
৫২। বাজু সমাজ (ক্রমশঃ)	শ্রীপ্রিয়নাথ গুহমজুমদার ৩০৪, ৪৩৬,	৫০
৫৩। বারেন্দ্র কায়স্থ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল	১৩
৫৪। বিচিত্র চিত্র (গল্প)	শ্রীঅমরনাথ ব্রহ্ম	৪১
৫৫। বিবাহ বিভ্রাট	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	১৭
৫৬। ব্যবসা-ব্যত্যয়	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	২৪
৫৭। বৈষ্ণবী কথা	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী	৪৬
৫৮। ব্রাত্যতা ও প্রায়শ্চিত্ত	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৪৩
৫৯। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সংঘর্ষ	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	৪৯
৬০। ভগবন্মাহাত্ম্য	শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত	৫৮
৬১। মহাপূজা (পদ্য)	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী	৩৫
৬২। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ	বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস	২৫
৬৩। মূলনীতি	শ্রীমধুসূদন সরকার	৩১
৬৪। রমণী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৮১
৬৫। রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২১
৬৬। শাস্ত্রে রমণীর উচ্চ শিক্ষা	ঐ	৫৭
৬৭। শূদ্রত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	৩৮
৬৮। শোকাতুরের প্রতি	শ্রীহারাণচন্দ্র সরকার	৩৫
৬৯। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী	২১
৭০। সমালোচনা		৪৯, ১৬৬, ৪৪
৭১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৫২, ১১৮, ১৬৯, ২৩৬, ২৮৯, ৩৬৭,	৪২৫, ৪৮৪ ৫৪২, ৬০৯,	৬৮
৭২। সেকাল-একাল	শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস	২৭
৭৩। সেনরাজগণের কুলপরিচয়	ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি, আর, এস	৩৮
৭৪। স্বাস্থ্যকথা	শ্রীঅভয়কুমার সরকার এম্, বি	১১
৭৫। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ	শ্রীমধুসূদন সরকার	[illegible]
৭৬। ক্ষত্রিয়ধ্বংসের হেতু	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভিষকতীর্থ	১৮

কায়স্থ-সমাজ

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন—১৩২৯ { একাদশ সংখ্যা

আমাদের কর্ত্তব্য

(আমার স্বদেশবাসী কায়স্থগণের প্রতি নিবেদন)

অগ্রে নিজের একটা কথা বলিব। ক্ষমা করিবেন। কথাটা ব্যক্তিগত হইলেও আমার এই নিবেদনের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে। আমি গত বৎসর আমার মাতৃদেবীর সহিত কয়েক মাস ৺কাশীধামে বাস করিয়াছিলাম। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, তথায় শ্রীশ্রী৺নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কয়েকটী বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণকন্যাও বাস করিতেন। এক দিন মাতার ইচ্ছা হইল, পূজারী দ্বারা ৺নারায়ণের ভোগ দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। তদনুযায়ী উদ্যোগ হইতেছে, এমত সময়ে উহাঁদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া উঠিলেন,—"শূদ্রের অন্নে ৺নারায়ণের ভোগ হয় না।" মাতা রোগজীর্ণা, শয্যাগতা, তাঁহার ৺কাশীলাভের তখন আর স্বল্প দিবসই অবশিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর ঐরূপ কথায় সেই মুমূর্ষু অশিতিপর বৃদ্ধার রক্তহীন দেহেও যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল। মাতৃদেবী তীব্রস্বরে কহিলেন,—"একি কথা! আমার বাড়ীতেও নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমিই ত শত শত বার পূজারি দ্বারা নারায়ণকে পায়সান্ন ভোগ দিয়াছি। আর আপনি আজ এই কথা বলিলেন? আমরা কি শূদ্র? জননীর সেই সরল, দৃঢ়, তেজোদৃপ্ত প্রতিবাদ হইতে আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি হইল, "আমরা কি শূদ্র?"

আজ প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়ে এই ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে,—"আমরা কি শূদ্র ?"

"আপনি কি শূদ্র ?" যদি আজ কোন কায়স্থ-সন্তানকে এই প্রশ্ন করা যায়, তবে নিশ্চিতই উত্তর পাইব,—"কখনই নয়। শূদ্র কেন হইব ? আমি কায়স্থ।" ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে আজ কাল কায়স্থ মাত্রেই নিজে শূদ্র পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। অদ্যাপি যদি এমন কোন কায়স্থ থাকে যে আপনাকে শূদ্র বলিতে ঘৃণা বোধ করে না, তবে সে কৃপার পাত্র।

তুমি যদি শূদ্র না হইলে, তবে হে কায়স্থ! তুমি কি ? তুমি কি বর্ণসঙ্কর ? ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে নিতান্ত বিকৃতমস্তিষ্ক ভিন্ন কোন কায়স্থই আপনাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিচিত করিতে উৎসুক হইবে না।

কায়স্থ যদি শূদ্র না হইল, বর্ণসঙ্করও না হইল, তাহা হইলে তাহাকে অবশিষ্ট মূল ত্রৈবর্ণিকের মধ্যেই ফেলিতে হয়। অর্থাৎ হয় সে ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য হইবে। কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সকলেই আজকাল আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত কহিয়া থাকেন এবং ইহা শাস্ত্র যুক্তিসম্মত বলিয়া স্বীকার্য্য। (১) তবে কাহাকে কাহাকে যে এমনও বলিতে শুনা যায়,—"আমরা শূদ্র নহি, বর্ণসঙ্কর নহি, ক্ষত্রিয় নহি। কায়স্থ আমরা কায়স্থই"—ইহা একটা কথার কথা মাত্র। শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া ইহার বড় একটা মূল্য নাই। ইহা পরম্পরাগত সংস্কারবশে আত্মপরিচয় মাত্র।

বস্তুতঃ কায়স্থ যে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ইহা ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কায়স্থ নিজের বর্ণোচিত স্থান যদি নিজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়, তবে উহাই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কায়স্থের নিজের উক্তিতে প্রকাশ সে শূদ্র নহে, শূদ্র হইতে পারে না, শূদ্র থাকিতে পারে না। কায়স্থের নিজের উক্তিতেই প্রকাশ নানাবিধ বর্ণসঙ্করের মধ্যে সে কোনটাই নহে, কোনটাই হইতে পারে না, কোনটার মধ্যেই থাকিতে পারে না। অতএব তাহার নিজের

(১) যাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা "কায়স্থ-সমাজ" অথবা 'কায়স্থ-সভা' হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি দেখিতে পারেন।

উক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে সে আর্য্য ও দ্বিজ যে মূল তিনটি বর্ণ, তাহারই কোন একটা, ইহা নিসন্দেহ। নিজের উক্তির দ্বারা এতদূর অগ্রসর হইয়া সে যদি তাহার নিজের বর্ণোচিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে ইহাপেক্ষা অস্বাভাবিক কার্য্য আর কি হইতে পারে ?

আজ যখন বুঝিতে পারিয়াছে সে দ্বিজবর্ণের অন্তর্গত, তবুও তাহাকে দ্বিজত্ব হইতে কে ভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে ? আমি বলিব, তাহার নিজের কুসংস্কারই তাহাকে স্বীয় বর্ণোচিত দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অন্যের ইহাতে দোষ আছে বা নাই সে কথা ছাড়িয়া একবার বিচার করিয়া দেখিলে নিজের কুসংস্কারই কায়স্থের সেই কর্ত্তব্যবিমুখতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। বৈষ্ণব কবির একটা পদে আছে,—"মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।" কায়স্থের শূদ্রাপবাদ দূর করিবার ইচ্ছা সত্বেও তাহার বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণে শিথিলতা,—জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া নহে ত কি ? কায়স্থ! আজ অমৃতভাণ্ড তোমার নিকট উপস্থিত, তুমি তাহা ত্যাগ করিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইতেছ! এতদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে, তাই নিজেকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিতে ঘৃণা বোধ করিতে না। অধুনা তোমার সে বহুকালের ভুল ভাঙ্গিয়াছে, এখন তুমি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা জানিতে পারিয়াছ। অতএব এক্ষণ যদি তুমি তোমার লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অগ্রসর না হও, তবে আবার বলি, ইহা তোমার পক্ষে জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া হইবে এবং এই অপরাধ জন্য, এই কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতার জন্য, সে বিষ শুধু তোমাকে নহে, তোমার বংশপরম্পরাক্রমে সন্তানসন্ততিকে পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিবে। এ বিষে তোমাকে কিরূপ জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে, তাহা এত শীঘ্র তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে ? তুমি এত শীঘ্রই সে ব্যাথা ভুলিয়া গিয়াছ ? এই যে সেদিন হাইকোর্ট ধার্য্য করিলেন, "কায়স্থে ও তাঁতিতে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ, কারণ উভয়ই শূদ্র। শূদ্রে শূদ্রে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ হইবে না কেন ?" আমার বোধ হয় এমন কোন কায়স্থ নাই,—যতই তিনি জ্ঞানীর ন্যায় সুগভীর ভাবে হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন না কেন,—যাহার প্রাণে এইরূপ অপসিদ্ধান্তে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু ইহাতে হাইকোর্টের দোষ নাই। তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ কোন্ বর্ণ, ইহার বিচার করিতে বসেন নাই। তাঁহারা

দেখিলেন হিন্দুদের চারিবর্ণের মধ্যে একমাত্র শূদ্রই দ্বিজ সংস্কার বর্জ্জিত। এই কায়স্থও দ্বিজ সংস্কার বর্জ্জিত, অতএব কায়স্থ শূদ্র, তন্তুবায়ও তথৈবচ; এই সমানাচার জন্য উভয়ই তুল্য। সুতরাং হাইকোর্টকে এজন্য অধিক দোষ দেওয়া যায় না। হাইকোর্ট তত দোষী নহে, নিজে কায়স্থ যত দোষী। কায়স্থ জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইয়া তাহার ফলভোগ করিতেছে। আজ যদি কায়স্থ স্বীয় বর্ণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হয়, নিজের দ্বিজত্ব পদ পুনরায় লাভ করে, তবে আর কোন বিচারালয় হইতে এরূপ অপসিদ্ধান্ত বাহির হইবে না। অন্ততঃ ভাবিবংশের মুখচাহিয়াও তোমার দ্বিজত্ব সংস্কার গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তুমি যে বিষে জর্জ্জরিত হইতেছ, তোমার বংশাবলিকে কি সেই বিষে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়া যাইবে? তাহাদিগকে কি এই হীনাবস্থার উত্তরাধিকার দিয়া যাইবে? তুমি জানিয়া শুনিয়াই যদি ইহা কর, তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি অপরাধী থাকিবে এবং ইহার ফল পরকালেও তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, উপবীত গ্রহণ করিয়া লাভ কি? উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া বুঝিলে এরূপ প্রশ্নের অবসর খুব কমই থাকে। যাহা হউক, 'কি লাভ' এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ না করিলে আমাদের কি ক্ষতি তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। উপবীত গ্রহণ না করিলে আমাদের ক্ষতি এই :—

(১) কায়স্থ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও উপবীত গ্রহণ না করিলে কপটতা হয়। বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য না করিলে মিথ্যাচার হয়। যে কায়স্থ নিজের শূদ্রত্বে বিশ্বাসী, তাহার নিরুপবীতী থাকা মিথ্যাচার নহে। কিন্তু নিজের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাসী অথচ নিরুপবীতী এরূপ কায়স্থের আচরণ ঘোর মিথ্যাচার। এই দুর্ব্বলতা নৈতিক অবনতির সূচক, সুতরাং অতীব অনিষ্টকর। যাহারা নৈতিক অবনতিকে ক্ষতিকর মনে করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

(২) উপবীত হীনতার জন্য কায়স্থ বেদবহির্ভূত হইয়াছে। বৈদিক কোন মন্ত্র উচ্চারণে তাহার অধিকার নাই। এমন কি ব্রহ্মবাচক পরম পবিত্র প্রণব মন্ত্র সে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। দেবগণের তৃপ্তি হেতু স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু স্বধা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। কায়স্থ বর্ণানুসারে এ সকলেরই অধিকারী,

কিন্তু তাহার অধিকার লুপ্ত। এই মহা অনিষ্টকর আধ্যাত্মিক অবনতি মূলক অনধিকারের কারণ কি? একমাত্র উপবীত হীনতাই ইহার কারণ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক অবনতিকে ক্ষতি মনে করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

(৩) নিরুপবীতী কায়স্থকে বাধ্য হইয়া এক মাস অশৌচ পালন করিতে হয়, কেননা সে শূদ্রাচারী। উপবীত গ্রহণ করিলে সে দ্বাদশ দিবসে শুচি হইতে পারে। কায়স্থ এক মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হইয়া শূদ্র জাতির তুল্য হইয়া রহিয়াছে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও আজকাল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহাতে এক মাসকাল কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিলে, তাহাকে কিরূপ বেগ সহ্য করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কায়স্থ আজ নানা শারীরিক মানসিক ক্লেশ ও অসুবিধা, এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

(৪) রাজকীয় লিপি ও বিবরণে,—যথা আদমসুমারির রিপোর্ট, বিচারালয়ে নিষ্পত্তিপত্র ইত্যাদি,—কায়স্থের স্থান অনুচিত নিম্নদেশে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আর এই সকল কাগজ পত্রই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের মালমসলা স্বরূপ। আমাদের এক্ষণই এই সকল ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। নতুবা আমারাই যে সুধু হেয়ত্বের কূপে ডুবিতেছি ও আরও ডুবিব তাহা নহে, আমাদের বংশাবলীকেও ডুবাইয়া যাইব। আমাদের নিশ্চেষ্ট মূঢ়তার ফল তাহাদিগকেও বংশানুক্রমে ভোগ করিতে হইবে। যাহাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তাহাকে বিবেচনা করা উচিত ইহা কত দূর ক্ষতিজনক। এই ভ্রম সংশোধনের একমাত্র উপায়, এই সকল রিপোর্টাদির একমাত্র অকাট্য উত্তর,—কায়স্থের বর্ণোচিত আচার অবলম্বন। নতুবা সহস্র চিৎকার প্রতিবাদেও কোন ফল হইবে না।

(৫) কায়স্থ একটা নিখিল ভারতীয় জাতি। সর্ব্বপ্রদেশীয় কায়স্থগণ পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া কার্য্য করিলে কায়স্থ জাতির সমধিক উন্নতি সাধন হইতে পারে। সহানুভূতি একটা প্রধান প্রণালী সমাবস্থা সম্পন্ন হওয়া। কিন্তু এক প্রদেশের কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়াচারী হয় এবং অপর প্রদেশের কায়স্থ যদি শূদ্রাচারী হয়, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পর সাধারণ সহানুভূতি ছাড়া, একটা দৃঢ় খাঁটি জাতীয় সহানুভূতি সম্ভব কি? আজকাল সকলেই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষী। এই স্বরাজের একটা

আদর্শ ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রত্যেক জাতিই আপনার আপনার স্বভাব নির্দ্দিষ্ট পন্থায় স্বীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবে এবং এইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সকল জাতি মিলিত হইয়া একটী একতাবদ্ধ ভারতীয় মহা জাতিতে পরিণত হইবে। যথা হিন্দু মুসলমান দুই জাতি আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে স্বীয় স্বীয় জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করুক এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া একটি ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হউক। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, ইহা দ্বারা হিন্দুকে মুসলমান হইতে বলা হইতেছে না, বা মুসলমানকে হিন্দু হইতে বলা হইতেছে না। কিন্তু হিন্দু যদি হিন্দুর আদেশানুযায়ী না চলে, তবে তাহার জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন হইতে পারে না। সেইরূপ মুসলমান যদি তাহার আদর্শানুযায়ী না চলে, তবে তাহারও জাতীয় জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সেইরূপ সকল প্রদেশের কায়স্থগণ যদি আদর্শানুযায়ী না চলে তবে তাহাদের একতাবদ্ধ উন্নতি এবং সমবায়মূলক জাতীয়জীবনের পূর্ণতালাভ অসম্ভব। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কায়স্থ উপবীতী দ্বিজ। বাঙ্গালার কায়স্থ যদি শূদ্রাচারী হয়, তবে কি প্রকারে সে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবে।

উপবীত গ্রহণে আর কোন লাভ থাকুক বা না থাকুক, যদি এই সকল নৈতিক, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক অনিষ্টের প্রতিকার হয়, তবে তাহাই কি বিশিষ্ট লাভ নহে। তারপর যিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবেন, তিনি অন্য লাভ অলাভ চিন্তা না করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের সম্পাদনই পরম লাভ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

একটা আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করেন যে, যাহা পিতা পিতামহ করেন নাই তাহা করা কি উচিত? এ কথার সমর্থন কোন শাস্ত্রে পাই না, যুক্তিতেও আসে না। পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা করেন নাই, তাহা করিলেই সেটা অনুচিত কার্য্য হইবে, এরূপ কথা নিতান্ত হাস্যকর। পূর্ব্বপুরুষরা 'ত ইংরেজি পড়েন নাই, অতএব আমাদেরও যে ইংরাজি পড়া অনুচিত, ইহা কেহ বলিবেন কি? পূর্ব্ব পুরুষরা কস্মিন্‌কালে গায়ে সার্ট কোর্ট বা পায়ে মোজা ইত্যাদি ব্যবহার করেন নাই। আমরা আজকাল ঐ সকল ব্যবহার করিয়া অনুচিত কার্য্য করিতেছি, ইহা কেহ বলিবেন কি? আজ কাল

ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাহা করেন নাই বলিয়া আমাদের উহা করা কেহ অনুচিত বলিবেন কি? অনেক কার্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ হয়ত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া, নয়ত উহার উপকারিতা সম্যকরূপে জানিতেন না বলিয়া করেন নাই। কিন্তু সেই সকল কার্য্য এক্ষণ যদি আমরা প্রয়োজনীয় বা সমাজের হিতকর বলিয়া বুঝি, তবে তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত ত নয়ই, বরং প্রবৃত্ত না হওয়াই অধর্ম্ম।

অনেকে বলেন, উপবীত গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কার্য্য না করিতে পারিলে কোন ফল নাই। এ কথা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। উপবীত ধারণপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য্য করা দ্বিজ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কেবল কায়স্থের নহে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালন অনেকে সম্পূর্ণরূপে করিতে পারেন না বলিয়া কাহাকেও ত উপবীত গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতে বা উপবীত ত্যাগ করিতে দেখি নাই, বা তদনুকূলে কোন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছেন এরূপ শুনি নাই। ইহার কারণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, উপবীত গ্রহণ করামাত্র যদিও বা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হিসাবে না হউক, অন্ততঃ সামাজিক ও ব্যাবহারিক হিসাবেও, তোমার এমন কতকগুলি অধিকার জন্মিল, যাহা পূর্ব্বে তোমার ছিল না। এক্ষণ সে অধিকারের সদ্ব্যবহার সম্পূর্ণ বা আংশিভাবে করা বা না করা তোমার ইচ্ছা ও নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। অধিকার থাকিলে বর্ত্তমানে না পরে ভবিষ্যতে কখনও বা উহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। কিন্তু যাহার অধিকার নাই, তাহার ত সে ভরসাই নাই! উপবীত দিয়া তোমাকে একটা উচ্চ আদর্শ দেওয়া হইল, উপবীত লইয়া তুমি একটা উচ্চাদর্শ পাইলে, আদর্শানুযায়ী কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য সকলে করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শ কেহ ত্যাগ করে না, ইচ্ছা পূর্ব্বক আদর্শ হইতে কেহ বঞ্চিত হইতে চাহে না। তুমি যদি ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে পার, তবে ত অতি উত্তম কথা। যদি নাও পার, তথাপি তুমি এমন একটা উচ্চ আদর্শের একটা উচ্চ অধিকারের দাবী করিতে পার, যাহা তোমাকে সামাজিক অধোগমন হইতে রক্ষা করিবে। আরও এক কথা, ব্যবহারিক জগতে সকলেরই একটা একটা চিহ্ন আছে। রাজা বল, সচিব বল, সৈন্য সেনাপতি বল,

উকিল—ব্যারিষ্টার বল,—প্রত্যেক বিভাগীয় লোকেরই একটা একটা বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্ন তাহার পরিচায়ক। হিন্দুশাস্ত্র আর্য্যের জন্য এই যজ্ঞসূত্র বিশিষ্ট পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে আর্য্য হিন্দু, যজ্ঞসূত্র তাহার চিহ্ন। হে কায়স্থ, তুমি যদি আর্য্য হও, উহার চিহ্ন ধারণ কর, উহার অধিকার লাভ কর, উহার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখ।

হে আমার স্বদেশবাসী কুলীন কায়স্থবৃন্দ! আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন যে,—"আমরা ত সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াই আছি, আমাদের আর উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়া কি হইবে?"—তাহা হইলে আমি—আপনাদেরই একজন আমি বলিব—এরূপ উক্তি, এরূপ সংকীর্ণবুদ্ধি আপনাদের শোভা পায় না। আমাদের মধ্যে বঙ্গজ শ্রেণীতে কেহ গাভা-নরোত্তমপুরের ঘোষ, কেহ উলপুর-মালখাঁনগর-নথুন্নাবাদের বসু, কেহ বানরীপাড়ার গুহ ঠাকুরতা; দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণীতে কেহ আকনার ঘোষ, কেহ মাইনগরের বসু, কেহ কোন্নগরের মিত্র বলিয়া আমরা গৌরব করি। এ গৌরবের যথেষ্ট কারণও আছে স্বীকার করি। আমাদের কেহ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের, কেহ যশোহর সমাজের, কেহ দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। জানি, কুলে, শীলে, পদে, মর্য্যাদায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতাপে প্রভাবে ইহাদের সমকক্ষ নাই। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের এতদূর উচ্চ সম্মান যে চণ্ডাল হইতে পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলে নিত্য আলাপ ব্যবহারে তাঁহাদিগকে ঘোষঠাকুর, বসুঠাকুর গুহঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আরও ইহাও সত্য যে আবহমান কাল যাঁহারা এই সম্ভ্রম সূচক বিশেষণে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কখনই শূদ্র ছিলেন না, এবং নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আপনারা বর্ণোচিত আচার অবলম্বন না করেন, তবে সাবধান! সমাজে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হউন, অচিরেই হয়ত বা আপনারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। একেই ত আপনারা বিবাহে অর্থলোভে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অকুলীনোচিত আচরণে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার দুর্গ স্বরূপ কৌলীন্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, তারপর আপনাদের অনুবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত মৌলিকাদি কায়স্থ ভ্রাতাগণ আপনাদের অপেক্ষা যেরূপ ক্ষিপ্রতর গতিতে

উপবীত সংস্কারে ভূষিত হইয়া উন্নতিমার্গে ধাবমান হইয়াছেন, তাহাতে বুঝি বা ঐ জরাজীর্ণ দুর্গ টলমলায়মান মনে হয়! এ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিবার একমাত্র উপায়, এ জরাজীর্ণ দুর্গকে সুদৃঢ় করিবার বর্ত্তমানে একমাত্র উপায় আপনাদের পক্ষে স্ববর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক নিজের শ্রেষ্ঠ স্থান অক্ষুণ্ণ রাখা। হায়! দেখুন, আপনারা কালবশে কতদূর অবনতিপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। থাকুক না কেন আপনাদের মধ্যে কুলীনের সেই চির প্রসিদ্ধ নব লক্ষণ,—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান,—যে সকল লক্ষণ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণেই সম্ভবে এবং তাঁহাদেরই উপযুক্ত—যে সকল লক্ষণ দ্বারা ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তিধারী শূদ্র কখনই লক্ষিত হইতে পারে না—থাকুক না কেন সেই সকল গুণ আপনাতে—তথাপি ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আপনাকে শূদ্র সাজিতে হইতেছে। সর্ব্ববিধ দ্বিজোচিত লক্ষণবিশিষ্ট হইয়াও আপনি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সময় পৌরোহিত্যের অধীনে শূদ্ররূপ সং সাজেন কেন? আপনি দৈব পিতৃ-কার্য্যের সময় 'স্বাহা' 'স্বধা' 'ওঁ'কার উচ্চারণ করিতে পারেন না কেন? আপনাকে বিবাহ শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৈদিক মন্ত্রগুলি পড়িতে না দিয়া পুরোহিত নিজে আবৃত্তি করেন কেন? আপনার পূজনীয় পিতা পিতামহ দেবগণকে 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয় কেন? আপনার পূজনীয়া মাতা মাতামহী দেবীগণকে 'দাসী' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয় কেন? জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের একজন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শিষ্যা (কুলীন মিত্রজায়া) পত্রে অমুকী 'দাসী' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন দেখিয়া উত্তরে, যতদূর সম্ভব হয়, স্বামীজী এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—"তুমি দাসী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছ কেন? কেহ কাহারও দাস নহে। সকলেই হরির দাস। গোত্রানুযায়ী পদবী লিখিবে।" প্রকৃত পক্ষে আজকাল আমাদের মাতা ভগ্নীগণ গোত্রানুযায়ী পদবীই,—অর্থাৎ ঘোষ বসু ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় এক্ষণ আর কেহই আপনাকে দাস দাসী বলিয়া পরিচিত করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। তথাপি ক্রিয়াকর্ম্মের সময় 'দাস দাসী' বলেন কেন? আজ আপনি উপবীত সংস্কার গ্রহণ করুন, কাল আর আপনাকে উহা বলিতে হইবে না। আজ আপনি বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করুন কাল আর আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সঙ্কুচিত চিত্তে আপনার নিজের প্রতি, আপনার পিতামাতার প্রতি

পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির প্রতি এই গালিস্বরূপ অপশব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন—বিনয় উদ্দেশে 'দাস' শব্দ প্রয়োগে ক্ষতি কি? কথাটা শুনিতে মন্দ নহে। জানি না, হয়ত বা বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের অনুকরণে পূর্ব্ববংশীয়েরা দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু 'বিদ্যার' বিদ্যাই যে কাল হইল! সেই বিনয় বাহুল্যের ফলে আজ তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি শূদ্র দাস আখ্যা প্রযুক্ত হইতেছে। অতএব এক্ষণ এই বিনয়ের সংশোধন ও পুনঃ সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

কেন আপনারা হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্যোগী হইতেছেন না? অধুনাতন রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সুপরিচিত শব্দ দ্বারা ইহার উত্তর দিব। ইহা আমাদের slave mentality, অর্থাৎ দাসচিত্ততা। এই দাস চিত্ততা মন হইতে দূর করিয়া দিউন দেখিবেন আপনি যাহা চান তাহা এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা দাস, আমরা দাস' এই যে মায়ামন্ত্রে আপনারা মুগ্ধ হইয়া আছেন, উহা সংস্কার গ্রহণ মাত্র চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে এই মোহশৃঙ্খল আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।

পুরোহিত-বিপ্লব হইবে বলিয়া ভয় করিতেছেন? আবার বলি এই ভয়ও সেই slave mentality—দাসচিত্ততা হইতে উৎপন্ন। হে আমার উলপুর গ্রামবাসী পিতৃস্থানীয়গণ, জ্যেষ্ঠ স্থানীয়গণ, কনিষ্ঠ স্থানীয়গণ! যাঁহারা আপনাদের অন্নে পুষ্ট, আপনাদের সাহায্য না পাইলে যাহাদের একদিন চলে না, আপনারা কোন সঙ্গত কার্য্যে কৃতসংকল্প হইলে তাহারা আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কখনই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। বিরুদ্ধাচরণ করিলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সম্মুখে উহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র হইবে? কোন সৎকার্য্যই প্রারম্ভে একটু কষ্ট স্বীকার বা স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। একবার আপনাদের পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্র কায়স্থপল্লীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন, তাঁহারা কিরূপে একটীর পর একটী বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। আমাকে ৺কাশীধামস্থ একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—'আমাদের বাধাই বলুন, বা আপত্তিই বলুন, সে কেবল আপনাদের অনৈক্য ও শৈথিল্যের দরুন। আপনারা সকলে একমত হইয়া উপবীত সংস্কার গ্রহণ করুন, আমরা বিনা বাধায় বিনা আপত্তিতে কার্য্য

করিব। কিন্তু আপনাদের মধ্যেই যদি দুইটা দল থাকে, তবে আমরা কোন দিকে যাই বলুন? আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই পুরাতনের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়।" কথাটা ঠিক কিনা প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। জাগরিত হইয়াছেন ত আর একটু জাগরিত হউন, উঠিয়াছেন ত আর একটু উঠুন দেখিবেন সমস্ত বাধা,—তা সে মানবকৃতই হউক বা দানবকৃতই হউক বা অন্য যে কোন প্রকারেরই হউক—কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গানাথ শোববর্ম্মা

ঐতিহাসিক ভীমসেন

(পারিবারিক ইতিহাস)

সম্রাট আওরংজীবের রাজত্বকালের (১৬৫৭—১৭০৭ খৃঃ) একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে; তাহা মুহম্মদ সাকী মুস্তাদ খাঁর লেখা। সম্রাটের মৃত্যুর মাত্র তিনবৎসর পরে সরকারী কাগজ পত্র ও নিজের স্মৃতির সাহায্যে মুস্তাদ খাঁ এখানি লেখেন। ঘটনার পরম্পরা, কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন ও শাসনের নিয়মাবলী, লোক ও যায়গার নাম ও তারিখ প্রভৃতির হিসাবে বইখানি অমূল্য। কিন্তু বইখানি খুব ছোট, প্রতি বৎসরের ইতিহাস মাত্র দশ পৃষ্ঠার মধ্যেই শেষ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রতি পরিচ্ছেদ এখনকার সরকারী গেজেটের মত কর্ম্মচারী বিনিয়োগ ও পরিবর্ত্তনের তালিকা ও ঘটনার চুম্বকে পূর্ণ। কি করিয়া এবং কেন ঐ সকল ঘটনা ঘটিল, তখনকার দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই সব বিষয়ে ভীমসেনের লেখা বিবরণ 'নুস্-ই-দিলকশা' সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বিলাতের ব্রিটিস্ মিউজিয়ামে একখানি সম্পূর্ণ পুঁথী আছে। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথীখানি তেমন নির্ভুল নয় এবং এই অসম্পূর্ণ বইখানি গোলকুণ্ডা বিজয়ের (১৬৮৭ খৃঃ) ইতিহাস দিয়া হঠাৎ থামিয়াছে। প্যারীর জাতীয় পুস্তকালয়ের (Bibliotheque Nationalc) তেই একখানি সম্পূর্ণ

নির্ভুল পুঁথী আছে, আর কোনও হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান জানা যায় নাই। জোনাথন স্কটের ইংরাজী দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে (১৭৯৪ খৃঃ) ইহার একটী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু অনুবাদটি বহু ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ।

ভীমসেনের পিতার নাম রঘুনন্দন দাস। রঘুনন্দন দাসেরা ছিলেন ছ'-ভাই। অন্যান্য ভাইদের নাম ছিল ভগবান্ দাস, শ্যামদাস, গোকুলদাস, হরিদাস, ও ধর্ম্মদাস। জাতিতে ইঁহারা শাকসেনা শ্রেণীস্থ কায়স্থ ছিলেন। ভগবানদাস তখনকার দিনের হিন্দুদের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ-সম্ভব চাকুরী পাইয়া ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজত্বের দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৭ খৃঃ 'দিয়ানৎরায়' এই উপাধি পান। ভ্রাতৃবিরোধের সময়ে দিল্লী জয় ও সিংহাসন লাভ পর্য্যন্ত তিনি আওরংজীবের সঙ্গে ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন (১৬৪৪ খৃঃ) পর্য্যন্ত দিল্লীতে সম্রাট সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল আওরংজীব তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করিবেন; কিন্তু ১৬৫৮ খৃঃ জুনমাসে যখন আওরংজীব পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিলেন তখন সম্রাট শাহ্‌জহানের সহকারী দেওয়ান রায়-ই-রায়ান রঘুনাথ রায় (ইনি সহকারী হইলেও প্রধান দেওয়ানের একটিনি কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন) শাহ্‌জহানের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ রঘুনাথ রায়কে প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল, যদিও তাঁকে ঐ পদের উপাধি দেওয়া হইল না। দিয়ানৎরায়ের উচ্চাশা নির্ম্মূল হইল।

রঘুনন্দন দাক্ষিণাত্যের গোলান্দাজ বিভাগের মুরশিফ (হিসাব লেখক) ছিলেন। শেষ জীবন সুখ শান্তিতে কাটাইবার জন্য ১৬৭০ খৃঃ ইনি সরকারী কাজ ছাড়িয়া দেন। ১৬৭৪ খৃঃ তিনি আওরঙ্গাবাদে মারা যান।

বাল্যজীবন

১৭০৫ সম্বৎ (১৬৪৯ খৃঃ) এ তাপ্তি নদীতীরস্থ খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুরে ভীমসেন জন্ম গ্রহণ করেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি বুরহানপুর ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আওরঙ্গাবাদে আসেন। সেই বৎসর ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। তখন পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য সম্রাট-পুত্রদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছিল।

এই সংগ্রামের যে সকল সংবাদ ও গুজব সুদূর আওরঙ্গাবাদে পৌঁছিত তাহার একটা স্পষ্ট স্মৃতি ভীমসেনের মনে জাগরূক ছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে নাসিকের গিরিগুহা ও ত্র্যম্বকদুর্গ দেখিয়া আসেন। দিল্লীতে দিয়ানৎ রায়ের (১৬৬৪ খৃঃ) মৃত্যুতে পরিবারের সকলের উচ্চ রাজপদ পাইবার আশা লোপ পাইল। দিয়ানৎ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগরামকে সম্রাট হাতীশালার মুশরিফ নিযুক্ত করিলেন। হাতীশালার মুশরিফ কোনও বড় চাকুরী নয়। কিন্তু এই চাকুরীও তিনি বেশী দিন করিতে পারিলেন না, কএক বৎসর পরেই তিনি মারা যান। তারপর দিয়ানৎ রায়ের অপর পুত্র সুখরাজ রাজকীয় 'পানীয়' ও তাম্বুল বিভাগের মুশরিফ নিযুক্ত হন।

আওরঙ্গাবাদে থাকা কালীন (৯—১৫ বৎসর পর্য্যন্ত) ভীমসেন পিতার নিকট ফার্শী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তারপর সাত বৎসর পিতার প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। রঘুনন্দন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, সব সময় রাজ-সভায় ও গোলান্দাজ বিভাগের কার্য্যে যাইতে পারিতেন না। সেইজন্য, সম্রাট যদি শোনেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে মাত্র ২১ বৎসর বয়স্ক তাঁহার পুত্র কার্য্য পরিচালনা করিতেছে তাহা হইলে সম্রাটের রোষে পড়িতে হইবে, এই আশঙ্কায় ১৬৭০ খৃঃ তিনি কার্য্যে ইস্তাফা দেন।

ভীমসেনকে এইবার কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। অনেক মুরুব্বিকে তিনি ধরিলেন, কিন্তু কোন কাজই হইল না, অবশেষে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ দাউদ খাঁর অধীনে যুদ্ধাশ্ব পরীক্ষা ও দাগানের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁর ঠিক উপরিতন কর্ম্মচারী ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষের বখশী আব্দুল মাবুদ। এই কার্য্য প্রাপ্তির জন্য ঘুষ দিতে ও কার্য্যের উপযুক্ত সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সাজ সরঞ্জাম কিনিতে ও লোকজন রাখিতে তাঁহার বহু ঋণ হইল। তিনি দাউদ খাঁর সহিত দেখা করিতে জুন্নারে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে জুন্নারে যাইতে হইল না, পথেই দাউদ খাঁর সহিত দেখা হয়। দাউদ খাঁর সঙ্গে আওরঙ্গাবাদে যুবরাজ মুয়াজ্জমের দরবারে ফিরিলেন। মুয়াজ্জম তখন দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা। এই সময় মুয়াজ্জমের সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ দিলির খাঁর ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হইল। দাউদ খাঁ দিলির খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিলেন সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত হইল, ভীমসেনের চাকুরী গেল। কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ অনুগ্রহ করিয়া

একটা চাকুরী দিলেন। মহারাজের সঙ্গে ভীমসেন তাপ্তির দিকে দিলির খাঁকে ধরিবার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। এই সুযোগে ভীমসেন জন্মভূমি বুরহানপুর দেখিলেন। ১৬৭০ খৃঃ তাঁরা অওরঙ্গাবাদে ফিরিয়া আসেন।

রাজকার্য্য প্রাপ্তি

এই সময় শিবাজী সুরাট দ্বিতীয়বার লুঠ করিয়া ফিরিতেছিলেন। কুমার দাউদ খাঁকে শিবাজীকে ধরিতে পাঠাইলেন। পূর্ব্ব চাকুরীর সহিত বখশীর কেরানীগিরি চাকুরী এবার ভীমসেনের জুটিল। ভীমসেন দাউদ খাঁর সহিত রণক্ষেত্রে ছুটিলেন। বানীদিন্দোরীর যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে মুঘলবাহিনী শিবাজীর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। তারপর ভীমসেন দাউদখাঁর সৈন্য-সামন্তের সহিত নাসিক ও আহমদনগরে যান।

চান্দোর পর্ব্বত শ্রেণীস্থ ধোড়পদুর্গে মারাঠারা তখন ভারী উৎপাৎ লাগাইয়াছিল। মারাঠাদের উৎপাৎ বন্ধ করিবার জন্য দাউদখাঁ আনকাই টঙ্কাইএ গমন করিলেন। তারপর সালেরদুর্গ অবরোধের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বগলনায় যান। এই যাত্রায় ভীমসেন সৈন্যসামন্ত সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িয়া ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হন, কিন্তু নূরখাঁ নামক মারাঠা সৈন্যদলের একজন বেতনভুক কর্ম্মচারী তাঁহাকে রক্ষা করেন। নূরখাঁ অওরঙ্গাবাদে থাকা কালীন ভীমসেনের পিতার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দাউদ খাঁ ঠিক সময় আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। শিবাজী সালেরদুর্গ দখল করিয়া লইলেন। দাউদখাঁ তবুও চান্দোরের নিকট যুদ্ধ করিয়া অতি কষ্টে অহিবন্ত দুর্গ অধিকার করেন।

এই সময় সম্রাটের নিকট হইতে একখানা চিঠি আসিল। তাহাতে সম্রাট কুমারের অনুরোধে ভীমসেনকে যুদ্ধাশ্ব পরীক্ষা ও দাগানের কার্য্য দিতে হুকুম দিয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহ ভীমসেনকে চাকুরী দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাতেই কুমার সম্রাটকে এই অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন দাক্ষিণাত্যে নতুন সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবত খাঁ আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ হিন্দু মোসাহেবদের প্ররোচনায় দারার দেওয়ানের পুত্র বৃন্দাবনকে এই কাজ দেন। মুখের গ্রাস এই রূপে অপরে কাড়িয়া লইল। ভীমসেন বহুদিন কোন কাজ না পাইয়া অতি দুঃখে কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁর অবস্থাপন্ন উচ্চপদস্থ বন্ধুরা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।

কিছুদিন পর বাহাদুর খাঁ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন (১৬৭২ খৃঃ)। তিনি ভীমসেনকে এই চাকুরী দেন।

১৬৭২ খৃঃ নবেম্বর মাসে মারাঠা রামগীর্ (হায়দ্রাবাদের ১১০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে) লুঠ করে। এই সময় ভীমসেনের সহিত একজন দরবেশের সাক্ষাৎ হয় ও ভারী কৌতুহলোদ্দীপক এক ঘটনা ঘটে। পরের দুই বৎসর ভীমসেন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে কালাতিপাত করেন। এত সমারোহে তিনি থাকিতেন যে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, অত সমারোহে বড় বড় ওমরাহগণও থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এই সময়ে তাঁহার অনেক আত্মীয় মারা যান, খুল্লতাত গোকুলদাস, ভ্রাতা শীতলদাস, পিতা রঘুনন্দন এবং পরে হররায় ও হররায়ের পিতা শ্যামদাস একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বহুদিন ধরিয়া ভীমসেন নিঃসন্তান ছিলেন। সেইজন্য ভ্রাতা শীতলদাসের এক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ছেলেটী ১৬৭১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করে। দৈবজ্ঞরা ছেলেটীর নাম উমীচাঁদ রাখেন, কিন্তু ভীমসেন রাখেন ব্রজভূষণ। ১৬৭৮ খৃঃ ছেলেটীর বিবাহ হয়।

১৬৮৬ খৃঃ পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমসেন গোমস্তাদের উপর কাজের ভার দিয়া নিরিবিলিতে থাকিবার জন্য নলদুর্গে অবস্থান করেন। নলদুর্গ সোলাপুরের ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এইখানে ১৬৮৮ খৃঃ তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম শম্ভুনাথ। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ব্রজভূষণকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায়ই দেখিতে লাগিলেন।

দলপৎ রাওয়ের চাকুরী

ইহার কিছুদিন পর ভীমসেন নলদুর্গ ত্যাগ করিয়া সোলাপুরে আসিয়া মুঘলবাহিনীর সহিত যোগ দেন। এইখানে তিনি আওরংজীবের অপর এক সেনাপতি, দাতিয়ার বুন্দেলা রাজা দলপৎ রাওএর নিজ কার্য্যকারক নিযুক্ত হন। বুন্দেলখণ্ডে ১২,০০০৲ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর মাহিয়ানা স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হয়। দলপৎ রাও ইহার পর ১৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সে অবধি ভীমসেন দলপতের সংশ্রব ত্যাগ করেন নাই।

দলপৎ রাও বাদশার উজীর আসদ খাঁর পুত্র জুলফকর খাঁ বাহাদুর নসরৎ জঙ্গের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৯১ খৃঃ দক্ষিণ আরকট

জেলার জিঞ্জিদুর্গ পর্য্যন্ত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ভীমসেনকে দলপৎ রাওএর সহিত যাইতে হইয়াছিল। মুঘলবাহিনীকে এই দুর্গ অবরোধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়, এই সুযোগে দলপৎ ভীমসেনকে সঙ্গে করিয়া বিখ্যাত ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইবার জন্য প্রথম বন্দীবাসে এবং পরে মাদ্রাজে যান। রাওএর অসুখ ভাল হইল না কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল।

দলপৎরাওএর কার্য্যোপলক্ষে ভীমসেনকে ব্রহ্মপুরীতে বাদশাহী শিবিরে আসিতে হইল। ব্রহ্মপুরী ভীমানদীর তীরে এবং পংঢারপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এই কাজ শেষ করিয়া তাঁহার জিঞ্জিতে বেশী দিন থাকা হইল না; পুত্র শম্ভুনাথের বিবাহোপলক্ষে নলদুর্গে ফিরিতে হইল। বিবাহ হায়দ্রাবাদে সম্পন্ন হয়। ইহার কএকদিন পরেই দলপৎ রাওএর আর একটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আগ্রায় যাইতে হইল। আগ্রা হইতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি নলদুর্গে আসেন। জিঞ্জির পতনের পর (১৫৯৮ খৃঃ) দলপৎরাও নলদুর্গে আসেন। ভীমসেন এইখানে প্রভুর সহিত মিলিত হন। এই আট বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমসেন উত্তর দক্ষিণ ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থ ও মন্দির দর্শন করেন। তিনি এই সব স্থানের সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বর্ণনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

১৬৯৮ খৃঃ মাঝামাঝি সময়ে পন্‌হালা দুর্গ অবরোধের জন্য একদল মুঘলবাহিনী প্রেরিত হয়। এই দুর্গ কোলাপুরের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দুর্গ অবরুদ্ধ, হাতেও কোন কাজ নাই, ভীমসেন কি করিয়া সময় কাটাইবেন? এই দুর্গ পাদমূলে শিবিরে বসিয়া তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস খানি লিখিতে সুরু করেন। আওরংজীবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্য জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকেই দুর্ভিক্ষ—শাসন সংরক্ষণ লোপ পাইয়াছিল বলিলেই চলে। এই ভীষণ অরাজকতার মধ্যে বাস করা কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। সুতরাং ভীমসেন পরিবার পরিজন সকলকে নলদুর্গ হইতে প্রথমে অওরঙ্গাবাদে ও পরে দলপৎ রাওএর রাজধানী দাতিয়ায় পাঠাইয়া দেন। (১৭০৬ খৃঃ)

শেষ জীবন

পর বৎসর সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র আজম দাক্ষিণাত্যে নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া দিল্লী ও আগ্রা

অধিকারে রওনা হন। আগ্রা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে জাজাউতে আজম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বাহাদুর শাহের নিকট পরাজিত ও হত হইলেন। জাজাউএর যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গোলা আসিয়া দলপৎরাওকে উড়াইয়া লইল, ভীমসেনের হাতও আহত করিল। ভীমসেন প্রভু দলপৎ রাওএর সহিত একই হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন। আহত হইয়াও অত যন্ত্রণার মধ্যেও ভীমসেন প্রভুর শেষ কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। আগ্রা হইতে ১৬ মাইল দূরে ধামনীতে দলপৎ রাওএর দেহ সৎকার করিয়া, উন্নতির সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাতিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ভীমসেনের দুরদৃষ্ট আরও বাড়িল। দলপৎরাওএর দুই পুত্রের মধ্যে গদী লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেন বিপদ বুঝিয়া ও বিরক্ত হইয়া সপরিবারে দাতিয়া ত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিলেন। ভীমসেন দলপৎ রাওএর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, দলপৎ আজমশাহের দরবারে একজন অতিশয় প্রতিপত্তিশালী সেনানী ছিলেন; সেইজন্য আজম শাহ্ পাঁচশ মুন্‌সবদারীর পদ দেন এবং জাজাউর যুদ্ধক্ষেত্রে আজম নিহত না হইলে হয়ত ভীমসেনের আরও উন্নতি হইতে পারিত।

দাতিয়া হইতে চলিয়া আসিয়া ভীমসেন ভয়ানক বিপদে পড়িলেন। উপার্জ্জনের কোনও উপায় নাই—সংসার চলে কি করিয়া? প্রথম বাহাদুর সাহের অধীনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন চাকুরী সুবিধা করিতে পারিলেন না। তবে রায়-ই-রায়ণ গুজরমলের সাহায্যে খুজিস্তা আখতর-জহান্ শাহের অধীনে দুই পুত্র ব্রজভূষণ ও শম্ভুনাথের জন্য সাধারণ কেরাণীগিরি যোগার করিতে পারিলেন। তিনি নিজে গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবন কাটাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এর পরে আর কোনও সংবাদ, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কোন খবরও জানা যায় না।

লেখার মূল্য

ভীমসেনের বইখানি দুই কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ তিনি স্বচক্ষে এই সব ঘটনা দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার এই সব দেখিবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ছিল, মুঘল-বাহিনীর কেরাণী থাকায় এবং কএকজন বড় সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত মেলা মেশার ফলে সরকার সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত খবর, সঠিক বৃত্তান্ত ও কাগজ পত্র দেখিবার সুযোগ তাঁর ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া তাঁহার ইতিহাসখানি

জেলার জিঞ্জিদুর্গ পর্য্যন্ত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ভীমসেনকে দলপৎ রাওএর সহিত যাইতে হইয়াছিল। মুঘলবাহিনীকে এই দুর্গ অবরোধ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়, এই সুযোগে দলপৎ ভীমসেনকে সঙ্গে করিয়া বিখ্যাত ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইবার জন্য প্রথম বন্দীবাসে এবং পরে মাদ্রাজে যান। রাওএর অসুখ ভাল হইল না কিন্তু প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল।

দলপৎরাওএর কার্য্যোপলক্ষে ভীমসেনকে ব্রহ্মপুরীতে বাদশাহী শিবিরে আসিতে হইল। ব্রহ্মপুরী ভীমানদীর তীরে এবং পংঢারপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এই কাজ শেষ করিয়া তাঁহার জিঞ্জিতে বেশী দিন থাকা হইল না; পুত্র শম্ভুনাথের বিবাহোপলক্ষে নলদুর্গে ফিরিতে হইল। বিবাহ হায়দ্রাবাদে সম্পন্ন হয়। ইহার কএকদিন পরেই দলপৎ রাওএর আর একটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আগ্রায় যাইতে হইল। আগ্রা হইতে ফিরিয়া পুনরায় তিনি নলদুর্গে আসেন। জিঞ্জির পতনের পর (১৫৯৮ খৃঃ) দলপৎরাও নলদুর্গে আসেন। ভীমসেন এইখানে প্রভুর সহিত মিলিত হন। এই আট বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমসেন উত্তর দক্ষিণ ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থ ও মন্দির দর্শন করেন। তিনি এই সব স্থানের সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বর্ণনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

১৬৯৮ খৃঃ মাঝামাঝি সময়ে পন্‌হালা দুর্গ অবরোধের জন্য একদল মুঘলবাহিনী প্রেরিত হয়। এই দুর্গ কোলাপুরের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। দুর্গ অবরুদ্ধ, হাতেও কোন কাজ নাই, ভীমসেন কি করিয়া সময় কাটাইবেন? এই দুর্গ পাদমূলে শিবিরে বসিয়া তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস খানি লিখিতে সুরু করেন। আওরংজীবের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্য জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকেই দুর্ভিক্ষ—শাসন সংরক্ষণ লোপ পাইয়াছিল বলিলেই চলে। এই ভীষণ অরাজকতার মধ্যে বাস করা কোন ক্রমেই নিরাপদ নহে। সুতরাং ভীমসেন পরিবার পরিজন সকলকে নলদুর্গ হইতে প্রথমে অওরঙ্গাবাদে ও পরে দলপৎ রাওএর রাজধানী দাতিয়ায় পাঠাইয়া দেন। (১৭০৬ খৃঃ)

শেষ জীবন

পর বৎসর সম্রাটের মৃত্যু হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র আজম দাক্ষিণাত্যে নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া দিল্লী ও আগ্রা

অধিকারে রওনা হন। আগ্রা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে জাজাউতে আজম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বাহাদুর শাহের নিকট পরাজিত ও হত হইলেন। জাজাউএর যুদ্ধক্ষেত্রে একটা গোলা আসিয়া দলপৎরাওকে উড়াইয়া লইল, ভীমসেনের হাতও আহত করিল। ভীমসেন প্রভু দলপৎ রাওএর সহিত একই হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন। আহত হইয়াও অত যন্ত্রণার মধ্যেও ভীমসেন প্রভুর শেষ কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। আগ্রা হইতে ১৬ মাইল দূরে ধামসীতে দলপৎ রাওএর দেহ সৎকার করিয়া, উন্নতির সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, দাতিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ভীমসেনের দুরদৃষ্ট আরও বাড়িল। দলপৎরাওএর দুই পুত্রের মধ্যে গদী লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেন বিপদ বুঝিয়া ও বিরক্ত হইয়া সপরিবারে দাতিয়া ত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিলেন। ভীমসেন দলপৎ রাওএর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, দলপৎ আজমশাহের দরবারে একজন অতিশয় প্রতিপত্তিশালী সেনানী ছিলেন; সেইজন্য আজম শাহ্ পাঁচশ মুন্‌সবদারীর পদ দেন এবং জাজাউর যুদ্ধক্ষেত্রে আজম নিহত না হইলে হয়ত ভীমসেনের আরও উন্নতি হইতে পারিত।

দাতিয়া হইতে চলিয়া আসিয়া ভীমসেন ভয়ানক বিপদে পড়িলেন। উপার্জ্জনের কোনও উপায় নাই—সংসার চলে কি করিয়া? প্রথম বাহাদুর সাহের অধীনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন চাকুরী সুবিধা করিতে পারিলেন না। তবে রায়-ই-রায়ণ গুজরমলের সাহায্যে খুজিস্তা আখতর-জহান্ শাহের অধীনে দুই পুত্র ব্রজভূষণ ও শম্ভুনাথের জন্য সাধারণ কেরাণীগিরি যোগার করিতে পারিলেন। তিনি নিজে গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবন কাটাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এর পরে আর কোনও সংবাদ, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর কোন খবরও জানা যায় না।

লেখার মূল্য

ভীমসেনের বইখানি দুই কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ তিনি স্বচক্ষে এই সব ঘটনা দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে তাঁহার এই সব দেখিবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ছিল, মুঘল-বাহিনীর কেরাণী থাকায় এবং কএকজন বড় সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত মেলা মেশার ফলে সরকার সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত খবর, সঠিক বৃত্তান্ত ও কাগজ পত্র দেখিবার সুযোগ তাঁর ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া তাঁহার ইতিহাসখানি

সম্রাটের জন্য ও সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রচিত হয় নাই। সেইজন্য সম্রাটের কিম্বা সম্রাটের সভাসদগণের দোষগুণ ঢাকিয়া লেখা হয় নাই। মুঘল সম্রাটের অন্যান্য ইতিহাসের যে সর্ব্ব প্রধান দোষ আছে, তাঁহার বইখানি সে দোষ শূন্য। ভীমসেন সত্য অবগত ছিলেন এবং বলিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। ঐতিহাসিক বহু ব্যক্তির তিনি সঠিক পরিচয় দিয়াছেন এবং দোষ দেখাইতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তারপর তিনি হিন্দু ছিলেন, প্রকৃতিও অনেকটা চিন্তাশীল ছিল; সেই জন্য আওরংজীবের রাজত্বের ঘটনাবলীর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে কোনওরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের মুঘল যুদ্ধ সম্বন্ধে, বলিতে গেলে, তাঁর প্রদত্ত বর্ণনাই একমাত্র সঠিক চাক্ষুষ বর্ণনা।

আজকালকার ঢক্কানিনাদী বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যে সকল কথা লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন যেমন—সমসাময়িক লোকের আমোদ প্রমোদ, রাস্তাঘাটের অবস্থা, সরকারী কর্ম্মচারীদের জীবন যাপন প্রণালী—এই সব তিনি লিখিয়া ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ১৭শ শতাব্দীর ইতিহাস হিসাবে তাঁহার বইখানি মহামূল্যবান।

তাঁহার এই জীবনস্মৃতি পড়িলেই তিনি যে কি চরিত্রের লোক ছিলেন তাহা বোঝা যায়। তাঁর দুর্ব্বলতা, প্রভুভক্তি আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী পুত্রগণের প্রতি মমতা বোধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খুব আমোদ ভালবাসিতেন, কিন্তু দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় সরল, অনাড়ম্বরপ্রিয় কোমল প্রকৃতির লোক। তাঁর লেখার মধ্যেও কোনওরূপ ঘোরপ্যাঁচ নাই—সব কথা সরল সুন্দর ভাবে লেখা। ফার্শী লেখকদের এইটীরই প্রধান অভাব। যদি লেখা দেখিয়া লোককে বুঝিতে হয় তবে এই সরল অনাড়ম্বর প্রকৃতি লেখক যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতে পারে।

(প্রভাতী, পৌষ)

শ্রীযদুনাথ সরকার

নরসিংহ

(সপ্তদশ অধ্যায়)

যুদ্ধ নামের ফলে কয়েক দিন মধ্যেই গৌড়-বঙ্গের সর্ব্বত্র আবার শান্তির স্রোতঃ প্রবাহিত হইল। এদিকে কুমারী রামদেবীর অপূর্ব্ব শুশ্রূষা গুণে কুমার বল্লালসেন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করায় বিজয়সেন প্রভৃতি সকলেই স্বদেশ গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধে তৈলকম্পাধিপতি বীরবর চন্দ্রশেখর বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। মহিষী তাঁহাকে রাখিয়া পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ভাগিনেয়ী রামদেবীই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ ছিল। মুমূর্ষু চন্দ্রশেখর রামদেবীকে বিজয়সেনের হস্তে উঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করিয়া যান, যেন তিনি অনাথা রামদেবীকে নিজ কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করেন। রুগ্নশয্যায় দিনের পর দিন এক সঙ্গে অতিবাহিত করায়, বল্লালসেন ও রামদেবী পরস্পরের চরিত্র-মাধুর্য্য ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। প্রথম দর্শনের দিন উভয়ের প্রাণে যে পূর্ব্ব-রাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল—এইরূপে কিয়ৎকাল অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার ফলে, উভয়ের সেই পূর্ব্ব-রাগ দিনে দিনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। কুমার কুমারীর সেই মনোভাব বিজয়সেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। প্রিয় সুহৃদ চন্দ্রশেখরের শেষ অনুরোধ তিনি এক্ষণে অতি সহজে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ভাবিয়া নিশ্চিন্তও হইলেন।

ক্রমশঃ বিজয়নগরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বিজয়সেন তৈলগড় ও সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। তৈলকম্প রাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালনার ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। স্থির হইল রামদেবীও তাঁহাদের সহিত আপাততঃ বিজয় নগরেই যাইবেন। ইত্যবসরে একদিন কথায় কথায় বল্লালসেন ব্রহ্মচারী ব্রতধারিণী কুমারপাল মহিষীর কথা পিতা বিজয়সেন ও সুহৃদ নরসিংহের

নিকট আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া বিজয়সেন ও নরসিংহ উভয়েই অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন কুমারপাল মহিষী সম্মতা হইলে তাঁহাকেও সম্প্রতি বিজয়পুরে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। সেই দিন অপরাহ্নেই বিজয়সেন, নরসিংহ ও বল্লালসেন যান বাহনাদি সমভিব্যাহারে কুমারপাল-মহিষীর কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং মহিষীকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, তাঁহাকে বিজয়পুরে লইয়া যাইয়া তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার প্রতি মদনপাল যে অন্যায় আচরণ করিয়াছেন তাহারও প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন। মহিষী তাঁহাদের সেই ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগের সহিত তৈলগড়ে আগমন করিলেন।

অদ্য যাত্রার দিন। ভৃত্যগণ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাগীরথী বক্ষে প্রকাণ্ড নৌ-বহর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ক্রমে সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নৌ-বহর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নরসিংহ ভাগীরথীর ঘাটে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেই সকলে রওনা হইবেন।

নরসিংহ ঘাটে পৌঁছিয়া নৌ-বহরের দিকে যাইবেন, এমন সময় সহসা একটি দৃশ্য তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন অদূরে সেই বাঁধা ঘাটের সলিল-সংলগ্ন সিঁড়ির এক প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পরিচিত একজন গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করিতেছেন। কৌতুহল হওয়ায় নরসিংহ একটু অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলেন ব্রাহ্মণ আর কেহ নহে স্বয়ং অনিরুদ্ধ ভট্ট। অকস্মাৎ ভট্টজিকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া নরসিংহ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কৌতুহল নিবারণার্থ তথায় একটু অপেক্ষা করিতেই ভট্টজি সন্ধ্যা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন নরসিংহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "সহসা আপনাকে এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আপনি সম্প্রতি কোথা হইতে আসিতেছেন?" ভট্টজি হাসিয়া উত্তর দিলেন "যুদ্ধারম্ভের পর পরই আমরা কাশী গিয়াছিলাম। সম্প্রতি তথা হইতে ফিরিতেছিলাম। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম যুদ্ধে

তোমাদের জয় লাভ হইয়াছে। মনে আনন্দ হইল। তাই একবার মনে হইল, এখানে নৌকা লাগাইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই।"

নরসিংহ। "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় যারপরনাই সুখী হইলাম। আমরা অদ্যই বিজয়নগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। নৌ-বহর সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ঘাটে আসিয়াছিলাম। ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিলেই সকলে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বিজয়রাজের সহিত কি আর কেহ আছেন?"

ভট্টজি। "আমার সহিত আমার ব্রাহ্মণী ও পালিতাকন্যা চন্দ্রলেখা আছেন। সকলে মিলিয়াই কাশী গিয়াছিলাম।"

চন্দ্রলেখার নাম শুনিয়া নরসিংহ সহসা কিছু অন্যমনস্ক হইলেন। বুঝি, বহুদিন পর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীর একটী অতি সূক্ষ্ম তারে আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন এবং ভট্টজিকে তাঁহার সহিত দুর্গ মধ্যে যাইতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন।"

ভট্টজি বলিলেন "তোমরা যখন এখনই ঘাটে আসিতেছ, আমি এখানেই অপেক্ষা করি। তুমি ফিরিয়া যাইয়া সকলকে লইয়া আইস। এখানেই বিজয় রাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

নরসিংহ। "আপনিও কি অদ্যই দেশে ফিরিবেন?"

ভট্টজি। "হাঁ, সকলে এক সঙ্গেই যাত্রা করিব।"

নরসিংহ আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া দুর্গে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার মন তখনও চঞ্চল ও চিন্তাপূর্ণ।

অনতিবিলম্বে কয়েকখানি শিবিকা ও দাসদাসী, বহুসংখ্যক শস্ত্রধারী পুরুষসহ বিজয়রাজ, নরসিংহ ও বল্লালসেন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিরুদ্ধ ভট্ট তথায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিজয়রাজ ও কুমার বল্লাল প্রণাম করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ উভয় পক্ষ তথায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর ভট্টজিকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নৌকা সেইখান হইতেই বিদায় করিয়া দেওয়া স্থির হইল। কুমারী রামদেবী ও কুমারপাল-মহিষী যে নৌকায় আরোহণ করিলেন ভট্ট-গৃহিনী ও চন্দ্রলেখাও সেই নৌকায় যাইবেন এবং ভট্টজি, বিজয়রাজ, বল্লাল ও নরসিংহ অপর একখানি নৌকায় যাত্রা করিবেন স্থির হইল।

দেখিতে দেখিতে সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নৌকায় আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রধান নাবিক ডঙ্কাধ্বনি করিয়া যাত্রারবার্ত্তা বিঘোষিত করিল। দেখিতে দেখিতে সকলেই নৌকারোহণ করিলেন। নাবিকগণ নৌকা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সহসা রমণীগণের নৌকাভ্যন্তর হইতে একটা নিদারুণ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই থামিয়া গেল। তখন নাবিকগণ সরিয়া দাঁড়াইল। আরোহীগণ নৌকাভ্যন্তর হইতে লম্ফ দিয়া পুনরায় তীরে অবতরণ করিতে লাগিল। দিজয়রাজ, বল্লাল, নরসিংহ, ভট্টজি তাঁহাদের নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন। তারপর যে নৌকা হইতে সেই চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল সেই নৌকাভিমুখে সকলে দ্রুতগতি গমন করিতে লাগিল। তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন কুমারপাল-মহিষী ও চন্দ্রলেখা পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্

বর্ণসাঙ্কর্য

"স্বয়ংভুবে নমস্কৃত্য ব্রহ্মণেঽমিততেজসে।
মনুপ্রণীতান্ বিবিধান্ ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥"

মহাভারতীয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপোদ্ঘাতে মহাবীর অর্জুন মহাযুদ্ধে কুলক্ষয়ের সম্ভাবনা এবং কুলক্ষয়ের ফলে কুলধর্মের নাশ এবং তাহার ফলে সমগ্র কুলে অধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করত বলিয়াছিলেন,—"অধর্মের প্রভাব বশতঃ কুলনারীগণের চরিত্রে দোষ স্পর্শ করে এবং দুষ্টচরিত্র নারীগণ হইতেই বর্ণসঙ্করের জন্ম হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্করকারক দোষ হইতে মনুষ্যগণের চিরস্থায়ী কুলধর্ম এবং জাতিধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪৩॥"

গীতা—প্রথম অধ্যায়।

মনু মহারাজ বলিতেছেন, "বর্ণসমূহের ব্যভিচার, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নারীকে গ্রহণ এবং স্বর্ণোচিত কর্ম ত্যাগ হইতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যবেদনেন চ।
স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ ॥২৪॥" ১০অঃ

বর্ণসমূহের ব্যভিচার—শাস্ত্র নিষিদ্ধরূপে বর্ণসমূহের পরস্পর মিশ্রণ,—অবেদ্য বেদন, অবেদ্য—শাস্ত্রে যে প্রকার নারীকে বিবাহ করিতে নিষেধ আছে, সে প্রকার নারীকে বেদন অর্থাৎ গ্রহণ (having cornal knowledge of)।

ফলতঃ আর্যসমাজে বর্ণভেদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বৃত্তিভেদ থাকিলেও বিবাহে কোন বাধা থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। জৈনদিগের শাস্ত্রে এরূপ ব্যবহারের ব্যবস্থা এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—ত্রৈবর্ণিকেন বোঢ়ব্যাঃ স্যাৎ ত্রৈবর্ণিককন্যকাঃ।" জিন-সংহিতা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, বিশ্বকোষধৃত। বর্ণভেদ সমাজে সুদৃঢ় হওয়ার পরে সবর্ণ, অনুলোম এবং প্রতিলোম ক্রমে নরনারীর বিবাহ অথবা সংযোগ হেতু কি প্রকার অবান্তর জাতি-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা পরে দেখিতেছি। আর্য-সামাজিকগণ যে কারণেই হউক, ক্রমশঃ প্রতিলোম ক্রমে নরনারী মিলনকে দোষাবহ এবং নিষিদ্ধ করিয়া সেরূপ মিলনের ফলে উৎপন্ন পুত্র কন্যাকে দ্বিজধর্ম হইতে চ্যুত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অথচ বর্ণভেদের প্রাথমিক অবস্থায় অন্ততঃ ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃকপত্নীভাবে ব্রাহ্মণ কন্যা গ্রহণকে সমাজ বৈধ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত অধিক না হইলেও পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয় মহারাজা যযাতি কর্তৃক ভগবান শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পরিণয় এবং তাহার ফলে বিখ্যাত যদুবংশের উদ্ভবকথা সকলেরই সুপরিচিত। অপর দৃষ্টান্ত বেদব্যাসপুত্র সুপ্রসিদ্ধ শুকদেব কন্যা (১) কীর্তির সহিত চন্দ্রবংশীয় মহারাজ অণুহের বিবাহ—এবং এই

(১) শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শুকদেবকে আজন্ম ব্রহ্মচারী বলিয়া বর্ণনা ও উহা কথকতায় বিস্তৃতি হওয়ায় বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুরা শুকদেবকে "শুকদেব গোস্বামী" বলিয়া প্রচার, করায় তাঁহার সংসার ধর্মের ইতিহাস আমাদের সমাজে সেরূপ প্রচলিত নাই। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের

বিবাহের ফলে মহা প্রতাপী এবং জ্ঞানী মহারাজ ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যদুবংশ এবং পঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্তের বংশ কোন পুরাণে নিন্দিত হন নাই পরন্তু সর্বত্র পূজিত হইয়াছেন।

গুণকর্ম এবং স্বভাবানুসারে বর্ণভেদ—অথবা বৃত্তিজনিত বর্ণভেদ—সমাজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও নৈসর্গিক আকর্ষণের প্রভাবে বর্ণে বর্ণে মিশ্রণ ঘটিতে লাগিল এবং সামাজিকগণ তদ্রূপ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিগণের বর্ণ সম্বন্ধেও এক একটা ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভেদ ও অবান্তর ভেদবশতঃ ঐরূপে উৎপন্ন লোক বাড়িতে বাড়িতে তাহাদেরও পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী ও সমাজ ঘটিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রে যেরূপ ভাবেই এই সকল শ্রেণীর বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যে বিভিন্নবর্ণের নরনারীগণের অনুলোম প্রতিলোম মিলনের ফলে যে সব শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের নাম ও জীবিকার নিয়ম শাস্ত্রই বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। জন্মানুগত শাস্ত্রোক্ত জীবিকার ফলে জাতিসমূহের নামকরণ হওয়ার পরিবর্তে, এক এক প্রকার জীবিকার লোকে এক একটি দল বাঁধিতে আরম্ভ করায়, তাহাদের আচার ব্যবহার একরূপ এবং বিবাহ পানভোজনাদি সামাজিক ব্যাপার স্ব স্ব শ্রেণী অথবা দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়ায় প্রথমে জাতির নামকরণ ও পরিশেষে ঐ জাতি সমূহের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন কারণ পরিকল্পিত হওয়াও আশ্চর্য নহে। দেশের নাম অনুসারে তদ্দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণের নামকরণেরও অতি প্রাচীন ব্যবহার সংস্কৃতসাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। "জনপদশব্দাৎ ক্ষত্রিয়াদ্ অঞ্ ॥ পাঃ ৪।১।১৬৬। জাতি সমূহের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণ যুক্তিসম্মত (১) কারণের অনুসন্ধান

আগে গার্হস্থ্য আশ্রমের মাহাত্ম্য খুব অধিক ছিল এবং প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিকেই দেবঋণ, ঋষিঋণ, এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইত। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য অথবা বেদপাঠ যেরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, দ্বিতীয় বয়সে দার পরিগ্রহও তদ্রূপ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রেই এই কর্ত্তব্য কথিত হইয়াছে, তাহা নহে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্যা, অধিব্রজ এবং অধ্যাত্ম এই পাঁচটিকেই মহাসংহিতা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। বিবাহ করা ধর্ম সংস্কার ছিল। শুকদেব এই কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। শুকদেবের বিবাহ এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের বিবরণ পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত আছে। তাঁহার পত্নীর নাম পীবরী (পিতৃগণের কন্যা) এবং কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি এবং দেবশ্রুত এই চারি পুত্র এবং কীর্তি প্রমুখ কয়েকটী কন্যা তাঁহাদের হইয়াছিল।

অত্যন্ত কৌতূহলজনক এবং শিক্ষাপ্রদ হইলেও আমাদের শক্তির অভাব নিবন্ধন সে পন্থা পরিহার পূর্বক শাস্ত্রসম্মত বর্ণ-সাংকর্য্যবশতঃ জাতিভেদ সম্বন্ধেই দুই চারি কথা কহিতেছি।

বর্ণের ব্যভিচার এবং অবেদ্যাবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুশীলন করা আবশ্যক। বর্ণভেদ সমাজে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্ব স্ব বর্ণের ভিতর বিবাহ হওয়াই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়;—এমন কি স্ববর্ণা কন্যার বিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহে 'পাণিগ্রহণ সংস্কার' হইতে পারে না, অধিক কি সবর্ণা পত্নী ভিন্ন অন্যে পরিণেতা ধর্মপত্নীও হইতে পারে না—তাহাদের নাম কামপত্নী। ধর্ম-সংস্কার সরূপ সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবার পর পুনশ্চ কোন কারণবশতঃ ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণবর ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাকে, ক্ষত্রিয় বর বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাকে এবং বৈশ্যবর শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার বিধান ছিল, কিন্তু সকল অবস্থায়ই দ্বিজের পক্ষে শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করা সমাজে অতিশয় নিন্দাজনক ব্যাপার বলিয়া পরিচিত হইত। ব্রাহ্মণবর ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি বিবাহ সময়ে 'পাণিগ্রহণ' অর্থাৎ "গৃভ্-ণামিতে সৌভগত্বায়" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া কন্যার হাত ধরিতে পারিতেন না, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-কন্যা কর্তৃক গৃহীত শরের অন্যদিক ধরিতে হইত। এইরূপ বৈশ্যকন্যার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বরের সহিত বিবাহে বর ও কন্যা একটা গরুচরান লাঠীর দুইদিক দুই জনে ধরিতেন এবং শূদ্রকন্যার বিবাহে কন্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবরের উত্তরীয় বস্ত্রের একাংশ মাত্র স্পর্শ করিতেন।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৪॥
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ ॥১২॥
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩॥
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্যোপদিশ্যতে ॥১৪॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥১৫॥
পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্মণি ॥৪৩॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥৪৪॥"

মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

অন্যান্য স্মৃতিও এ সম্বন্ধে মনুসংহিতারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন; সেজন্য যেখানে বিশেষ মতভেদ নাই, সেখানে অন্য সংহিতার শ্লোক অথবা বাক্য উদ্ধার করা অনাবশ্যক। মতভেদ থাকিলে, অথবা প্রতীত হইলে, সেরূপ বাক্য উদ্ধৃত হইবে।

উচ্চবর্ণের পুরুষের পক্ষে নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহকে 'অনুলোম বিবাহ' বলে এবং তাহার ব্যবস্থা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নবর্ণের পুরুষের পক্ষে উচ্চতর বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করার ব্যবস্থা শাস্ত্রকার দেন নাই;—তবে নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ তাদৃশ মেলন সময়ে সময়ে ঘটিত এবং সেরূপ মেলনকেই "প্রতিলোম-মেলন" বলিত। এই প্রতিলোম-মেলন হইতেই বর্ণের ব্যভিচার হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে এক প্রকার বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমান গোত্র-প্রবরা, অথবা (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) আত্মীয়া কন্যাকে বিবাহ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে; সেরূপ কন্যাকে বিবাহ করাকে "অবেদ্যা-বেদন" বলে এরূপ বিবাহের ফলে দ্বিতীয় প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। আর তৃতীয় প্রকার বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি দ্বিজগণের শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম ও জীবিকা পরিত্যাগ বশতঃ হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার বর্ণসঙ্করগণের সম্বন্ধে আলোচনাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কলিযুগের কোন সময়ে সামাজিকগণ শাস্ত্রোক্ত অনুলোম-বিবাহও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং এই নিষেধবাক্য আদিপুরাণ ও আদিত্যপুরাণের উদ্ধৃত বাক্যাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক দিন হইতে ঐরূপ বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান আদালত সমূহে যে 'হিন্দু-আইন' গৃহীত হইয়া থাকে,—অসবর্ণ বিবাহ সেই আইন অনুসারেও অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলই এখন হিন্দু-আইনের সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক;—ঐ আদালতই তাঁহাদের আদেশ দ্বারা হিন্দু জাতির মধ্যে

অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত অনেকগুলি ভদ্রলোক সমাজে অসবর্ণ বিবাহ (অনুলোম এবং প্রতিলোম সর্বপ্রকার) চালাইবার জন্য অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রাজকীয় ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত তাহার অনুকূল না হওয়ায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এখন যদি হিন্দু সমাজের কোন নরনারী অসবর্ণ বিবাহ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন) আইন অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে প্রথমতঃ বরকন্যা উভয়কেই "আমি হিন্দু নহি" বলিয়া রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে শপথ করিতে হয়,—তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং মিঃ পেটেল তাঁহাদের মনোঽনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া উহা বিধিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন এবং এক্ষণে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিসিংহ গৌড় (Dr. H. S. Gour) আর একখানি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং উহা এখনও ব্যবস্থাকারিণী সভার নির্বাচিত সদস্যগণের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ডাক্তার গৌড় প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসমূহে যখন অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তখন নামমাত্রাবশেষ উপপুরাণ বিশেষের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিবাহ একেবারে সমাজে অচল করিয়া দেওয়া উচিত নহে; যাঁহারা অবস্থা বিশেষে ঐরূপ বিবাহ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে সেরূপ বিবাহ করিতে স্বাধীনতা দেওয়াই উচিত। সম্প্রতি ঐ প্রকার স্বাধীনতা না থাকায়, তাঁহারা বাধ্য হইয়া ১৮৭২। ৩ আইনের আশ্রয় লইতেছেন এবং 'আমরা হিন্দু নহি' এইরূপ বৃথা শপথ করিতেছেন। আইনের এইরূপ অবস্থা সমাজের পক্ষে শুভ নহে।

অবান্তর প্রসঙ্গ হইলেও এইস্থলে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছামত পান ভোজন করিবারও স্বাধীনতা হিন্দু সমাজে নাই,—বিবাহ সম্বন্ধে ত আদৌ নাই। ভালই হউক, অথবা মন্দই হউক, হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের প্রত্যেক অঙ্গই ধর্মবিশেষ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে,—বিবাহও অত্যাবশ্যক ধর্ম-সংস্কার স্বরূপ এই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের শাসন অস্বীকার করত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

সঙ্কোচ করিতেই হইবে। সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষও যখন ক্ষুধার সময় নিজের ইচ্ছামত খাইবার স্বাধীনতা হিন্দুর নাই,—তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব করিলেও যখন যার তার জল খাইবার যো নাই,—তখন নিজের ইচ্ছামত বিবাহের কথায় আর কাজ কি? আর অসবর্ণ বিবাহ সমাজে যে প্রচলিত ছিল,—তাহাই বা কিরূপ? প্রতিলোম মিলনের কথা দূরে থাকুক,—কাহারও ইচ্ছা হইলেই তিনি কি অনুলোম বিবাহ করিতে পারিতেন? দ্বিজগণকে প্রথমে **ধর্ম রক্ষার্থ সবর্ণা ভার্য্যা** পরিগ্রহ করিতেই হইত;—তাহার পর কোনও দায়ে ঠেকিলে নিম্ন বর্ণের কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন। **অগ্রে সবর্ণা বিবাহ না করিয়া প্রথমেই নিম্নতর বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে বর নিজের বর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া কন্যার বর্ণে অবনত হইতেন।** এইরূপ ত অবস্থা ছিল!* বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজে

* অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে স্মৃতি-সম্মত বিধানের ভাষ্যরূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১১৩শ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশীয় দিষ্ট মহারাজার পুত্র নাভাগের একটি উপাখ্যান আছে। রাজপুত্র নাভাগ কোন একটি সুরূপা বৈশ্য বালিকার উপর নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলে মহারাজ দিষ্ট শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা পাইবার অভিলাষে এক ঋষি-পরিষৎ আহ্বান করেন। যুবরাজ নাভাগ তখনও সবর্ণাবিবাহ করিয়া সংস্কৃত হন নাই, তাই ঋষিরা বলিলেন,—

"রাজপুত্রাস্ত্বরাগস্তে যদস্যাং বৈশ্যসম্ভবৌ।
তদস্ত ধর্ম এবৈষ কিন্তু ন্যায়ক্রমেণ সঃ।১৯।
মুর্ধাভিষিক্ততনয়া পাণিগ্রাহে ভবেৎ পুরা।
ভবত্বনন্তরঞ্চেয়ং তব ভার্য্যা ভবিষ্যতি।২০।
এবং ন দোষো ভবতি তথেমামুপভুঞ্জতঃ।
অন্যথাভ্যেতি তে জাতিরুৎকৃষ্টা বালিকাং হরন্।২১।"

ঋষিরা এইরূপ ব্যবস্থা দিলেও অনুরাগান্ধ রাজকুমার তাঁহাদের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করতঃ সেই বৈশ্যকন্যাকে (তাহার পিতারও অনভিমতে) বিবাহ করেন এবং তাহার ফলে পিতৃরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট এবং বৈশ্যবর্ণে অবনত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থার দোহাই মানিতে গেলে পুরাদস্তুরই মানা উচিত; সুবিধা খুঁজিতে গিয়া শাস্ত্রকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিলে তাহার অবমাননা হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচই সমাজ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য,—শাসন করেন বলিয়াই ত তিনি শাস্ত্র।

একাধিক পত্নীগ্রহণ যে কেবল রুচি ও শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে তাহা নহে,—অন্যান্য নানা দিক হইতেই তাহা অসুবিধাজনক। সেই অসুবিধার জন্য বহুবিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার পর কোন সুসভ্য সম্পন্ন সজ্জন নিজের কন্যাকে উচ্চতর বর্ণের কোনও ব্যক্তির কামপত্নীত্বে প্রদান করিতে পারিবেন? অথবা কোন উচ্চবর্ণের বরই বা নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হইতে সম্মত হইবেন? ফলতঃ শ্রীযুক্ত বসুজ, পেটেল অথবা গৌড় প্রভৃতি মনস্বী সজ্জন যদি ঋষিগণের দোহাই একেবারে পরিত্যাগ করত সভ্যসমাজের সুবিধাজনক যুক্তিমূলক বিবাহের প্রবর্তন (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের আদর্শে) করিয়া দেন,—অর্থাৎ দ্বিজ, আর্য অথবা হিন্দু সমাজের শাস্ত্রসমূহকে সমূলে বর্জন করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহাদিগের ব্যবস্থার একটা সামঞ্জস্য থাকে। তথাপি, ঐরূপ আইনের ফলে সম্পত্তির অধিকার ঘটিত কত যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে, এখন তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য।

ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিতে দ্বিজগণের অনুলোম-বিবাহ জনিত সন্তান-সন্ততিগণকে (যেমন অমরকোষে) "বর্ণসঙ্কর" আখ্যা দেওয়া হয় নাই। অনেক দিন পরে কিন্তু (যেমন অমরকোষে) ভিন্নবর্ণের নরনারীর মেলন হইতে উৎপন্ন সকলকেই "সঙ্কর" অথবা "সঙ্কীর্ণ" বলা হইয়াছে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উভয় প্রকার মেলনের ফলস্বরূপ সন্তানগণের সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকিবে।

সমাজের যে অবস্থার ব্যবস্থা মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়, সে অবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যা এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কন্যা বিবাহ করিলে, সেরূপ বিবাহের ফলে কোন পৃথক্ নামযুক্ত জাতির উদ্ভব হইত না। ব্রাহ্মণ-পরিণীতা ক্ষত্রিয়ার পুত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরিণীতা বৈশ্যার পুত্র ক্ষত্রিয় বলিয়াই সমাজে গৃহীত হইত। তদ্রূপ বৈশ্যেরও পরিণীতা শূদ্রকন্যার গর্ভজাত পুত্রকে সমাজ বৈশ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। অনন্তর অর্থাৎ সবর্ণা ও (বর হইতে কন্যা একবর্ণ নিম্ন) অনন্তর বর্ণা কন্যার গর্ভের সন্তানকে পিতৃ-সবর্ণ বলিয়াই সামাজিকগণ স্বীকার করিতেন; কিন্তু একান্তর (যেরূপ ব্রাহ্মণে বৈশ্যপত্নী, ক্ষত্রিয়ের শূদ্র পত্নী) অথবা দ্ব্যন্তর (ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী) বর্ণের মেলন সম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণের হইলে যথাক্রমে "অম্বষ্ঠ", "নিষাদ" বা "পারশব" এবং ক্ষত্রিয়ের হইলে "উগ্র" বলিত। এ অবশ্য

অনুলোম-মেলনের কথাই হইতেছে। এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন,—"সর্ব বর্ণেরই সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত বৈধ সন্তান পিতামাতার স্বজাতিভুক্তই হইয়া থাকেন।১। দ্বিজগণের একান্তরবর্ণের পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা মাতৃদোষ (মাতার হীনবর্ণ) স্বত্বেও তাহাদের পিতারই সদৃশ জাতিভুক্ত হইয়া থাকেন।২। দ্বিজগণের অনন্তর-জাত পুত্রকন্যার ব্যবস্থাত এইরূপ,—এক্ষণে একান্তর ও দ্ব্যন্তর-বর্ণজাত সন্তানগণের ধর্ম্মসম্মত ব্যবস্থা বলিতেছি যথা।—৩। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যায় 'অম্বষ্ঠ' নামকের জন্ম হয় এবং শূদ্রকন্যায় 'নিষাদ' জন্মে, যাহাকে 'পারশব' বলা হয়।৩। ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যায় ক্রুরাচারবিহার-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মিশ্রোণোদ্ভূত দেহ, 'উগ্রের' উৎপত্তি হইয়া থাকে।৫"

আমরা মনু-বাক্যের অর্থ যে করিলাম, উহা প্রসিদ্ধ কোন ভাষ্য, বৃত্তি অথবা টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সম্মত নহে। মনুমহারাজের স্বপ্রণীত শাস্ত্র মনুসংহিতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রপাঠে আমরা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই অকপটভাবে লিখিতেছি। আমাদের অনুকূল যুক্তিগুলি ক্রমশঃ পাঠকমহাশয়গণের নিকটে নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ। শ্রীশ্রীমনুমহারাজ তাঁহার সংহিতার কোনও স্থানে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নীসম্ভূত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত এবং বৈশ্যে শূদ্রাভার্যার উৎপন্ন পুত্রের কোন নাম করেন নাই। 'মূর্ধাবসিক্ত', 'মাহিষ্য', এবং 'করণ'—এই নামকরণ এবং জীবিকার ব্যবস্থা পরে হইয়াছিল।

বিপ্রান্মূর্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥৯১॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্ মাহিষ্যোগ্রৌ স্মৃতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯২॥"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

"বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তাঃ—'হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্ধাবসিক্তানাং, নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্ত্ররক্ষাচ মাহিষ্যাণাং, দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবাদুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাং—ইতি।" (কুল্লুকভট্টধৃত)।

দ্বিতীয়তঃ। মনু মহারাজ পরে বলিয়াছেন, "যেমন তিনবর্ণের মধ্যে দুই বর্ণ হইতে জনকের আত্মা (সদৃশ বর্ণ) জাত হয়, পর পর হীনবর্ণ হইতে যাহারা জাত হয়, তাহারা (জনকের স্থলে) জননীর জাতি প্রাপ্ত

হয়, তদ্রূপ বাহ্য বর্ণ সমূহ হইতেও (প্রতিলোম জাত আর্য অথবা দ্বিজধর্ম হইতে বহিষ্কৃত) ক্রমান্বয়ে বাহ্য অথবা নিকৃষ্ট জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৮। দশম অধ্যায়।

কুল্লুকভট্ট এই শ্লোকটির অর্থ করিতে গিয়া "যথেতি। যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং- মধ্যাদ্দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ- ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যাদ্দ্বিজ উৎপদ্যতে, স্বজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে এবং বাহ্যেষ্বপি বৈশ্যাঁ ক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণ্যোর্জাতেষূৎকর্ষাপকর্ষো ভবতি। শূদ্র জাত প্রতিলোমাপেক্ষয়া দ্বিজাত্যুৎপন্ন প্রতিলোম প্রাশস্ত্যার্থমিদম্।" (যেমন, তিন বর্ণের মধ্যে) পদের অর্থ "ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং মধ্যাৎ" (ক্ষত্রিয় বৈশ্যও শূদ্রের মধ্যে) করিয়া "দ্বয়োঃ" পদের অর্থ "দ্বয়োর্বর্ণয়ো ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো র্গমনে ব্রাহ্মণস্যাপুলোম্যাদ্দ্বিজ উৎপদ্যতে" (দুইটি বর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাগমনে দ্বিজ উৎপন্ন হইয়া থাকে) অর্থ করিয়া "আনন্তর্যাৎ স্বযোন্যান্তু" পদের "স্বজাতীয়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে (স্বজাতীয়া পত্নীর গর্ভে দ্বিজই উৎপন্ন হয় বলিয়া) বলিয়া বক্তব্য শেষ করিয়াছেন, এবং ভট্টপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদে "ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণাসম্ভূত সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন শূদ্র অপেক্ষা মান্য, তদ্রূপ ইতর জাতির মধ্যে বৈশ্যের ক্ষত্রিয়া জাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী গর্ভজাত সন্তান, শূদ্রের প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ" যাহা আছে (বঙ্গবাসী) তাহা মনু মহারাজের সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। বৃত্তিকার এবং অনুবাদক মহাশয়গণ স্ব স্ব সময়ের সমাজানুমোদিত অবস্থার সহিত মনু কথিত সমাজের ভিন্নতা যে কত তাহা মনে না রাখাতেই এইরূপ গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ মনু মহারাজ ইতঃপূর্বেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি যে "যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের পুরুষ হইতে যথাক্রমে দুইটি বর্ণ হইতে (ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং বৈশ্যের বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের পত্নী হইতে) 'অস্য—অর্থাৎ জনকের আত্মা অথবা সদৃশবর্ণ (যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অন্তর পড়িলে (যেমন ব্রাহ্মণের বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের এবং

ক্ষত্রিয়ের শূদ্র বর্ণের স্ত্রীর গর্ভ জাত) ঐরূপে উৎপন্ন সন্তান স্বযোন্যাং তু' নিজ জননীর জাতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বর্ণবাহ্য প্রতিলোমজগণের সম্বন্ধে ও ক্রমশঃ হইবে।" এই শ্লোকের পরই প্রতিলোমজাত বর্ণসংকরগণের পুনশ্চ পরস্পর সংকীর্ণতার বর্ণনা মূলগ্রন্থে রহিয়াছে। পূর্বোধৃত সপ্তম হইতে নবম পর্যন্ত শ্লোকে মনু মহারাজ একান্তর জাত অম্বষ্ঠ এবং উগ্রের এবং উগ্রে ও ব্যন্তর জাত নিষাদের কোন বর্ণ নির্ণয় করেন নাই,—এই ২৮শ শ্লোকে বলিলেন যে উহারা পিতার বর্ণ না পাইয়া মাতার বর্ণ পাইবে।

এই ব্যাখ্যা যে আমাদের মতে মনু মহারাজের অনুমোদিত তাহা বলিয়াছি। তথাচ বিখ্যাত ভাষ্যকার বৃত্তিকার এবং অনুবাদক মহাশয়গণের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করত পাঠক মহাশয়গণ আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তির মত কেন গ্রহণ করিবেন? এ সম্বন্ধ আমাদের নিবেদন এই যে, সুপণ্ডিত পাঠক মহাশয় স্বয়ং মনুসংহিতা পাঠ করিয়া তাঁহার স্বপ্রণীত শ্লোকগুলির পূর্বাপর অবস্থান ও উদ্দেশ্য অনুসারে মর্ম অনুধাবন করুন। তিনি 'পরপ্রত্যয়নের বুদ্ধিঃ' হউন, এরূপ অভিপ্রায় আমাদের কখনই নাই; তথাপি অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য ঋষিপ্রণীত অন্যান্য শাস্ত্রের অভিমত আমরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

এ সম্বন্ধে বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে বলা হইয়াছে, "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি বর্ণ। তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা) চারিটি, "ক্ষত্রিয়ের (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা), তিনটি, বৈশ্যের (বৈশ্যা ও শূদ্রা) দুইটি এবং শূদ্রের (শূদ্রা) একটি ভার্যা হইতে পারিবে। সেই সকল বর্ণের ভার্যা হইতে সবর্ণা এবং অব্যাহত নিম্নবর্ণা ভার্যার গর্ভ হইতে (পিতার) সবর্ণ এবং একান্তর ও দ্ব্যন্তর বর্ণের ভার্যা হইতে ব্রাহ্মণ, বৈশ্যা হইতে 'অম্বষ্ঠ' এবং শূদ্র হইতে 'নিষাদ'; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ভার্য্যা হইতে 'উগ্র' এবং বৈশ্যের শূদ্রা ভার্য্যা হইতে 'রথকার' উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্যথা—চত্বারোবর্ণাব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ।১। তেষাং বর্ণানুপূর্ব্যেণ চতস্রোভার্যা ব্রাহ্মণস্য।২। তিস্রো রাজন্যস্য।৩। দ্বে বৈশ্যস্য।৪। একা শূদ্রস্য।৫। তাসু পুত্রাঃ সবর্ণানন্তরাসু সবর্ণাঃ।৬। একান্তরদ্ব্যরাসু অম্বষ্ঠোগ্রনিষাদাঃ।৭। (অষ্টম অধ্যায়) ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ, বৈশ্যায়মম্বষ্ঠঃ, শূদ্রায়াং নিষাদঃ।৩। ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়ঃ শূদ্রাযামুগ্রঃ।৫। বৈশ্যাচ্ছূদ্রায়াং রথকারঃ।৬। (নবম অধ্যায়)।

মহাভারতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অনুশাসন পর্বে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের চারিটি ভার্যা; তন্মধ্যে দুইটি হইতে আত্মা জন্মগ্রহণ করে, আর তাহার পর পর দুইটি হীনবর্ণ হইতে মাতৃজাতির সন্তান প্রসূত হয়। ক্ষত্রিয়ের তিনটি ভার্যা; তন্মধ্যে দুইটি হইতে আত্মা জন্মগ্রহণ করে, হীনবর্ণা তৃতীয়া হইতে শূদ্রবর্ণের 'উগ্রে'র উৎপত্তি হয়। বৈশ্যেরও দুইটি ভার্যা, দুইটিতেই উহার আত্মা জন্মিয়া থাকে। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রভার্যা,—তাহা হইতেই শূদ্রের জন্ম হয়।" আর বেদব্যাস ও পরে মনুক্ত ২৮শ শ্লোকটিই পাঠান্তর সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন "যেমন চারিটী বর্ণের মধ্যে দুইটী হইতে জনকের আত্মা জন্মিয়া থাকে, পর পর হীনবর্ণ হইতেও যেরূপ জাত হয়, বাহ্য বর্ণসঙ্করগণও প্রধানতঃ সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

"ভার্যাশ্চতস্রোবিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মাপ্রজায়তে।
আনুপূর্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥৪॥
ত্রিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতিস্মৃতিঃ॥৭॥
দ্বেষাপি ভার্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
শূদ্রাশূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥৮॥
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
আনন্তর্যাৎ প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ। ১৫॥"

৪৮শৎ অধ্যায়।

মহাভারতের প্রধান টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট এই কয়টি শ্লোকের টীকামুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করার উপযুক্ত। তিনি বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের আত্মা ব্রাহ্মণে; ক্ষত্রিয়া হইতেও ব্রাহ্মণ জন্মিয়া থাকে, যদিও সে কিঞ্চিন্নীচ,—যেমন মনু বলিয়াছেন (এস্থলে মনুর দশম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক তুলিয়াছেন; আর বৈশ্যা হইতে মাতার জাতি 'অম্বষ্ঠ' এবং শূদ্রা হইতে শূদ্র জাতির নিষাদ অথবা পারশবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেমন মনু বলিতেছেন। এস্থলে অষ্টম শ্লোক তুলিয়াছেন। বৈশ্যা হইতেও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মিয়া থাকে, শূদ্রা হইতে শূদ্রবর্ণ উগ্রের জন্ম হয়। শূদ্রা হইতে বৈশ্যের ও বৈশ্য পুত্র জন্মিয়া থাকে।.....তাহাদেরও স্বযোনি এবং অনন্তর যোনি হইতে জনকের স্বজাতিই উৎপন্ন হয়। তদ্যথা—"আত্মা ব্রাহ্মণএব ক্ষত্রিয়ায়ামপি জায়ত ইত্যর্থঃ স চ কিঞ্চিন্নীচঃ যদাহ মনুঃ স্ত্রীষনন্তর জাতাসু

দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্।" ইতি। মাতৃজাত্যৌ বৈশ্যায়াং বৈশ্যোঽম্বষ্ঠো নাম শূদ্রায়াঃ শূদ্রায়াং শূদ্রো নিষাদো নাম পারশব আখ্যো ভবতি মনুঃ—'ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ইতি।৪। বৈশ্যায়ামপি ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয় এব ভবতীত্যাহ দ্বয়োরিতি উগ্রাঃ শূদ্রবিশেষাঃ।৭। বৈশ্যাৎ শূদ্রায়ামপি বৈশ্য এব ভবতীত্যাহ দ্বে ইতি।৮। তেষাং (বাহ্যানাং) স্বযোনা বনন্তরযোনৌ চ স্বাস্বৈব জায়তে পূর্ব্ববৎ। ব্যবহিত নীচ যোনৌ তু মাতৃজাতীয়া ইতি।১৫।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র বর্ম্ম-ভারতীভূষণ

দেবী-মাহাত্ম্য

বঙ্গদেশের এবং ভারতের হিন্দু প্রধান ও কায়স্থ প্রধান স্থানে সর্ব্বত্রই শরৎকালে শারদীয়া মহাপূজার সময়ে তিনদিন ব্যাপী দেবী-মাহাত্ম্য পঠন শ্রবণ হইয়া থাকে। ভাগ্যবান ব্যক্তির ভবনে দুর্গা-মণ্ডপে সুচী সদাচারী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ হয় তাহাই দেবী-মাহাত্ম্য। মহাত্মা মেধস মুনির আশ্রয়ে সুরথ নামে রাজা, সমাধি নামে এক বৈশ্য দেবী-মাহাত্ম্য প্রধান দুর্গাপূজা করণান্তর রাজা হৃত রাজ্য, বৈশ্য হৃত ধন সম্পদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তাহাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

যদি ও শারদীয়া মহাপূজা হিন্দুমাত্রেরই নিজস্ব ও অতি আনন্দপ্রদ—হিন্দু জাতি ভিন্ন অপর জাতি ধর্ম্মীরও ইহাতে আশা ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূজার মাস দুমাস পূর্ব্ব হইতে সকল জাতীয় লোকে কিছু লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লাভের আশা ভারতেই নিবদ্ধ ছিল। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হওয়ায় সুদূর ইউরোপ আমেরিকার লোকেও পূজার লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। পূজার বহু পূর্ব্ব হইতে তাহারা পূজার কাপড়, খেলনা, আমোদ প্রমোদের জিনিস

সর্ব্বরাহ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন লাভ ও আমোদ আহ্লাদের সূচনা; ইহাতে দেবী মাহাত্ম্যই ফুটিয়া উঠিতেছে।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে দেবী-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে এক নূতন দেবী-মাহাত্ম্য আলোচিত, সমর্থিত, পরিত্যক্ত হইতেছে, সেই নূতন দেবী-মাহাত্ম্য গজাইয়াছে অতি অল্প দিন। চট্টগ্রাম জিলা ইহার জন্ম স্থান। পণ্ডিত সমাজ এই দেবী-মাহাত্ম্যের জনয়িতা। এই নূতন দেবী-মাহাত্ম্যের বিষয় কিঞ্চিৎ পাঠকগণ সমীপে নিবেদন করিতেছি। আমরা আশা করিতেছি সুরথ এবং সমাধি যেমন হৃত রাজ্য, হৃদ সম্পত্তি পুনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তেমন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ বৈদ্যগণও তাঁহাদের হৃত সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠের প্রত্যেক অধ্যায় শেষ একটী ভনিতা আছে যে "ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষাসুর সৈন্যবধ কি মহিষাসুর বধ কি অন্য কিছু।" তৎপর আচমনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী অধ্যায় পাঠারম্ভ করিতে হয়। বর্ত্তমান নূতন দেবী-মাহাত্ম্য কোন অধ্যায় নাই এবং সমাপ্তি নাই।

চট্টগ্রাম জিলায় কায়স্থ বৈদ্যগণ সাইট বৎসর পূর্ব্ব হইতে স্বজাত্যোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া দৈব পৈত্র কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রধান সহায় ছিলেন, তাঁহারা পাঁতি প্রস্তুত করিয়াছেন, উপবীত গ্রহণ করাইয়াছেন, ভোজন করিয়াছেন, ভোজনান্ত দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কোন গোলোযোগ উত্থিত হয় নাই।

কায়স্থ বৈদ্যগণের সৌভাগ্যবশতঃ হঠাৎ ১৩২৬ বঙ্গাব্দর ৬ই ফাল্গুন শিকারপুরে ষড়্‌বিংশ শর্ম্মা সম্মিলিত হইয়া (ইহাঁরা পণ্ডিত নাম পরিচিত) একটী পাঁতি প্রচার করিলেন যে—"কায়স্থ বৈদ্যগণের সংস্কার অশাস্ত্রীয়, তাহাদের 'দেবী' উচ্চারণ অশাস্ত্রীয়, তাহাদের দৈব পৈত্র কর্ম্ম অশাস্ত্রীয় হইতেছে।"

চট্টগ্রাম জিলাস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যগণ নানাকারণে পরস্পর এমনভাবে বিজড়িত যে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইলে সকলেরই ক্ষতি—মনোকষ্ট, অর্থকষ্ট, এমন কি অস্তিত্ব লোপের সম্ভাবনা। মুষ্টিমেয় পণ্ডিত, মুষ্টিমেয় উকীল, মুষ্টিমেয় কেরানী কুল, মুষ্টিমেয় ধনী, মুষ্টিমেয় বৈশ্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ প্রতিকারে অক্ষম।

এ হেতু দলে দলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ বৈদ্যগণের সংস্কারের পক্ষপাতী। আপন আপন স্বার্থ লোভ ও অর্থলোভ কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। যে সকল পণ্ডিত ও যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যগণের দৈব পৈত্র কার্য্যে যোগ দিয়াছেন, পণ্ডিত সমাজ সে সকল ব্রাহ্মণের নামকরণ করিয়াছেন—

"দেবীর দল"

এখন এই 'দেবীর' আলোচনা সর্ব্বত্র। ইহাকেই আমরা "দেবী-মাহাত্ম্য" উল্লেখ করিতেছি।

চট্টগ্রামের পণ্ডিত-সমাজ রঘুনন্দনের সংগৃহীত স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের এক জায়জ বা অতিরিক্ত সূত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এই ;—

"যে কেহ দেবীর দলে যাইবে, খাইবে বা সাহচর্য্য করিবে, সে যদি বলে আমি দেবীর দলে যাই নাই, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ সমাজে পুনঃ গৃহীত হইবে। ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। অথবা যদি যাওয়া খাওয়া বা সাহচর্য্য করা প্রমাণ হয় তবে বলিতে হইবে—আমি অন্যায় করিয়াছি, ভবিষ্যতে যাইব না, খাইব না বা সাহচর্য্য করিব না। ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। সেও ব্রাহ্মণ সমাজে পুনঃ গৃহীত হইবে।"

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ জাতি আবহমান কাল হইতে কায়স্থ বৈদ্যগণের পরম হিতৈষী ছিলেন। সেই হিতৈষণা বর্ত্তমানকালেও প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়াছেন। তাঁহারা যদি বিনা খরচে এই সহজ প্রায়শ্চিত্ত বিধি রচনা না করিতেন, তাহা হইলে দেবীরদলে লোকাভাব তথা ব্রাহ্মণাভাব হইত। এই সহজ প্রায়শ্চিত্ত বিধান আচরিত হওয়ায় দেবীর দলে বহু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধি হইতেছে। লাভের স্থলে দেবীর দলে প্রবেশ করিয়া পরে স্বকার্য্য উদ্ধারের সময় সহজ প্রায়শ্চিত্তান্তর দেবীর দল ত্যাগ করার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৎসরে তিন দিন মাত্র শারদীয়া পূজার সময়ে ভাগ্যবান হিন্দু গৃহে দেবী-মাহাত্ম্য পঠন শ্রবণ হইত। বর্ত্তমান নূতন দেবী-মাহাত্ম্য ধনী দরিদ্র সকল হিন্দুগৃহে বারমাস ত্রিশদিন চব্বিশ ঘণ্টা বা অহোরাত্র নানা আকারে আলোচনা হইতেছে। ইহা হিন্দুগণের তথা কায়স্থ বৈদ্যগণের পরম সৌভাগ্য। আবার এই নূতন দেবী-মাহাত্ম্য কায়স্থ বৈদ্যেতর জাতির মধ্যেও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সাধারণতঃ একটী প্রচলিত বাক্য আছে যে—"শত্তুরে চতুর করে।" পণ্ডিত সমাজের শত্রুতায় কায়স্থ বৈদ্যগণ চতুর হইয়াছে। আপন

জাতীয় মর্য্যাদা চিন্তা করিতেছে। সংস্কৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে কেহ জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিত না। যে সকল বক্তার চীৎকারে গগন মেদিনী কম্পিত হইত, আপন গলা ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইত, তাঁহারা যাহা করিতে পারেন নাই, পণ্ডিত সমাজের শত্রুতায় তাহা আপনা হইতে গজাইতেছে, অতএব পুনরায় বলিতেছি—"শত্রুতাই চতুর করিতেছে।"

শত্রুগণকে ধন্যবাদ ও প্রণাম। নীতিবাক্যে আছে—

বরং পণ্ডিত শত্রুনাং নচ মূর্খেন মিত্রতা
বানরেন হতো রাজাঃ বিপ্রঃ চোরেণ রক্ষিতা।"

হিন্দুগণের সহিত নানা কারণে যে সকল হিন্দুবহির্ভূত জাতি সংশ্লিষ্ট আছে, তাহারাও দেবী-মাহাত্ম্য তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে। একজন দ্বিতীয় জনকে প্রশ্ন করিল ভাই! বাবুর বাড়ীর ক্রিয়ায় কত টাকার জিনিস সরবরাহ করিলে, কত টাকা লাভ হইল? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল ভাই! আশানুরূপ লাভ হইল না। বাবু দেবীর দলে যোগ দেওয়ায় বাবুর পিতার সময় যে লাভ হইয়াছিল এবার তাহার অর্দ্ধেক হইল। তখন প্রথম ব্যক্তির প্রশ্নে দ্বিতীয় ব্যক্তি দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিল।

চট্টগ্রামে সংস্কৃত কায়স্থ বৈদ্যগণ দৈব ও পৈত্রকার্য্য এবং বিবাহে 'দেবী' উচ্চারণ করেন। অসংস্কৃতগণ পত্র দলীলে স্ত্রীলোকের নামের পরে 'দেবী' লিখিয়া থাকেন। ইংরেজী কায়দা অনুসারে কতিপয় বৎসর পুরুষের নামের "টাইটেল" স্ত্রীলোকের নামের পরে লিখিবার যে রীতি চলিয়াছিল তাহা এখন রহিত হইতেছে।

কায়স্থ বৈদ্যগণের দেখাদেখি শূদ্রগণও নামের পরে পত্রাদিতে 'দেবী' লিখিতেছে। পূর্ব্বে লিখিত 'শ্রীমতী সরোজিনী দে' আর এখন লিখিতেছে—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। পাঠক দেখুন, অতি অল্প সময়ে দেবী-মাহাত্ম্য কিরূপ প্রথায় প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করিয়াছে।

যতই দেবী-মাহাত্ম্য বিস্তার লাভ করিতেছে, ততই ব্রাহ্মণ জাতির গাত্রদাহ বৃদ্ধি হইতেছে। দেবী শব্দটী ব্রাহ্মণ জাতির monopoly (একচেটিয়া) ছিল। এখন বহুজাতি বণ্টন করিয়া লইল। ইহাতে গাত্রদাহ স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণগণ ইহা সংস্কৃত কার্য্যের ফল স্বরূপ জ্ঞান করিয়া শান্ত হইল। এখনও যদি শিকারপুরের ষড়্‌বিংশ শর্ম্মার পাঁতি প্রত্যাহার বা সংশোধন করেন, অনেক

শান্তি পাইবেন। কে যেন ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন—এই পাঁতিতে ত্রিজাতি আক্রমণ ও মূল আক্রমণ হেতু দেশে অগ্নি জ্বলিবে, তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীবিপ্রদাস দাস।

ভগবন্মাহাত্ম্য।

কে রচিল ধরা হেন মধুভরা
সুমেরু সাগর ?
মিহিরাদি ঋক্ষ গ্রহ লক্ষ লক্ষ
শূন্য শশধর।
কে রচিত কুঞ্জ চারু তরুপুঞ্জ
মঞ্জু উপবন ?
মনোহারী গিরি পুষ্প নেত্রহারী
জীব অগণন ?
নদ নদী বাপী হ্রদে বিশ্ব ব্যাপি
সাজাইল কেবা ?
কাহার পরশে এ বিশ্ব বিকাশে
সুধাময়ী শোভা ?
জলদে দামিনী সুষমার খনি
জন মনোহরা
কল-কণ্ঠ-স্বরে রেখেছে কে ধরে
অমিয়-ফোয়ারা ?
কার সমীরণে মৃদু সঞ্চালনে
মুগ্ধ করে মন ?
কার স্নিগ্ধ জল পানে অবিরল
জুড়ায় জীবন ?

জান না কি তায় যাঁহারি কৃপায়
লভেছ এ দেহ ?
যাঁহার প্রসাদে নিত্য নিরাপদে
স্নেহে কত গেহ।
অগতির গতি তিনি বিশ্বপতি
করুণা-সাগর।
তাই সে চরণে ভক্তি-প্রীতি মনে
নমি নিরন্তর॥

এই যে ফুল্ল ফুল, অলিকুল মঞ্জুকুঞ্জ, তরুপুঞ্জ, বাড়ী ঘর পরিবার প্রভৃতি দৃষ্ট মনোহর জন্য পদার্থময় সুদৃশ্য বিশ্ব নিরীক্ষণ করিতেছে; এই যে সাগরাম্বরা ধরাবক্ষে কাননকুন্তলা শৈলমালা লক্ষ্য করিতছ; এই যে নীরধি-নীরে ফেনিলতরঙ্গশিরে বালার্কের পিঙ্গলরশ্মি শক্রধনুর মাধুর্য্যময়ী তনুখানি মাখিয়া রাখিতেছে; ঐ যে ব্যোম-বিলাসী পূর্ণশশী নিশিযোগে রূপসী নারীর মনোরঞ্জন করিতেছে, ঐ যে অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ ঋক্ষ শূন্যের অশূন্যতা প্রতিপাদন করিতেছে; ইহার একজন স্রষ্টা, দ্রষ্টা, নিয়ন্তা ও হন্তা নাই কি ? আছে বই কি ? অবশ্যই আছে। কে তিনি ? তিনি মহেশ্বর। তিনি চির সুন্দর—সত্য শিব গুণাকর; তিনি অনাদি অমর—অবাঙ্মনস গোচর। বিচিত্রতাই সেই বিশ্বপিতার সৃষ্টি-রহস্য।

আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা বটে কিন্তু তিনি আছেন, এই বিশ্ব-সত্তা তাঁহারি সত্তা-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে। সমীরণ আমাদের চক্ষুর অগোচর কিন্তু তা' বলিয়া আমরা উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি কি ? ঐ যে সর্ সর্ করিয়া বৃক্ষ পত্র নড়িতেছে, বৃদ্ধের গলদগ্ন উত্তরীয় বসন সবলে আকর্ষণ করিয়া উহাকে বিব্রত করিতেছে, সলজ্জা পল্লীবধুর বসনাঞ্চল চঞ্চল করিয়া মধুর হাসিটুকু কাড়িয়া লইতেছে। এ সব দেখিয়া শুনিয়াইত বায়ু যে একটা কিছু, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এইরূপ যাবতীয় পদার্থের সত্তার মাঝেই যে সেই বিশ্বাত্মা নিয়ত বিরাজমান্, এই শুভ্র সত্যটুকু ও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাকি ?

তিনি যে পবনে ভবনে রম্য উপবনে, উচ্চ তরুপরে, সুমেরু শিখরে ভূধরে সাগরে, পঞ্জরে পিঞ্জরে, প্রান্তরে, কান্তারে, মর্ম্মর নির্ঝরে, ভূস্তরে, প্রস্তরে, অন্তরে বাহিরে, অনলে, অনিলে, পল্বলে, শাদ্বলে, সকাশে, আকাশে,

বিজলী-বিকাশে, স্বপক্ষে, বিপক্ষে, সমক্ষে, পরোক্ষে পতঙ্গে, মাতঙ্গে, কুরঙ্গে, তুরঙ্গে, ভুজঙ্গ, সুরঙ্গে, বিহঙ্গ-অঙ্গে, তরঙ্গ-বিভঙ্গে বিশ্ব-রঙ্গে নানা রঙ্গে নানা সঙে সাজিতেছেন, তিনি যে আপনে আপনে, কাননে কাননে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অশনে বসনে, জীবনে মরণে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ওতপ্রোতভাবে আমাদের সহিত জড়িত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারি কি? আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারি কি?

ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্—তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহার সত্তার ইয়ত্তা নাই, মহিমার উপমা নাই, করুণার সীমা নাই। সুখে দুঃখে সকল সময়ই তিনি আমাদের আশ্রয় ও সুহৃদ্। তাঁহার ন্যায় মমতাপ্রবণ আপনার জন কেহ নাই, তাঁহার কাছে গোপনীয়ও কিছুই নাই—তিনি আমাদের সবই জানেন, সবই বুঝেন, সবই দেখেন, আমাদের অন্তরে যে তাঁহার একটী পুণ্য পীঠ রহিয়াছে, এই পীঠে বসিয়াই ত তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকার্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অগাধ সলিলে প্রবেশ করিয়া, শাদ্র বৃক্ষ সমাকীর্ণ গহন বিপীনে লুকাইয়া দুষ্কার্য্য করিলেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই; কারণ তিনি বিশ্বব্যাপী বিশ্বময়—তা ছাড়া যে কিছুই নয়।

আমাদের অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য, তিনি কি না করিয়াছেন? মাতা পিতার হৃদয়ে মমতা, পত্নীর অন্তরে প্রেম, জননীর স্নেহ, ভ্রাতার ভক্তি, ক্ষেত্রে শস্য, পুকুরে মৎস্য, শিরে বুদ্ধি, সাধনে সিদ্ধি, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, বাহুতে শক্তি, অন্তরে ভক্তি, বিবেক-যুক্তি, অন্তিমে মুক্তি, তপোনিষ্ঠা, সংযম প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকলইত তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

মানুষ যাতে অধঃপাতে না যায়, যাতে ক্রমে ক্রমে বিলাস-বিভ্রমে ও ভ্রমে পতিত না হয়, যাহাতে ভগবত-প্রেমে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য তিনি কিছুই চিরস্থায়ীরূপে নির্ম্মাণ করেন না। মানব যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিবার সুযোগ পায়, তবে যে সে এই আপাতমধুর সুখের মোহ-মদিরায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ব সুখাকর বিশ্বকরের অপরিসীম করুণার কথা ভুলিয়া যায়; আর অবজ্ঞার সহিত অন্ধতা ও অকৃতজ্ঞতা আসিয়া যোগ দেয়। পক্ষান্তরে যদি অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারেই নিঃস্ব মানব চিরদিনই দীনতার দাস্য করে, উপাস দেবতার সহাস্য আস্য যদি জীবনের

কোন উদ্দেশ্যেই প্রভাব বিস্তার না করে, তবে নৈরাশ্যবশতঃ সেও ভগবানে প্রীতিপরিশূন্য হয়, চিরকল্যাণময় বিশ্বপাতার যে একটা অফুরন্ত মমতার ভাণ্ডার আছে, একথা কে আর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়? অমানিশার সূচীভেদ্য তমসার সহিত ঘনঘটার সংসর্গে ক্ষণপ্রভার চকিত দীপ্তি যেমন শ্রান্ত পান্থের অশান্ত চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তি ও উৎসাহ জাগাইয়া তোলে, দুঃখের মধ্যেও তেমনি বিশ্বত্রাণ ভগবান্ মাঝে মাঝে শুভ মুহূর্ত্ত আনয়ন করেন—আশার বর্ত্তিকা প্রজ্বোলিত করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নিয়ত তিনি ভাগ্যচক্র আবর্ত্তন করিতেছেন; আর পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন তাঁহার সৃষ্টি-রহস্যের মুখ উজ্জ্বল বলিয়াইত পৃথিবীর অন্যতম নাম জগৎ। সম্যকরূপে সরিয়া যায় বলিয়াই উহার আর এক নাম সংসার। জগৎ চিরচঞ্চল—বিশ্বহারী হরির সুদর্শন চক্রের মতই আবর্ত্তনশীল। তাই ইহার যাবতীয় পদার্থ জন্য ও কর্ম্ম বিকারী। অর্থ সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়। আজ যিনি ক্রোরপতি, কাল হয়ত তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, আজ যিনি মোটর-বিহারী, কাল হয়ত তাহাকে ভিখারী সাজিতে হইবে। আজ দৌরাত্মপ্রিয় যুবক যৌবন মদে মত্ত—তত্ত্বকথা মানে না—কালক্রমে সেই আবার বৃদ্ধ জরাজীর্ণ শোকশীর্ণ ও অক্ষম বা দুর্ব্বল হইয়া ক্ষমানিধি বিশ্ববিধির পুণ্য চরণে আত্ম-চিত্ত সমুৎসর্গ করিবে, আজ যেখানে সমৃদ্ধিশালী নগর ও পরম সুন্দর বন্দর শোভা পাইতেছে কাল হয়ত সেখানেই আবার রত্নাকর বক্ষ বিস্তার করিবে, আজ যে ষোড়শী রূপসীর মুখশশী, অনুপম রূপরাশি, ও বিম্বাধরে মধুর হাসি দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় হইতেছি, কাল হয়ত তার পানে কেহ ফিরিয়াও তাকাইবে না। এইরূপ ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়াইত সেই অসীম করুণাসিন্ধু বিশ্ববন্ধু ভগবান্ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিচালন ও পরিপালন করিতেছেন।

বিশ্ব-প্রণেতার এই অখণ্ডনীয় বিধানই নিয়তি নামে অভিহিত হয়! মানুষের নিয়তিচক্র ও এমনি আবর্ত্তন, প্রবণ ও পরিবর্ত্তনশীল। এক বিশ্বপতি ব্যতীত স্থিতিশীল বস্তু জগতে কিছুই নাই। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ষড় ঋতু, বর্ষ, যুগ, ও কল্প যেমন শৃঙ্খলার সহিত একবার আসে আবার যায়, সুখ দুঃখও তেমনি পর্য্যায়ক্রমে জীবের উপর অনিত্য আধিপত্য বিস্তার করে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ ইহাই জগতের চিরন্তন রীতি, ইহাই বিশ্ব-রাজ্য-সংশাসনের সনাতন নীতি,—বিশ্বপতির ইহাই

শাশ্বতিক প্রথা ; এ প্রথার কোথাও অন্যথা হয় না। এই জন্যই সুখের সময় ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে নাই এবং দুঃখের সময়ও একান্ত ম্রিয়মাণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সকল সময় সকল অবস্থায়ই সেই সর্ব্বাশ্রয় করুণাময় মহেশের প্রতি প্রীতি প্রসন্নভাব পরিপোষণ করিতে হইবে, সহায়তার জন্য তাঁহারি শরণাপন্ন হইতে হইবে ; কারণ তিনি শরণ্য, ত্রাণতৎপর, আশ্রিতবৎসল, একমাত্র তিনিই স্বীয় অনন্যসাধারণ কারুণ্যগুণে প্রপন্নের হৈম্যাপনোদনে সমর্থ। কর্ম্মকার যেমন হাতুর পেটা করিয়া বিবিধ নয়নরঞ্জন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, সর্ব্বশোকহারী হইয়া তিনিও শোক দুঃখের কশাঘাতে তেমনি মানুষকে মানুষ করিয়া গড়েন।

যাবতীয় জন্যপদার্থের মধ্যে মানুষ যেমন বিধাতার মমতায় অধিকার স্থাপন করিয়াছে অন্য কিছুই তেমনটা পারে নাই। মানুষকে তিনি অপ্রতিম শক্তি, অনুপম যুক্তি, অসামান্য ধী ও ব্রহ্ম-সমাধির অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছেন, এমন কি পঞ্চভূতকেও যেন মানবের দাস করিয়া রাখিয়াছেন। অধুনা আখণ্ডলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আমরাও ত' দলে দলে নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছি, বিজলী আসিয়া সত্রাসে কি আমাদেরই বার্ত্তাবহের কার্য্য করিতেছে না ? শুধু কি তাই ? তালবৃন্তের চিরাগত সেবাব্রতটুকু পর্য্যন্ত উহা দ্বারা বিধিমতে উদ্‌যাপিত হইতেছে না কি ? আলোর কথা আর কি লিখিব, বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ না হইলে ধনাঢ্যের গৃহশোভাই অঙ্গহীন হয় নাকি ? আর অজস্র সহস্র সহস্র বীরকর্ত্রী উর্ম্মি উপেক্ষা করিয়া বরুণের অপ্রমেয় অর্থরাশি লুণ্ঠন করিয়া আনিতেছে না কি ? গগনের গ্রহ নক্ষত্র তন্ন তন্ন করিয়া মানব যে অহরহঃ কত অভাবনীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে একথা অস্বীকার করার যো আছে কি ?

তবে ক্ষমতাবাহুল্যে মানুষ এক এক সময় এমন গর্ব্বান্ধ হয় যে যাঁহার অচিন্তনীয় প্রসাদে সম্পদে বিপদে আমোদে প্রমোদে পদে পদে মানব বিশ্ববিজয়ী হয়, সেই সর্ব্ব সম্পদের উৎস, প্রেমপ্রস্রবণ বিশ্বপতির পুণ্য স্মৃতিটুকুই তাহার হৃদয়-পট হইতে মুছিয়া যায়। কার্য্য যতই দুরূহ হক্ না কেন, ভগবানে নির্ভর থাকিলে তাহাতে অবশ্যই ব্যয়যুক্ত হওয়া যায়, আর চিরপূজ্য ঐশী শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ যদি আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হয় তবে মানবের এই দানবোচিত অন্যায় আবদার তিনি কখনও সহ্য করেন না, কেন ? তিনি যে দর্পহারী বিশ্ববিহারী হরি। যখন টাইট্যানিক্

নামধেয় অদ্ভুতপূর্ব্ব পোতখানি প্রস্তুত হইল, তখনও অনেকেই মনে করিলেন "আর ভয় নাই, এখন দুস্তর জলধি লঙ্ঘন করিয়া অনায়াসে দূর দূরান্তে দেশ দেশান্তে যাওয়া যাইবে ; এ পোতের যে জরা নাই, মৃত্যু নাই, বায়ু ইহার আয়ু নষ্ট করিতে অক্ষম, স্রোত ইহার গতি রোধ করিতে অসমর্থ, জল ইহার কল বিকল করিতে পারে না, জন্তু ইহার তন্তু ক্ষয় করিতে পারে না ; তবে আর কি চাই ?" এইভাবে সকলেই শঙ্কাশূন্য হইলেন, আর সঙ্কটসঙ্কুল সিন্ধু-যাত্রায় বিপদভঞ্জন নিরঞ্জনের প্রতি প্রীতিমান্ ও নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিলেন না।

টাইট্যানিক যখন সহস্র সহস্র নর নারী, অগণিত মাল পত্র, অতুলিত যোত্রসহ সগর্ব্বে সরঙ্গে তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ যাত্রা করিল তখন কে ভাবিয়াছিল যে এই কম্বুনিধি অম্বুধি তাহাদের চির সমাধি হইবে ? কেন ? আত্ম-শক্তি ও পোত নির্ম্মাণ কৌশলে যে তাহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, হৃদয়ে অনন্ত উৎসাহ ছিল, প্রাণে অফুরন্ত বল ছিল, উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়তা ছিল ; তবে ছিল না কি ? ছিল না, সর্ব্বশোকহন্তা বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস। তাই বুঝি অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্ পাষণ্ড দলনে কৃত নিশ্চয় হইলেন।

যাঁর অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে, অপ্রমেয় শৌর্য্য বলে মধুকৈটবাদি-বিশ্ববিজয়ী অসুরবর্গ অপবর্গ লোভে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে, যাঁর অভাবনীয় কৌশলে মহাপাপী অমৃতের উৎস সন্ধানে ব্যগ্রভাবে ছুটিয়াছে, যাঁর অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির সহায়তায় প্রজাপতির কাণ্ড পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া গিয়াছে ; তাঁর ছল বল কল কৌশল যে মানব বুদ্ধির অতীত, দেবতারাও যে তাঁর গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারেন না।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্য একদা কুয়াশা ও দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্ফটিকস্তম্ভ হইতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবার তিনি মদোদ্ধত অবিশ্বাসী ধূর্ত্ত মর্ত্তবাসীর শিক্ষার জন্য নীহারের পাহাড় রচনা করিলেন। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব গোত্রবরের বিচিত্র গাত্র স্পর্শেই না জাহাজশুদ্ধ যুবা বৃদ্ধ সকলেই শমন ভবনে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল ?

তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়া, তিনি আমাদিগকে সুরদুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নয় ;

অন্ধের মত অকৃতজ্ঞ হওয়া কি ভাল? অধিকন্তু ঐশীশক্তির তুলনায় আমাদের প্রভাব ত কিছুই নয়। একটি ক্ষুদ্র প্রজাপতির পক্ষ-পটে বিশ্বকার যে চারুতার নিদর্শন করিয়া দিয়াছেন, যে রহস্য বিস্তার করিয়াছেন, কোটীকল্প তপস্যা করিলেও আমরা সে সমস্যা সমাধান করিতে পারি কি? যার এক বিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, যার কর্ম্ম করার অধিকার আছে কিন্তু ফলের অধিকার নাই; কারণ ফলদাতা যে সেই বিশ্ব বিধাতা, তার পক্ষে কি আর অহঙ্কার শোভা পায়?

কে বলে ভগবানের আত্ম-চরিত নাই? এই পরিদৃশ্যমান্ বিরাট বিশ্বই যে তাঁর স্বহস্তে রচিত জীবন চরিত। তিনি যদি বসুন্ধরাখানি এমন মনোহর করিয়া না গড়িতেন, তবে কোথায় থাকিত দার্শনিকের তত্ত্ব, কোথায় থাকিত রসতত্ত্ব—কবির কবিত্ব, কোথায় থাকিত সাহিত্য, আর কোথায় বা থাকিত ইতিবৃত্ত? আজ যে কল্পবেদ পাঠ করিয়া, দ্রব্যগুণ আশ্রয় করিয়া দণ্ডধরের সঙ্গে ভ্রূকুটী বিভাগ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি, এ তত্ত্বও কি সেই তত্ত্বময়ের আত্ম চরিতের বনৌষধি পর্য্যায়ের এক অধ্যায় নয়?

আমরা সংসারী, ব্যসনপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত—ভোগ বিলাস হাস্য পরিহাস অর্থ স্বার্থেই নিয়ত ব্যাপৃত, তাই পরমার্থ লাভের জন্য আমাদের চিত্ত কখনও ব্যগ্র হয় না। আর তিনি যে সর্ব্বময় তা' ছাড়া যে কিছুই নয় এ তত্ত্ব ও হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। অবশ্য এ রহস্য দুর্জ্ঞেয় কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের পক্ষে অবজ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় নয়। কার্য্য যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, আন্তরিক আকুলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলে তাহা সুখায়ত্ত হয়। শর্ম্মপ্রসূ ধর্ম্ম কর্ম্ম ও তদ্রূপ সাধনা-সাপেক্ষ। চিরপোষিত কুসংস্কার (কুসংস্কার) অজ্ঞতা অন্ধকার ও পাপ প্রবণ প্রকৃতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়, বলিয়াই সহজে আমরা জয়যুক্ত হইতে পারি না—পুণ্যের অমল প্রভায় হৃদয়ের কালিমা ঘুচাইতে পারি না। একটু বিসদৃশ ব্যাপার নয়ন পথে পতিত হইলেই আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হই—নয়নদ্বয় অরুণ রাগে রঞ্জিত হয়, দুর্গন্ধ আনিলে নাসিকা কুঞ্চিত হয়, একটী অশ্রাব্য কথা শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যের বাঁধন ছুটিয়া যায়—মমতার আকর্ষণ শিথিল হয়, অমনি বৈর নির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হই, ক্ষমার সীমা অতিক্রম করিয়া বসি। এইরূপ বিকারগ্রস্ত হই বলিয়াই বিশ্ব বস্তুতে বিশ্বময়ের নিরাময়ী কান্তি প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তি সম্ভোগ করিতে পারি না। তবে কি আশা নাই? তবে কি সেই

পরম সুন্দরের পরম স্পৃহনীয় রমনীয় মূর্ত্তি হৃদয়াকাশে সমুদ্ভাসিত হইবে না? তবে কি সেই বিশ্ববিনাশী ও বিশ্ববিকাশী গুণরাশি মহীয় হৃদয়ের কলঙ্ক-মসী দূরীভূত করিবেন না? তা করিবেন বই কি। প্রথম প্রথম নানা অসুবিধা বিঘ্ন বাধা সমুপস্থিত হইলেও ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির সহিত বিশ্ব বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয়। আমার জনৈক সুযোগ্য বন্ধু এ সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"কোন বেগবতী স্রোতস্বতী মধ্যে একখণ্ড বিশীর্ণ তনু বেনু-দণ্ড প্রোথিত করিলে, স্রোতের প্রবল আকর্ষণে জলের উপরিভাগস্থ বংশখণ্ড প্রচণ্ডবেগে ঘন ঘন প্রচালিত হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ কম্পমান্ বংশ অংশে করার্পণ করেন তবে তদীয় সুবিন্যস্ত হস্ত ও ব্যস্তসমস্ত হয় নাকি? প্রত্যুত মুষ্টি যতই দৃঢ় হয়, বংশ যত ততই স্থিরতা অবলম্বন করে, এমন কি পরিশেষে একেবারে নিষ্পন্দ ও নিশ্চল হয়; তেমন প্রথম প্রথম বিষয়-পদে ইন্দ্রিয় প্রবাহে ও আমাদের অশক্ত তনু-বেনুখানি অস্থির হইয়া পড়ে, অনিত্য প্রভুত্ব ও বিষয় চিত্তের চির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব মোহ হন্তা সেই পরম সত্যের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ তেমন দৃঢ় হয় না। কিন্তু মনের শক্তি ও প্রেম ভক্তি যতই বদ্ধমূল হয় শুধু তাঁরি জন্য চিত্ত যতই আকুল হয় ইন্দ্রিয় প্রবাহ ততই নিস্পন্দ ভাব ধারণ করে—ফলে ধীরে ধীরে নিখিল পদার্থেই পরমার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সর্ব্ব ধর্ম্মে ও সর্ব্ব কর্ম্মেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয়।"

শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত।

কায়স্থ বর্ণভেদ পূর্ব্বজাতি

[গোবিন্দধবল রুণ্সী অঞ্চলের কায়স্থসমিতির ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ]

কায়স্থ ভ্রাতাভগিনীগণ!

আপনাদিগকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক যথোপযুক্ত নমস্কারান্তে নিবেদন করিতেছি যে, আমাকে আপনারা সভাপতিত্বের জন্য

আহ্বান করিয়া যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য আমি অনুগ্রহীত মনে করি। এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যোগ্যতর লোক হইলেই ভাল হইত। প্রাচীনত্ব ভিন্ন একার্য্যে আমার কোন উপযোগিতা দেখিতেছি না। তবে আমাদের কায়স্থের পারিবারিক ইতিবৃত্তের নিমিত্ত একজন প্রাচীন সাক্ষীরও প্রয়োজন। তদ্বিষয় আমার কিছু আবশ্যকতা থাকিতে পারে। যুবকেরা বোধহয় জানে না যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা বহুকাল হইতে, আমরা কত দিনের জাতি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিতেন,—

যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবত্তাবৎ কায়স্থকুলেবয়ং॥

মেরু পর্ব্বতে যে সময় পর্য্যন্ত দেবগণ স্থিত ছিলেন, সেই সময় হইতেই আমরা আছি। সম্ভবতঃ মেরু গিরিশিখরই আমাদের আদি বাসস্থান।*

মেরু পর্ব্বত কোথায়?

বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণেত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে।
তয়োর্মধ্যে সুবিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্যমিলাবৃতং॥

বেদি বহিলা, যাহাকে ইংরেজীতে river-parting এবং সাধারণ বাঙ্গালায় আইল বলে, তাহার উত্তরে তিন ও দক্ষিণে তিন বর্ষ। মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, এই ইলাবৃতবর্ষ মেরু মধ্য। এই বর্ষের মধ্যেই মেরুগিরিশৃঙ্গ। এই পর্ব্বতে দেব গন্ধর্ব্ব নাগ রাক্ষস ও অপ্সরা সুখে বাস করিতেন।

তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোনাগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ॥ বায়ু পুরাণ।

কুমারসম্ভবেও কালিদাস বলিতেছেন উত্তরদিকে যে পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয় তাহাও দেবনিবাসভূমি সেই পর্ব্বত পূর্ব্বাপর সমুদ্র চুম্বন করিয়াই পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে;—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরঃ তোয়নিধিবগাহ্য স্থিত্যঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

* এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কষ্ট কল্পনা বলিয়া বোধ হইতেছে। শুধু মেরু লইয়া টানাটানি করিয়া উদ্দেশ্যের অনুকূল করা সাধুসঙ্গত নহে; গঙ্গা ও চন্দ্রার্কের সহিত উহার অন্বয় করার দরকার, অন্বয়ে বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাঃ সঃ সং।

এই বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে হইলে পূর্ব্ব পশ্চিমের তোয়নিধিকে প্রশান্ত ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর বুঝিতে হয়; এবং পিরাণিজ্ পর্ব্বত হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত যে উচ্চভূমি যাহাকে আমাদের শাস্ত্রে ইলা বলিয়াছে, সেই পর্ব্বতশ্রেণীকে বুঝিতে হয়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর যে অংশের মধ্যে দেবাধিপতি মেরুশৃঙ্গ সেই বর্ষটী ইলাবৃত বর্ষ। ইহার দক্ষিণ দিকের নদনদীগুলি দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে; উত্তর দিকের নদনদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে; এই জন্য ইহা river-parting (নদীবিচ্ছেদকারিণী উচ্চভূমি) বেদি বা ইলা।

ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুশৃঙ্গোপরি দেবদের চতুর্ম্মুখব্রহ্মা বাস করিতেন, তিনি উর্দ্ধতলে বাস করিতেন, অপর দেবতারাও ঐ শিখরেই বাস করিতেন কিন্তু তদপেক্ষা নিম্নে।

তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবচতুর্মুখঃ।
ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠ স্ত্রিদিবৌকসাং।

ত্রিদিববাসিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বর্ষিষ্ঠ যে লোকপিতামহ ব্রহ্মা,—তিনি ইলাবৃত বর্ষের যে স্বর্ণময় মেরুশিখরে বাস করিতেন তাহা কলতি (সম্ভবতঃ কালকের) দিনের উর প্রদেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। "The ur of the Chaldæs" হিব্রু বা য়িহুদি জাতিরাও এই স্থানকেই তাহাদের আদি বাসস্থান মনে করেন। স্থানটি এক্ষণে আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত। হিন্দু সেই দেব জাতি। কেন না, হিন্দু, য়িহুদি (Jew), হান্ জার্ম্মনি (Deutche) এই তিন জাতিই বেদোক্ত দ্যুস্ (দ্যুঃ) শব্দ হইতে স্ব স্ব জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। আপনারা কায়স্থেরাও সেই দেবজাতির একতম শাখা। কেননা আপনারাও হিন্দু। আমাদের পুরোহিত সম্প্রদায় সেই আদি দেবালয়কে ভুলিয়া যান নাই। তাঁহারা অদ্যাপিও নামান্তে 'দেবশর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার করেন (শর্ম্মশব্দের অর্থ গৃহ) এবং ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। কায়স্থেরাও সকলে তাঁহাদের দেবোৎপত্তি ভুলেন নাই; তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণও 'দেব' উপাধিতে ভূষিত; যথা চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের স্থাপয়িতা দনুজমর্দ্দন দেব, শ্রোভাবাজারের দেববংশীয় রাজগণ এবং বর্ত্তমান 'কায়স্থসমাজে'র এবৎসরের সভাপতি। কাহেত বা কায়েত শব্দের অর্থও পার্ব্বতীয়। সুতরাং মেরুশিখরে যে তাঁহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ তাহাদের জাতীয় নামের মধ্যেই রহিয়াছে। এজন্যই

আমাদের পুরুষ পরম্পরাগত স্মৃতি রহিয়াছে—"যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা তাবৎকায়স্থকুলেবয়ং।"

কতকাল হিন্দু, হিব্রুদি, Deutche বা জার্ম্যান জাতির সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ দেবতারা একত্র ছিলেন তাহা বলা দুষ্কর, তবে তাঁহারা কালে কালে তিনটি বিভিন্ন জনপদে গিয়া স্থিতি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয়।

১। ইদং বিষ্ণু র্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। ১।২২।১৭ ঋক্।

২। ত্রীণি পাদা র্বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যা। ১।২২।১

৩। ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি চক্রমে যত্র দেবাসো মদংতি। ৮।৯।৭

প্রথম দুই মন্ত্রে কণ্বের অপত্য মেধাতিথি ঋষি, তিন স্থানে পদক্ষেপ করিয়া বিচরণ করেন, বলিতেছেন। সুতরাং তিনি দেব বা হিন্দুজাতির অধ্যুষিত (colonised) তিন রাজ্যের বিষয় অবগত ছিলেন।

তৃতীয় মন্ত্রে বিষ্ণুর বিষয় বলা হয় নাই, কেবল বলা হইয়াছে উরুগায় অর্থাৎ বহু লোকের স্তুতি যোগ্য এক, যে তিন স্থানে দেবগণ আমোদ আহ্লাদে বাস করেন, তথায় বিচরণ করেন। বায়ুপুরাণের সঙ্গে একত্র করিয়া বুঝিলে এই 'এক' কে মেরুশৃঙ্গোপরিস্থ দেবদেব চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই বুঝিতে হয়। এই ঋকের ঋষি বৈবস্বত মনু, মারীচ বা কশ্যপ—সুতরাং এটি অতি প্রাচীন ঋক্।

৪। অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতুল্যা ক্ষেতি বিদথা কবি।৮।৩৯।৯

৫। যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমিরধিক্ষিতঃ।৮।৪১।৯

চতুর্থ ঋকে বুঝা যায় কণ্ব গোত্রী নাভাক ঋষি জানিতেন অগ্নি ত্রিধাতু বিশিষ্ট তিন স্থানে বাস করেন। পঞ্চম ঋকে যে 'যস্য' শব্দ আছে তাহা বরুণের বিশেষণ; এ ঋকের ঋষি উক্ত নাভাক;—এখানে বলা হইতেছে বরুণের শ্বেতবর্ণ দেহত্রয় তিন ভূমিতে বা তিন রাজ্যে প্রথিত আছে।

উষা ও যে তিন স্থানে অর্চ্চিত হইতেন তাহাও ঐ নাভাক ঋষির ৪১ সুক্ত ৩য় ঋক হইতে অনুমান করা যায়।

তস্য বেণীরণুব্রত মুষ স্ত্রিস্রো অবর্দ্ধয়ন্।৮।৪১।৩

ইহার অর্থ এই যে তাহার, অর্থাৎ বরুণের, প্রজাগণ ব্রতানুষ্ঠানের জন্য তিন উষা বর্দ্ধিত করেন।

এই সব মন্ত্র দ্বারা বুঝা যায় যে বেদোক্ত পঞ্চ বৃহদ্দেবতা, যথা বিষ্ণু

(মধ্যাহ্ন সূর্য্য), ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণস্পতি), অগ্নি, বরুণ (আকাশদেব, যাহার প্রাচীন নাম দ্যুস) এবং উষা যাহারা মেরুর তিন দিকে দেবাধ্যুষিত ভিন্ন জনপদে অর্চ্চিত হইতেন। ইহা বৈবস্বত মনু, মারীচ বা কশ্যপ এবং কণ্বেরা অবগত ছিলেন।

এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এ সব কথায় আমাদের কায়স্থদের আবশ্যক কি? আবশ্যক এই যে দেব ধর্ম্ম না বুঝিলে হিন্দুধর্ম্ম বুঝা যায় না। সেই দেবধর্ম্ম বুঝিতে হইলেই সেই স্বর্ণপ্রতিম মেরুশৃঙ্গের দিকে আমাদের উৎপত্তি বিবরণ জানিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া আসিতেছেন। সেই স্থানে জগতের ইতিহাসের অতি প্রাচীন ও আদ্য স্থানে—অখণ্ডিত হিন্দুজাতির সূতিকাগারে আমরা কায়স্থেরা অতি এক প্রধান অঙ্গ ছিলাম।

এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই ত্রিদিব বা স্বর্গতুল্য তিন দিব্য স্থানের একতম স্থান উত্তর কুরু—টলেমির উত্তর কোর।

সপ্তর্ষিণাম্ স্থিতি যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষি চরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনং॥

আপনারা অবগত আছেন যে মনুর কমণ্ডলু মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মৎস্য উৎপতিত হইয়াছিল। মনু তাহা একটি কুপে ফেলিয়া দিলেন কুপটি তাহার দেহে পূর্ণ হইল।

মনু তাহাকে এক নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, নদীও তাহার দেহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মনু তাহাকে ভগবানের অবতার মনে করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মৎস্য বলিল সত্বরই জল প্লাবন হইতেছে, জীবজন্তু সকলই নষ্ট হইবে। আমি তোমার নিকট আসিব তুমি আমার শৃঙ্গে এক নৌকা বাঁধিয়া সেই নৌকায় যাহাকে যাহাকে রক্ষা করিতে চাও, তাহাদিগকে লইয়া উঠিও. তাহাদিগকে আমি রক্ষা করিব। জলপ্লাবন হইলে মনু সপ্তর্ষিকে লইয়া সেই মৎস্যের শৃঙ্গে বাঁধা নৌকায় উঠিলেন এবং তাঁহারা রক্ষা পাইলেন। ইহা মৎস্যপুরাণের কথা। এই জল প্লাবনের বৃত্তান্ত যিহুদি ধর্ম্ম শাস্ত্রেও আছে। তবে সেখানে সাত ঋষির কথা নাই,—আছে নূহ (মনু) দম্পতী পুত্র পুত্রবধুগণের সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সপ্তর্ষিরা ত্রিকুট গিরিশৃঙ্গের একতম শৃঙ্গ নৌবন্ধনে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই ত্রিকুট এবং চিত্রকুট অনুমান করা যায় হিন্দুকুশের উত্তরে চিত্রল* প্রভৃতি পার্ব্বত্য মালভূমি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত শিখর মাত্র। সেই চিত্রলাদি স্থানে যাহা উত্তর কুরুর অন্তর্গত, যেখানে চিত্রবংশীয় চিত্ররথ গন্ধর্ব্বে আনন্দ কানন বিরাজিত ছিল, যেখানে দেবতারা বিচরণ করিতেন; সপ্তর্ষিরা সেই দেব বিরচিত স্থানে জল প্লাবনের পরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহাদের স্থিতি লাভ হইয়াছিল।

সেই সপ্তর্ষি কাহারা? তাঁহাদের এত অদ্বিতীয় খ্যাতি কেন?

সত্যংতদিংদ্রবরুণা কৃকৃস্য বাং মধ্ব উর্মিং দুহতে সপ্তবাণীঃ।৮।৫৯।৩ ঋক্

কণ্বের অপত্য সুপর্ণ ঋষি বলিতেছেন;—

"ইন্দ্র বরুণ! একথা সত্য যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ (মধ্ব উর্মিং) দোহন করিতেছে। রমেশ।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণু বিচক্রমে।
পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ।১।২২।১৬ ঋক্

পৃথিবী সপ্ত স্থান হইতে দেবতারা আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। বেদের অনেক স্থানে 'সপ্ত মানুষ' পদ আছে। সুতরাং কালক্রমে পূর্ব্ব-কথিত তিন স্থানের পর আরও ৪টি স্থানে দেবজাতি আসিয়া বসবাস করিতে ছিলেন এবং তাঁহাদের ভাষায় ও বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল। উত্তর কুরুতে যে সাত জন ঋষির উল্লেখ এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের এত সুখ্যাতি শুনি, তাহারা বোধ হইতেছে এই সাতটি ভাষার অধ্যক্ষ বা প্রোফেসার। এই উত্তর কুরু যে ভাষাজ্ঞানার্জ্জনের স্থান ছিল তাহা কৌশীতকী ব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়:— এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা

সূর্য্য সিদ্ধান্তেও দেখা যায়;—

উদক্ সিদ্ধপুরী, নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মনো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥

উত্তর কুরুবর্ষেই সিদ্ধপুরী ছিল এবং সিদ্ধ মহাত্মারা (experts) তথায় বাস করিতেন। ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিমে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বে পাণিনির আবাস স্থান ছিল। এই স্থানও উত্তর কুরুগণের চিত্রলাদি স্থানের নিকটবর্ত্তী।

* চিত্রল পাহাড়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের মানচিত্র লেখক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুমোদন করিবে কি? উহাতে চিত্রলের উত্তরই হিন্দুকুশ দেখা যায়। কাঃ সঃ সঃ।

The oldest grammar preserved is that of Panini, who, however, mentions no fewer than 64 predecessors. He belonged to the extreme north west of India and probably flourished about 300 B. C. Arthur A. Macdonell, M. A., Ph. D., p. 430-1.

ইহাতে বোধ করায় উত্তর কুরুর চিত্রলাদি পার্ব্বত্য প্রদেশে সপ্তবাণীর (7 languages) বিক্ষণ বৈয়াকরণিক চর্চ্চা হইত। যাস্ক ও নিরুক্তে শাকেটায়ন, গার্গ ও শাকল প্রভৃতি ২০ জন ভাষাতত্ত্ববিৎ বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাঁহাদের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল,—উত্তর ও পূর্ব্ব। ইহার মধ্যে শাকলেরা যে উত্তর বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিলেন তাহাতে অল্প সন্দেহই আছে। শাকলেরা এক্ষণেও পাঞ্জাবে আছেন এবং শাকল শাখার ঋক্বেদই আমরা পাইয়াছি। চিত্রলাদি প্রদেশে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য যে বিশ্ব বিদ্যালয় ছিল তাহা, নলন্দ, সিথিলা বা লিপ্‌জিকের—বিশ্ব বিদ্যালয় অপেক্ষা হীন বোধ হইতেছে না।

এই সপ্তর্ষিরাই আমাদের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন; কেন না কুরুরাই সেই সপ্ত ঋষি—ব্রহ্মার সাত মানস পুত্র এবং দেব বা হিন্দুজাতির মূল প্রস্রবণ।

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পূণ্যং সিদ্ধ নিবেষিতং॥

পুনশ্চ

সনৎকুমারাবরজা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সন্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিশ্রুতাঃ॥

ব্রহ্মার যে ৭ জন মানসপুত্র সনৎ কুমার প্রভৃতি তাহারা মহাভাগ এবং কুরু নামে বিশ্রুত। সুতরাং এই সাত ঋষি বিভিন্ন কুরুমণ্ডল হইতে জল-প্লাবনান্তে আসিয়া উত্তর কুরুর পুণ্য, সিদ্ধনিসেবিত চিত্রলাদি পার্ব্বত্য ভূমিতে অধ্যাপক হইয়াছিলেন মনে করিতে পারি।

কুরুর তপতীর গর্ভে ৫টি পুত্র জন্মে; তাহার একজনের নাম চিত্র। এই চিত্রের নাম অনুসারে চিত্রল হইয়াছে। কুরুরা দেব বংশীয়; চিত্রের উপনাম ও দেব। তাঁহার ethnic বা জাতীয় উপাধি দেব। আপনারা সেই চিত্র দেবের সন্তান। বঙ্গজ কুল কারিকাকার ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলিতেছেন,—

"চিত্রদেব সুতাশ্চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ"।

ধ্রুবানন্দের মতে চিত্রদেবের ৮ পুত্র জন্মে। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের কায়স্থগণের উৎপত্তি। এই ৮ পুত্র হইতে ৮ শ্রেণীর কায়স্থ হইয়াছেন, তদ্যথা —(১) মাথুর (২) শ্রীগৌড় (৩) ভট্টনাগর (৪) নিগম (৫) সখসেনা (৬) অম্বষ্ঠ (৭) করণ (৮) কুলশ্রেষ্ঠ। এই সকল কায়স্থের সকলেরই তুল্যভাবে রাজন্য ধর্ম্মে অধিকার রহিয়াছে। কেবল তাহা নহে, তাঁহাদের দেব ধর্ম্মে ও দেবোপাধি ব্যবহারে দাবি রহিয়াছে। আমি এজন্য এ স্থলে চিত্র রাজার ঋগ্বেদে যে উল্লেখ আছে এবং তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজার সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কণ্ব গোত্রীয় সোভরি ঋষিকে যেরূপ দান করিয়াছিলেন তাহা সমূল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইংদ্রো বা যো দিয়মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু।
ত্বং বা চিত্র দাশুষে॥ ১৭

চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্র ময়ুতা দদৎ॥ ১৮

৮।২১।১৭—১৮

১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমায় এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র! তুমি দিয়াছ?

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতী তীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধন দ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন। রমেশ।

সরস্বতী-তীরস্থ অন্যান্য সামন্ত রাজারা চিত্রদেব হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন এবং ঋত্বিক সোভরিও ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহা বেশ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি চিত্রল প্রদেশ হইতে বিজেতৃবেশেই সারস্বত রাজ্যে আসিয়াছিলেন।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেবনদ্যো যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রাহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

মনু ২।১৭

সরস্বতী হইতে দৃষদ্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে, তাহা এই চিত্রদেবের সন্তানগণের নির্ম্মিত, অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নির্ম্মিত। সেইরূপ হস্তিনা নগরীও আপনাদিগের কীর্ত্তি। এই হস্তিনা

নগরী বর্ত্তমান বৃটিষ্ রাজ্যের রাজধানী—দিল্লী হইতে ৫৭ মাইল পূর্ব্বোত্তরে স্থিত। কাথক উপনিষদানুসারে ধৃতরাষ্ট্র বৈচিত্রবীর্য্য নামে এক মহাধনশালী রাজা ছিলেন; ইনিই চিত্রবংশীয় "বিচিত্র ভূমি মণ্ডলে" যাহাকে পুয়ল বলিতেছে তাঁহার অপত্য। ইনিই মুজাবত গিরিশৃঙ্গের অধিবাসী মুজাবত নামীয় পার্ব্বত্য জাতির অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী গান্ধার জাতীয়া পরম রূপবতী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কথা শুনা যায়, তাঁহারাও গান্ধার জাতীয় লোক, য়িহুদিদিগের ন্যায় রূপ গৌরবে অদ্বিতীয়। সেই কুরুরাজ বৈচিত্রবীর্য্য ধৃতরাষ্ট্র কুরুদেবের চিত্রশাখারই বংশধর, এই শাখারই সঙ্গে আমাদের সংশ্রব রহিয়াছে। যেমন এক চিত্রদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত নির্ম্মাতাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, তেমন অপর এক চিত্রবংশীয়গণের দ্বারাই গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী হস্তিনাপুরী সুনির্ম্মিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রবলতর পঞ্চ-দাস (Deutche) জার্ম্মান জাতির ন্যায় দেবধর্ম্মা চিত্র দেবের সন্তানেরাই। সুতরাং আপনাদের গৌরবের সীমা কত উচ্চ ছিল একবার বুঝুন।

কেবল এও নয়। এসিয়া মাইনরের পশ্চিমে বঘাস্ কুইতে যে শিলালেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কুরুজাতির (Kittitis) ও কাহেথা (Kathi) নামক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়; সুরিয়া (Syrid) বা সুর (দেব) দেশের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইনেও Kithitis অর্থাৎ কুরুজাতির Hittitis (হিন্দু) নামক শাখার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। আরবের মক্কা মন্দিরের কি ধর্ম্ম কি শাসন উভয় বিভাগে যে কোরেশ জাতির আধিপত্য ছিল, যে বংশে হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিবেন, সেও এই কুরুবংশ। Kahtan অর্থাৎ কাহেত নাম এক ব্যক্তি আরাবের আদিরাজা ও বীরপুরুষ। আপনারা সেই জগদ্বিখ্যাত, বিস্তৃত এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশে প্রভাবশালী, বর্ত্তমান বৃটিষ জাতির ন্যায়, কুরুজাতির বংশধর। এক্ষণ আপনাদের পতনের গভীরত্ব বুঝুন। আপনাদের সেই ক্ষত্রিয়ত্বের স্মৃতি নাই, আপনারা সেই দেবধর্ম্মচ্যুত। এমন কি, আপনাদের মধ্যে অনেকের দেবো ফোবিয়া জন্মিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমরা শুনিয়া আসিতেছি, আমরা চিত্রগুপ্তের সন্তান; —চিত্র দেবের সন্তান এত নূতন কথা। বঙ্গজ কায়স্থের পক্ষে-এ কথা নূতন হইতে পারে না! আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র বঙ্গজ-কুল-কারিকার গ্রন্থকার অষ্ট বিধ কায়স্থকে চিত্র দেবের সন্তানই বলিয়াছেন।

"চিত্রদেব সুতাশ্চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ"।

ধ্রুবানন্দের মতে চিত্রদেবের ৮ পুত্র জন্মে। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের কায়স্থগণের উৎপত্তি। এই ৮ পুত্র হইতে ৮ শ্রেণীর কায়স্থ হইয়াছেন, তদ্যথা —(১) মাথুর (২) শ্রীগৌড় (৩) ভট্টনাগর (৪) নিগম (৫) সখসেনা (৬) অম্বষ্ঠ (৭) করণ (৮) কুলশ্রেষ্ঠ। এই সকল কায়স্থের সকলেরই তুল্যভাবে রাজন্য ধর্ম্মে অধিকার রহিয়াছে। কেবল তাহা নহে, তাঁহাদের দেব ধর্ম্মে ও দেবোপাধি ব্যবহারে দাবি রহিয়াছে। আমি এজন্য এ স্থলে চিত্র রাজার ঋগ্বেদে যে উল্লেখ আছে এবং তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজার সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কণ্ব গোত্রীয় সোভরি ঋষিকে যেরূপ দান করিয়াছিলেন তাহা সমূল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইংদ্রো বা যদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু।
ত্বং বা চিত্র দাশুষে॥ ১৭

চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্র মযুতা দদৎ॥ ১৮

৮।২১।১৭—১৮

১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমায় এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র! তুমি দিয়াছ?

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতী তীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধন দ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন। রমেশ।

সরস্বতী-তীরস্থ অন্যান্য সামন্ত রাজারা চিত্রদেব হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন এবং ঋত্বিক সোভরিও ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই মন্ত্রে তাহা বেশ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি চিত্রল প্রদেশ হইতে বিজেতৃবেশেই সারস্বত রাজ্যে আসিয়াছিলেন।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রাহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

মনু ২।১৭

সরস্বতী হইতে দৃষদ্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে, তাহা এই চিত্রদেব সন্তানগণের নির্ম্মিত, অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নির্ম্মিত। সেইরূপ হস্তিনা নগরীও আপনাদিগের কীর্ত্তি। এই হস্তিনা

নগরী বর্ত্তমান বৃটিষ্ রাজ্যের রাজধানী—দিল্লী হইতে ৫৭ মাইল পূর্ব্বোত্তরে স্থিত। কাথক উপনিষদানুসারে ধৃতরাষ্ট্র বৈচিত্রবীর্য্য নামে এক মহাধনশালী রাজা ছিলেন; ইনিই চিত্রবংশীয় "বিচিত্র ভূমি মণ্ডলে" যাহাকে পুয়ল বলিতেছে তাঁহার অপত্য। ইনিই মুজাবত গিরিশৃঙ্গের অধিবাসী মুজাবত নামীয় পার্ব্বত্য জাতির অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী গান্ধার জাতীয়া পরম রূপবতী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কথা শুনা যায়, তাঁহারাও গান্ধার জাতীয় লোক, য়িহুদিদিগের ন্যায় রূপ গৌরবে অদ্বিতীয়। সেই কুরুরাজ বৈচিত্রবীর্য্য ধৃতরাষ্ট্র কুরুদেবের চিত্রশাখারই বংশধর, এই শাখারই সঙ্গে আমাদের সংশ্রব রহিয়াছে। যেমন এক চিত্রদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত নির্ম্মাতাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, তেমন অপর এক চিত্রবংশীয়গণের দ্বারাই গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী হস্তিনাপুরী সুনির্ম্মিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রবলতর পঞ্চ-দাস (Deutche) জার্ম্মান জাতির ন্যায় দেবধর্ম্মা চিত্র দেবের সন্তানেরাই। সুতরাং আপনাদের গৌরবের সীমা কত উচ্চ ছিল একবার বুঝুন।

কেবল এও নয়। এসিয়া মাইনরের পশ্চিমে বঘাস্ কুইতে যে শিলালেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে কুরুজাতির (Kittitis) ও কাহেথা (Kathi) নামক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়; সুরিয়া (Syrid) বা সুর (দেব) দেশের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইনেও Kithitis অর্থাৎ কুরুজাতির Hittitis (হিন্দু) নামক শাখার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। আরবের মক্কা মন্দিরের কি ধর্ম্ম কি শাসন উভয় বিভাগে যে কোরেশ জাতির আধিপত্য ছিল, যে বংশে হজরত মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিবেন, সেও এই কুরুবংশ। Kahtan অর্থাৎ কাহেত নাম এক ব্যক্তি আরাবের আদিরাজা ও বীরপুরুষ। আপনারা সেই জগদ্বিখ্যাত, বিস্তৃত এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশে প্রভাবশালী, বর্ত্তমান বৃটিষ জাতির ন্যায়, কুরুজাতির বংশধর। এক্ষণ আপনাদের পতনের গভীরত্ব বুঝুন। আপনাদের সেই ক্ষত্রিয়ত্বের স্মৃতি নাই, আপনারা সেই দেবধর্ম্মচ্যুত। এমন কি, আপনাদের মধ্যে অনেকের দেবো ফোবিয়া জন্মিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমরা শুনিয়া আসিতেছি, আমরা চিত্রগুপ্তের সন্তান; —চিত্র দেবের সন্তান এত নূতন কথা। বঙ্গজ কায়স্থের পক্ষে-এ কথা নূতন হইতে পারে না! আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র বঙ্গজকুল-কারিকার গ্রন্থকার অষ্ট বিধ কায়স্থকে চিত্র দেবের সন্তানই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বৈদিক প্রমাণ ছাড়িয়া দিলেও, পৌরাণিক প্রমাণে ও আমরা চিত্রদেবের সন্তানই হই।

স্কন্দপুরাণ মিত্রের দুইটি সন্তানের উল্লেখ করেন!

পুত্রঃ পরম তেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে।
তথা চিত্রাভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডলা ॥

* * * *

সচিত্রোগুপ্তনামাভূদ্বিশ্ব চারিত্র লেখকঃ।

ইহা দ্বারা পরিষ্কারই বোধ হইতেছে তাঁহার আদৎ নাম চিত্র, চিত্রগুপ্তও বলে।

যম তর্পণ অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকেরা কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিতেছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, যমতর্পণে চিত্রবাদই সমর্থিত হইতেছে, চিত্রগুপ্তবাদ নহে।

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ ॥

এখানে আদি শব্দ 'যম' ও শেষ শব্দ 'চিত্রগুপ্ত' লইয়া ১৪টি শব্দ আছে। ইহা হইতেই চতুর্দ্দশ যমের কল্পনা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১৩টি শব্দ যমেরই বিশেষণ। এই শ্লোকদ্বয় অনুসারে চিত্রগুপ্তকে একটি পৃথক্ যম বলিবার যে কারণ রহিয়াছে, চিত্রকে একটি পৃথক্ যম বলিবারও সেই কারণ রহিয়াছে। এই যমতর্পণ হিন্দুমাত্রেই করিয়া থাকে; হিন্দুমাত্রেই দেবজাতি এবং আমরা দেখাইয়াছি ভারতবাসী হিন্দুরা কুরুদেব পুত্র চিত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য-আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১।১১।১

এই মন্ত্র ব্রাহ্মণেরাও নিত্য সন্ধ্যার মধ্যে পাঠ করেন। তাহা করেন বলিয়াই তাঁহারা তর্পণেও চিত্রের তর্পণ করেন। চিত্র অর্থে এখানে আশ্চর্য্য-কর সূর্য্যমণ্ডল। চিত্রকে পিতৃতর্পণের মধ্যে সকলে তর্পণ করাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আব্রাহ্মণ সকল জাতিরাই সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষ চিত্র অর্থ সূর্য্যদেব। সূর্য্যালোকবশতঃ চিত্র রক্ষা হয়, চক্ষে দর্শন জ্ঞান জন্যে এজন্য তাহাকে চিত্রগুপ্ত শব্দ দ্বারা বিশোধিত করা হইয়াছে;—স্থানটি বুঝিতে

হইবে, চিত্রগুপ্তায় (চিত্ররক্ষকায়) চিত্রায় বৈ নমঃ। সুতরাং যম তর্পণ দ্বারা চিত্রই আমাদের বীজপুরুষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন। চিত্র সূর্য্য, এজন্য আমরা ক্ষত্রিয় হইতেছি। কেন না, সূর্য্য ক্ষত্রিয় দেবতা।

আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বৈশ্যাস্তু মরুতঃ স্মৃতাঃ।

মহাভারত, শান্তি ১০৮ অধ্যায়।

যম তর্পণ হইতে আমরা দুটি তত্ত্ব পাইতেছি:— (১) আমরা ক্ষত্রিয় (২) ব্রাহ্মণ ও আমরা একই পিতৃদেবতার তর্পণ করি।

ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। কেননা দেবতা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অখণ্ড হিন্দুত্ব বা দেবত্বের কথা। তখন পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি বর্ণভেদ দ্বারা বিভক্ত হয় নাই। এজন্য সকল হিন্দু আমাদের পিতৃদেবতা চিত্রকে পিতৃজ্ঞানে আজও তর্পণ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া যে চারিটি জন বিভাগ দেখা যায়, তাহাকে মনু সংগ্রহকারকেরা চারিটি বর্ণ বলিতেছেন;—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তীতি পঞ্চমঃ ॥

এই চারিটি বিভাগকে বর্ণ অর্থাৎ রঙ অনুসারে ৪টি বিভাগ বলিবার বৈদিক কারণ নাই। সমুদায় ঋগ্বেদের ১০৬২২টি মন্ত্র মধ্যে ইহার কোন স্থানে ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ বা শূদ্র বর্ণ এমন কোন উক্তি নাই।

পুরুষ সূক্তকে সাধারণতঃ বর্ণভেদের কারণ বলা হয়। আমি সূক্ত হইতে ৪র্থ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

সহস্র শির্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্যাতিষ্ঠদ্দশাং গুলং ॥১
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছংদাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কিমস্য কৌবাহু কাউরূপাদা উচ্যতে ॥১১
ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।১২

এখানে যে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া চারি শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছে, তাহারা কে কোন বর্ণের (রঙের) লোক তাহার উল্লেখ নাই।

সুতরাং মনুর উক্ত চারিজন-বিভাগকে চতুর্বর্ণ বিভাগ বলা বেদসম্মত হয় না। মনুকে অনুসরণ করিয়া মহাভারতীয়া গীতায় উক্ত বিভাগকে "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" বলিয়া ব্যক্ত করাও অবৈদিক হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, আমরা এই চারি বিভাগের মধ্যে কেহ নয়। তবে আপনারা কোথা হইতে আসিলেন? প্রথম ঋকে যে সহস্র শীর্ষা পুরুষের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ভারতীয় জনসংখ্যাকে বুঝাইতেছে। তাহারাই হিন্দু জাতি। এই অখণ্ড হিন্দু বা দেব জাতি হইতে যাহারা গুণ কর্ম্মানুসারে চারিটি ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আর যাহারা ঐ পুরুষ দেহ, যাহাকে পুরাণে ব্রহ্মকায় বলিয়াছে, তাহাতে থাকিয়া গেলেন তাঁহারাই কায়স্থ—কায়েস্থিত এই অর্থে কায়স্থ—কায়া হইতে যাহারা বহিষ্কৃত, তাহার মধ্যে আমরা কেহ নহে। এজন্য আমি এক সময়ে বলিয়াছি, ২য় বর্ণের স্থান আমরা চাইব কেন?

"কিসের দ্বিতীয় স্থান যাচিছ তোমরা,
জাতি সব কায়স্থ হইতে সমুদ্ভূত;
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলই আমরা,
আমরা অধিষ্ঠিত পিতৃ স্থানে পুত।"

বর্ণভেদই বল আর জাতিভেদই বল, যাহাকে ইংরেজীতে castesystem বলে, আমরা তাহার পূর্ব্বের অখণ্ড হিন্দু জাতি কুরুর একতম পুত্র চিত্রদেবের সন্তান। আমাদের দেহ হইতে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও শূদ্র এই চারি সম্প্রদায় স্ব স্ব ব্যবসায় অনুসারে বাহির হইয়াছে এমন নহে, আরও সহস্র সহস্র জাতি যাহাদিগকে অন্যায়ভাবে সঙ্কর বলা হয়, তাহারাও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ বাহির হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। এক্ষণে ভারতে জাতির সংখ্যা ১০০০।

আমরা সেই মূলদেহে—সেই দেবদেহে স্থিত আছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমাদের আচরণ কিরূপ হইবে? এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও উঠিয়াছিল, তখন পৌরাণিকেরা স্থির করিয়াছেন,—

সংস্কারাদিনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়াজাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যানি সদ্ভাবশলক্ষিতাঃ।

এজন্য আমাদের আচরণ ক্ষত্রোচিত হইবে। "সর্ব্বাণি কার্য্যাণি" ক্ষত্রোচিত করিতে হইবে। ইহাই পুরাণের আদেশ। এই আদেশ অগ্রাহ্য করার কোন

কারণ দেখিতেছি না। কেননা ক্ষত্রিয় জাতি সর্ব্ব রকম জাতির অধিকারে অধিকারী; তাঁহারা বেদপাঠ করিতে পারেন, যাগযজ্ঞ স্বয়ং করিতে পারেন, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শ্রমের কাজেও তাহারা নিষিদ্ধ নহেন।'

পুরুষ সূক্তের বিস্তৃত আলোচনা আজ সম্ভব হইল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে লিখিত হইয়াছিল বেদে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ঐ সূক্তের ৯ম ঋক যে উদ্ধৃত করিয়াছি তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে ব্যক্তি ইহার রচনা করিয়াছেন; তিনি নিশ্চয় বেদের ঋক, সাম, যজুঃ এই ভাগত্রয় অবগত ছিলেন; অথর্ব্ব বেদ সে সময়ে সূর্য্যালোক দেখে নাই।

বেদ বিভাগের কর্ত্তা হইয়াছিলেন ব্যাসদেব। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে জীবিত ছিলেন। তিনি বেদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে (বেদের এক নাম ত্রয়ী) তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে এই পুরুষ সূক্ত লিখিত হইয়াছিল। বেদের তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ার বিষয় ভাবিলেই লিখন প্রণালী আরম্ভ হইয়াছে অনুভব করায়; ব্যাসের মহাভারত রচনা কালেও একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আর কেহ নহে, সিদ্ধিদাতা গণেশ। বোধ হয়, ইনিই বেদবিভাগকালে ব্যাসের সাহায্য করিতেন। আপনাদের লেখ্যবৃত্তির অনুষ্ঠান ইহার পূর্ব্বেই হইয়াছে।

পুরুষ সূক্তে যে "রাজন্য" শব্দ আছে, ক্ষত্রবাটী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদের প্রাচীনতর অংশে শত শত বার ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যবহার আছে। ১০৬২২টি মন্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ শব্দ ৫৪ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২।৪ বার ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র উহা ব্রহ্মকারক অর্থাৎ স্তবকারক (poets) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই স্তবকারকদের মধ্যে আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কেহ ছিলেন না, ইহা কখনই মনে করিবেন না। বেদ মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি এবং অখণ্ড হিন্দুজাতি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। এই বেদের অধিকার হইতে আপনারা বঞ্চিত হইয়াছেন। যে উপনয়ন সংস্কার লইয়া আজ কায়স্থ সমাজ উদ্বেজিত হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে, আমাদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থে আমাদের অধিকার নাই। দেবজাতির ক্ষাত্রধর্ম্মে পূর্ণ অধিকার লইতে হইলে, মাধ্যমিক প্রথানুসারে এই সংস্কারের আবশ্যক হইতেছে। কেন না, উপনয়ন সংস্কার বেদাধ্যয়নের জন্য গুরু গৃহে উপনীত হইবার পূর্ব্ব ক্ষণেরই সংস্কার। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের ইহা আদ্য নিদান। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ও ব্রহ্মবাস্তব বা ঋকমন্ত্রের অভ্যাস।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় একথা যেমন সত্য, তেমনও ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় ছিলেন, একথাও সত্য। সেই কায়স্থের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৌরোহিত্যের সকল কার্য্যই করিতেন। বর্ণভেদ-পূর্ব্ব অখণ্ড হিন্দুত্বের সময়ে কাহারও স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। এক্ষণে কিন্তু নিরুপবীতের পক্ষে সেই প্রতিবন্ধক হইয়াছে। কায়স্থ সম্প্রদায়ের এই প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য উপনীত আবশ্যক। ইহাতে যে অবিলম্বে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যের তিরোধান হইবে, এ আশঙ্কা বৃথা। তবে ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণাভাববশতঃ কায়স্থ গৃহের দেবার্চ্চন, শান্তিস্বস্ত্যয়ন যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, অথবা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হয়, তাহার প্রতিবিধান হইবে।

এজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অখণ্ড হিন্দুত্বের প্রধানতম অঙ্গ দেব ক্ষত্রিয়ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক বেদপাঠ ও বৈদিক ব্যবহার পুনঃ প্রচলনের জন্য আপনারা চিত্রদেব সন্তান সকলে অবিলম্বে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করুন। পবিত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনকে পবিত্র জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কার্য্যে আপনাদের পূর্ণ অধিকার আছে, কায়স্থ নরনারীর হৃদয়ে এই বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং ক্রমশঃ এই বিশ্বাসানুসারে জীবন পরিচালিত করিতে থাকুন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই করিতেছে ;—একটিমাত্র কমিটি গঠিত করিয়া উপনয়নের দিন ধার্য্যপূর্ব্বক আপনারা যথারীতি সাবিত্রী গ্রহণ করুন। তবে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি উৎসাহ দিতে পারি না। কেন না, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উপবীতী না হওয়াতে আপনাদিগকে এক দণ্ডের জন্যও পাপিষ্ঠ মনে করেন নাই, করিবারও কারণ নাই ; আমরা তাঁহাদিগকে পাপিষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার অধিকারী নহি।

তৃতীয়তঃ একটি মহিলা-সমিতি গঠনপূর্ব্বক তাঁহাদের মনে ক্ষত্রিয় বলের সঞ্চয় করিয়া দেওয়া হউক। ব্রাহ্মণ গৃহে মহিলারা যেরূপ শূদ্রাবৎ ব্যবহৃত হইতেছেন, আমাদের মহিলারা সেইরূপ শূদ্রাবৎ ব্যবহৃত না হইয়া ক্ষত্রিয়াণীর ন্যায় সর্ব্বধর্ম্মাধিকারিণী হইয়া পূজিতা হইতে থাকুন।

চতুর্থতঃ দেব শব্দের পরে শর্ম্ম ব্যবহৃত হউক।

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্ম্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয়ন্ত্ব সত্বা বর্মণো-মহিমা-পিবর্তু ॥৬।৭৫।১

বর্ম্মের মহিমা তোমাকে রক্ষা করুন, এই মন্ত্রে ঋত্বিকেরা যুদ্ধার্থীকে অভিষেক করিয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন। এই যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই হইতে

পারিত ও হইত। এজন্য ব্রাহ্মণকে কেহ কখন বর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই। বর্ম্ম ব্যবসায়াত্মিক উপাধি। কিন্তু দেব Ethnic অর্থাৎ রক্তের বাজাতীয় উপাধি আর শর্ম্ম হইতেছে আমাদের আদি পিতৃ গৃহে স্মারক। এজন্য নামান্তে সকল কার্য্যে দেবশর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করা হিন্দু বা দেবজাতির সকলেরই কর্ত্তব্য। চিত্রদেব সন্তানেরা এ উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

আমি এই অভিভাষণ পাঠ ও প্রস্তাব করিলে প্রস্তাবগুলি যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রস্তাব যাহা গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইবার জন্য এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।*

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রবন্ধ বিরোধ :—

আমাদের এই 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রিকার দুই প্রসিদ্ধ লেখক যুগপৎ এক সময়ে এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ আলোচনা করিয়া দুইটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। একে বলিতেছেন—এলাহাবাদ নিবাসী, কায়স্থপ্রবর শালিগ্রাম সিংহ প্রবর্ত্তিত সন্তধর্ম্মের প্রচারকবৃন্দ এদেশে আসিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস করিতে বসিয়াছে ; অপরে বলিতেছেন—আগ্রানগরী নিবাসী কায়স্থতিলক ৺দীনদয়াল সিংহের পুত্র ৺শিবনারায়ণ সিংহ মহাত্মা কবির, নানক, পণ্টু, দাদু প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমন্বয়ে যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহার নাম সন্তধর্ম্ম বা রাধা স্বামী। ইঁহার প্রধান শিষ্য কায়স্থ-প্রবর রায় শালিগ্রাম সিংহ বাহাদুর, লালা কামতাপ্রসাদ বি-এ, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র এম-এ, প্রভৃতি ; হিন্দু, জৈন, মুসলমান, সরাবদি, ইলাহি, মানুফ প্রভৃতি ইত্যাদি বলিয়াছেন। একে দোষ অপরে গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের এই উভয় লেখকই উপবীতী এবং স্বসমাজ মধ্যে বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন বিস্তারকামী। সুতরাং তাঁহাদের ঐ প্রকার পরস্পর বিরোধী অবান্তর মত 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রিকায় প্রকাশ না

* আমরা এই প্রবন্ধের অনেক অংশই সমর্থন করিতে পারিলাম না। কাঃ সঃ সং।

করাই সমীচীন মনে করি। তাঁহারা উভয়েই 'বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং' এই মনু বচনটী পরিজ্ঞাত, পরন্তু তাঁহারা ইহাও সম্যক্ প্রকার জ্ঞাত আছেন যে, কিসে মুক্তি হয়, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সুপ্রাচীন কাল হইতে বিবিধ উপনিষৎ দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে, সুতরাং 'ধর্ম্মস্তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' কে ভ্রম প্রমাদাশ্রিত অল্পায়ু মানব গুহমুক্ত করিবে কি প্রকারে? আমরা ঐ মনু বাক্যটীকেই আশ্রয় করিয়া 'বেদপ্রণিহিতং ধর্ম্মং' যাহা নাকি পুরাণকার বলিয়াছেন তাহারই আলোচনায় আত্মনিয়োগ করি—যাহার অভাবে আমরা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম একমাত্র তাহাকে, সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া থাকি এবং থাকিতে অনুরোধ করি।

কিংকর্ত্তব্যম্ :—

পাবনার প্রসিদ্ধ মোক্তার, সমাজহিতৈষী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজে গণ্যমান্য বিদ্বদ্ সজ্জনের নিকট নিম্নলিখিত প্রশ্ন তিনটীর সদুত্তর জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন তিনটীর সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে লিখিত হইল ;—

১। 'ঘরে পরে করে হিত, কর নাম পুরোহিত'। বশিষ্ঠ, ধৌম প্রভৃতি প্রাচীনযুগের রাজ-পুরোহিতদিগকে আমরা তদ্রূপ দেখিয়াছি, মধ্যবিত্ত আমরা আমাদের তান্ত্রিক গুরু পুরোহিত আছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা তদ্রূপ হিতার্থীই মনে করি। কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি পূজায় আমরা যাঁহাদিগকে সভক্তি পুরোহিত নির্ব্বাচন করি, তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা, আচার আহ্নিকে' ত ভক্তি চটিয়া যায়। এই সেদিন পাবনা রহিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সরস্বতী পূজায় যজমানের হাতে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া তাঁহাদিগকে পুরুৎঠাকুর পড়াইলেন "ওঁ ভদ্রকাল্যৈঃ নমোনিত্যং সরস্বত্যৈঃ নমোনমঃ। বেদবেদাঙ্গ বিদ্যা স্থানে ভয়েবচ এতৎ সচন্দনপুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলীং নমঃ সরস্বতৈঃ নমঃ। তৎপর মস্যাধার পূজার সময় বলিলেন, "এতৎ পাদ্যং ওঁ মৎস্যাধারায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ মৎস্যাধারায় নমঃ।" ইত্যাদি প্রকার বিদ্যায় ভয়, দোয়াত পূজায় থালই পূজা—ইহার প্রতিকার কি, তাই প্রশ্ন—কিংকর্ত্তব্যং?

২। 'সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে, ভারত কি শুধু ঘুমাইয়া রবে?' না—এখন আর ইহারা ঘুমাইয়া নাই—সর্ব্বজাতির সেবক নাপিতও স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা আর এখন অনেক স্থলে প্রভুর পদে হস্তার্পণ

করিতে চাহে না—বিবাহ, চূড়া, উপনয়নে আর কর্ত্তব্য পালন করিতে চাহে না। বৈদিকযুগে ব্যবস্থা ছিল, কন্যা সম্প্রদান ব্যপদেশে আমন্ত্রিত বরকে মধুপর্ক দ্বারা আতিথ্য সম্পাদন করা হইবে। নাপিত তাহার পাদ্য ও আসন দিত, কন্যাদাতা মধুপর্কের জন্য গোমাংসের নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিতেন। তখন নাপিত গোরুটী লইয়া হাজির হইয়া বলিত 'গৌগৌর্গৌঃ।' সদাশয় জামাতা তাঁহাকে হত্যা করিতে দিতেন না। ফলতঃ এই নাপিতকর্ম্ম গোরু উপস্থিত করা, গৌঃ বলিয়া তদ্বিজ্ঞাপন করা কিন্তু এখন 'গৌঃ' বচন হরগৌরীর বিবাহ বিষয়ক ছড়া আবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ 'গৌগৌর্গৌঃ' বাক্যটীইত পুরোহিত ঠাকুরই করেন, এ ক্ষেত্রে কি বিবাহে নাপিত পরিহার কর্ত্তব্য নহে?

৩। প্রাচীনকাল হইতে শ্রাদ্ধে ত্রিশূল চক্রাঙ্কিত বৃষোৎসর্গ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে এই বৃষ উৎসর্গীকৃত হইলে তাহার স্বাধীন ভাবে বিচরণের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সে স্বাধীনতা নাই, কেহ তাহা দ্বারা হাল বহে, কেহ বা তাহার মাংসে দেহ পুষ্টি করে। এমতাবস্থায় সজীব বৃষ না দিয়া মৃণ্ময় বৃষ কি শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করা যায় না? গারুড়ে (প্রতকল্পের ৯ম অধ্যায়ে) আছে ;—

একাদশোঽহ্নি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবদ্ যদি।
দর্ভৈঃ পিষ্টৈস্তু সংপাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্ বুধঃ॥
বৃষোৎসর্জ্জনবেলায়াং ভাবঃ কথঞ্চন।
মৃত্তিকাভিস্তু দর্ভৈর্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ॥"

অতএব প্রশ্ন—বর্ত্তমান দেশকাল অনুসারে কিকরণীয়?

কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল :—

গত ২২শে জানুয়ারী, ৮ই মাঘ, সরস্বতী পূজার দিন, সন্ধ্যা, ৬॥টায় ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোডে, ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের পরিচালন-সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্, 'কায়স্থ-সমাজ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, বাবু রামনারায়ণ লাল, আখৌরী আউধেশানন্দ, অবোধ বিহারীলাল শকসেন, চিত্রগুপ্তেশ্বর বর্ম্মা, (শিক্ষক চিত্রগুপ্ত পাঠশালা), বলেশ্বরপ্রসাদ, গুলাবনারায়ণ লাল, নন্দকিশোর লালবর্ম্মা, বৈদ্যনাথ প্রসাদ,

সূর্য্যপ্রসাদ বর্ম্মা, মহাবীরপ্রসাদ, মঙ্গলাপ্রসাদ, নন্দী লালবর্ম্মা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বালগোবিন্দ প্রসাদ. উমাশঙ্কর লাল, বৃন্দাবনপ্রসাদ, ঈশ্বরদয়াললাল, রাধাকিশোর লাল, ভৃগুনাথপ্রসাদ অষ্টানা, রামবরাইসহায় সিংহ, মহাবীর প্রসাদ, গোবিন্দপ্রসাদ, বিশ্বেশ্বর দয়াল, রণদেবপ্রসাদ, রাজেন্দ্রনাথ সিংহ, শঙ্করদয়াল সিংহ, ভগবানপ্রসাদ, কেদারনাথ শকসেন, রামচারু শকসেন, গোপাল লাল, রামপ্রসাদ, হরিশরণ লাল. গুরুনারায়ণ, রামশরণ লাল বি-এ, জয়শঙ্কর সহায়, হরিশঙ্কর দেব (কলিকাতা সমাচার) হরিকিশোর প্রসাদ বি-এ (সহঃ সম্পাদক 'ভারতমিত্র') ঠাকুর বালকিশোর সিংহ বি-এ (সম্পাদক 'ভারতমিত্র') ডাঃ আনন্দপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এম-বি-এস, (সম্পাদক কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল) আখৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি বঙ্গ-বিহার ও যুক্তপ্রদেশের শতাধিক কায়স্থসন্তান উপস্থিত থাকেন। সভায় প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। তৎপর দ্বিতীয় বর্ষের সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগ, বর্ষনির্দ্দেশ হয়। অনেক আলোচনার পর বিক্রমাব্দেই বর্ষারম্ভ স্থির হয়। তৎপর নিয়মাবলী প্রণীত হয়।

সভাপতি :— আখৌরী যশোদা নন্দন শ্রীবাস্তব, সহঃ সভাপতি ডাঃ এ পি, শ্রীবাস্তব, বাঁকীলাল শকসেন, সম্পাদক রামনারায়ণ প্রসাদ অষ্টানা বি-এ, সহঃ সম্পাদক হিঙ্করদেব শকসেন, মঙ্গলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ; ধনাধ্যক্ষ—শঙ্কর সহায় শকসেন, হিসাব পরীক্ষক—অবোধবিহারী লাল শকসেন এবং ৭ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ১০টায় জলপানের পর সভাভঙ্গ হয়।

রাজসাহী কায়স্থ সমিতি

(২২ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী)

১। ৭ই মাঘ অপরাহ্নে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক আলোচনা ও বক্তৃতা হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় রাত্রি ৮॥০ ঘটীকায় সভা ভঙ্গ হয়।

২। ৮ই মাঘ ৺সরস্বতী পূজা, পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করা হয় ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বর্ম্মা বি, এল, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ মজুমদার বর্ম্মা শিক্ষক, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মিত্র নায়েব ও শ্রীযুক্ত হেমকান্ত মজুমদার বর্ম্মা ক্লার্ক মহাশয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করেন। তৎপর স্বজাতি ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় সভার অধিবেশন হইয়া, শ্রেণী চতুষ্টয়ের সম্মিলন বিষয়ক প্রস্তাব প্রস্তাবিত হইলে উহা বিশেষভাবে আলোচিত না হইয়া সেদিনকার মত

স্থগিত থাকে। তৎপর দুঃস্থ কায়স্থগণের সাহায্যের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের Kaystha Banking Trading Co স্থাপিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ সত্বরই কায়স্থ মহোদয়গণের নিকট প্রেরিত হইবে। রাত্রি ৯টায় সভাভঙ্গ হয়।

৩। ৯ই মাঘ প্রাতে বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপে বিষয়ক আলোচিত হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, যে বিবাহে দেনা ও পাওনার সম্বন্ধ থাকিবে সভ্যগণ সাধ্যানুসারে ঐ বিবাহে যোগদান করিতে বিরত থাকিবেন। তৎপর সম্পাদক রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা কর্ত্তৃক আলোচ্য বৎসরের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মফঃস্বলস্থ যে সকল কায়স্থ অত্র সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া, নানা অসুবিধাবশতঃ যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হয়। তৎপর কায়স্থ ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রাথমিক কার্য্যগুলি করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্মা বি-এল, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী, রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সরকার মহাশয়গণের উপর ভার অর্পিত হয়। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে আবশ্যকমত ইঁহারা সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিবেন।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইলেন :—

সভাপতি।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় বর্ম্মা, হীরালাল ঘোষ।

সম্পাদক।—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, ভবতারণ তলাপাত্র বর্ম্মা, প্রফুল্লচন্দ্র সরকার।

ধনরক্ষক।—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ।

৫। কায়স্থগণ যাহাতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পংক্তি ভোজনে জাতীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করেন সভাপতি মহোদয় তদ্বিষয়ে সভ্যগণকে অনুরোধ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। বর্ত্তমান মাঘের শেষে যাহাতে প্রচারক সরল বাবুকে আনাইয়া পুনরায় উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হয় সম্পাদকগণ তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করুন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়।

৭। বর্ত্তমান তহবিল হইতে ছাত্র সাহায্য বাবদ আপাততঃ ন্যূনকল্পে ব্যাঙ্কে আমানত করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সরকার মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে বর্ত্তমান অধিবেশনের স্থান দান করায় তাঁহাকে ও মফঃস্বল হইতে সমাগত সভ্য মহোদয়গণকে ও আলোচ্যবর্ষের কর্ম্মচারীবৃন্দে ধন্যবাদ করতঃ বেলা ১১॥০টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

[illegible] বিবরণ :—

আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান মাসে নারায়ণগঞ্জ মুহকুমার কায়স্থপ্রধান পল্লীসমূহে প্রচার করিয়া কয়েকটী সভা করেন। ইহাতে

তিনি সমাজের সভ্য, নারায়ণগঞ্জের মোক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সোমবর্ম্মা শচীরপাড়ার শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ দত্ত বি-এ এবং নওপাড়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-কুমার নাগবর্ম্মা মহোদয়গণের সহিত ঘুড়িয়া প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের সহায়তা না পাইলে প্রচারক মহাশয়ের সাফল্য লাভ করা কঠিন ছিল।

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বর্ত্তমান মাসে বগুড়া জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং সিরাজগঞ্জের উত্তরাংশে প্রচার করিয়া কতিপয় কায়স্থ সন্তানকে পৈতা দেওয়াইয়াছেন ও সভ্য করিতে পারিয়াছেন।

উপনয়ন :—

পাবনা। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার লিখিয়াছেন গত ১০ই পৌষ হইতে ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত কয়েক তারিখে রায় ৺হরিশচন্দ্র চাকী বাহাদুরের পুত্রগণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। যথাঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চাকী বি-এ, সতীশচন্দ্র চাকী, শ্রীশচন্দ্র চাকী, কামাখ্যা-নারায়ণ চাকী, ভবেশচন্দ্র চাকী এবং ইহাদের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়; আচার্য্য হইয়াছিলেন মালঞ্চী নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য।

১২ই পৌষ, ২৩২৮। পাবনা-উধুনিয়া কেন্দ্র। বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল দাস, অখিলচন্দ্র রায়, মধুসূদন দাস, অতুলচন্দ্র সরকার, দেবেন্দ্রনাথ রায়, দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার, জনার্দ্দন সরকার, সতীশচন্দ্র সরকার এবং সোনাতলা-কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে শ্রীযুক্ত তারক-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ অধিকারী কর্ত্তৃক উপবীত হন এই ৯ জনকে গণেশ বাবু পৈতা দেওয়ান।

১৩ই পৌষ, ১৩২৯। কায়েতপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর দাস মহাশয়ের ভবনের কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর দাস, সুরেন্দ্রকিশোর দাস উকিল, সতীশচন্দ্র দাস, জ্ঞানচন্দ্র কর, মাঝিনা নিবাসী জয়চন্দ্র গুহ এবং তাঁহার চারি পুত্র যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন এবং কারারচক নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ইহারা সকলেই এজন্য শ্রীশ বাবুকে ধন্যবাদ দেন।

১৩ই মাঘ ১৩২৯, শিলমান্দী, ঢাকা। নারায়ণগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। কায়েতপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, উকিল, বঙ্কিমচন্দ্র দাস, মাঝিনা নিবাসী মহানন্দ গুহ, (ঢাকা কালেক্টারের সেরেস্তাদার) পূর্ণচন্দ্র গুহ, (পুলিঃসাবইঃ) শিলামান্দি নিবাসী ফণীভূষণ দত্ত, কানাই লাল ভৌমিক পাঁচরুখী নিবাসী জ্ঞানচন্দ্র চন্দ এই সকল বঙ্গজ কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন।

২২শে মাঘ ১৩২৯। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ কেন্দ্র। কুমিল্লা বিনাউটী নিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ, হুগলী নবাসন নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র যথা-শাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্র্যুপনয়ন গ্রহণ করেন। উভয়ই দক্ষিণরাঢ়ী।

কায়স্থ-সমাজ

৩য় বর্ষ } চৈত্র—১৩২৯ { দ্বাদশ সংখ্যা

গুণ ও ব্যভিচার

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে মনুষ্য জাতি বড়ই অহঙ্কারী। মনুষ্য নিজের ব্যাখ্যা নিজে করিয়া থাকে। নীতিকার বলেন—ইহা বড়ই অশোভনীয় নীতিকার আরো বলেন—

"স্বগুণঞ্চ ন বক্তব্যং সভায়াঞ্চ কদাচন,
কামিনী করপদ্মেন স্বকুচ মর্দ্দনং যথা।"

ইহা অসত্য কথা বলিয়া কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। মনুষ্যগণ বলে—আমরা উৎকৃষ্ট জীব। অন্য সকল সৃষ্টজীব আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমরা গুণবান জ্ঞানবান। আমাদের জ্ঞান গবেষণায় পৃথিবীতে কত কত মহৎ কার্য্য হইয়াছে, হইতেছে, আরো কত হইবে, কেননা ক্রমশই আমাদের জ্ঞান গবেষণার বৃদ্ধি হইতেছে। বিজ্ঞান সাহায্যে কত শত সহস্র আশ্চর্য্যজনক কার্য্য যাহা পূর্ব্বে কাহারো কল্পনাতেও উদয় হয় নাই, আমরা নিষ্পন্ন করিয়া পৃথিবীর মহৎ উপকার করিয়াছি, করিতেছি, করিব। এই ভাক্ত গুণী, আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী ব্যক্তিগণের আত্ম তৃপ্তির জন্যই প্রয়াস হইয়া থাকে। মহাভারত কর্ণপর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় অনুরক্ত ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—আত্ম-প্রশংসা ও আত্ম-হত্যা তুল্য। মহামতি কাশীরাম দাস তাহা বাঙ্গালা পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ—
আপনার প্রশংসায় মরণ সমান।"

অতএব দেখা যাইতেছে মনুষ্যগণের আত্ম-প্রশংসা মনুষ্যগণের মৃত্যু তুল্য।

মনুষ্যগণ আত্ম-প্রশংসা বিস্তৃতির জন্য আরো বলে—অন্য জীবগণের আহার নিদ্রা, মৈথুন, ভয় এই চারি কার্য্য ভিন্ন আর কোন কার্য্য নাই এহেতু অন্য জীবগণ নিকৃষ্ট, আমরা মনুষ্য জীবগণ উৎকৃষ্ট। ইহাও আত্ম-প্রাধান্য প্রকাশের সহায় সূচক বাক্য। মানুষই মানুষের কাছে এই সকল প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা একপক্ষের কথা। অন্য জীব হইতে এই কথার কোন প্রতিবাদ উপস্থিত হয় নাই। দুই পক্ষের কথা না শুনিলে সুবিচার হয় না। একদেশী তর্ক বিচার নিরপেক্ষ নহে। তুমি জ্ঞানবান মনুষ্য, তোমার নিজের বক্তব্য এবং অন্য জীবের বক্তব্য এই উভয় বক্তব্যের বিস্তারিত সমালোচনা করনা কেন? তবেইত নিরপেক্ষ বিচার হইত। তুমি মনুষ্য উৎকৃষ্ট কি অন্য জীব উৎকৃষ্ট তুলনায় বুঝা যাইত।

সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবের ব্যভিচার দোষ নাই। জ্ঞানবান মনুষ্যগণের তাহা চিন্তা করা উচিত নহে কি? অন্য জীবগণ বিধাতার বিধানুযায়ী সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তুমি মনুষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ও অনুকরণ করিতে অনাসক্ত কেন? তুমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষের রচিত শাস্ত্রে বর্ণিত বিষয়ের অহঙ্কার করিয়া থাক কিন্তু তন্মত আচরণ করিয়া থাক কি? তোমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তোমার জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন—অন্য জীবের জন্য নহে। বিধাতা তাঁহার সৃষ্ট সকল জীবের জন্যই নিয়ম বদ্ধ করিয়াছেন। সকল জীবই ত বিধাতার আদিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে। তুমি মনুষ্য নিয়তই বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করত আপন ইচ্ছা মত চলিতেছে। তুমি বিধি-বিধানের অমান্য করিয়া উৎকৃষ্ট হইলে আর অন্য জীব বিধি বিধান মান্য করিয়া নিকৃষ্ট হইল? ইহার কোন সদুত্তর দিতে পার কি? যদি না পার তোমার উৎকৃষ্টতা স্থিরতর রাখিতে পার না। তুমি অন্য জীব হইতে নিকৃষ্ট স্বীকার করিয়া লও।

ঈশ্বর সৃষ্ট জীব অসংখ্য। এমন অনেক জীব আছে মনুষ্য চক্ষুর অগোচর। মনুষ্যের গোচরীভূত ছোট ছোট জীবগুলির কার্য্যকলাপ

মনুষ্যগণ জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর কিন্তু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ঘোটক প্রভৃতি বন্য জীব ও জীবলোকের গৃহপালিত মহিষ গরু ছাগল প্রভৃতি জীবেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। ঋতুকাল ব্যতীত পুং জাতীয় জীব স্ত্রী জাতীয় জীবের সহিত মিলিত হয় না। তুমি মনুষ্য জীব এই ধাতাদেশ ও তোমার পূর্ব্ব পুরুষীয় শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালন কর কি? তবে তুমি ব্যভিচার দোষ দুষ্ট হইয়া অন্য জীব হইতে নিকৃষ্ট নহে কি?

একটী কথা এস্থলে বলিয়া রাখি, বোধ হয় অনেকে বিষয়টী অবগত নাই, সেজন্যই লিখিত হইল। ঋতুবতী মহিষীকে তাহার সম্পর্কিত পুং মহিষ দ্বারা ঋতুরক্ষা করান যায় না। অনেকে নানা কৌশল করিয়া রূপান্তর করিয়া পুং মহিষকে তাহার সম্পর্কিত ঋতুবতী মহিষীকে উপগত করাইতে পারে নাই। পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছে মহিষ মহিষী ঘ্রাণের দ্বারা আপন সম্পর্ক চিনিয়া লয়।

ছাগল সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। ছাগলের সম্পর্ক বিচার নাই। এ সম্বন্ধে একটী গল্প বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনায় এইস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

একজন রূপবান পুরুষ এক রূপবতী স্ত্রীলোক দৃষ্টে তাহাকে স্ত্রীরূপে পাইবার আশায় মহাদেবের তপস্যা করিতেছিল। তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন—পর জন্মে তুমি এই স্ত্রী পাইবে। রূপবতী স্ত্রীলোকটীও ঐ রূপবান পুরুষকে দেখিয়া তাহার মনে স্নেহের ভাব উদয় হওয়ায় মহাদেবের তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল। মহাদেব বর দিতে আসিলে সে প্রার্থনা করিল ঐ রূপবান পুরুষটি যেন তাহার পুত্ররূপে তাহার গর্ভে, জন্ম গ্রহণ করে, শিব বর দিলেন তথাস্তু। এখন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার বিপদ। তিনি শিবকে বলিলেন—তুমি ভোলাপাগোল নেশার ঝোঁকে পরস্পর দুইজনকে বিপরীত বর দিয়া আমার সৃষ্টি নাশ করিতেছ, এখন উপায় কি? শিব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ভাবনা কি? উভয়কে ছাগল যোনিতে জন্মাইয়া দেও তাহাতে আমার বাক্য রক্ষা হইবে—উভয়ের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিও হইবে। অতঃপর ছাগল সৃষ্ট হইল।

বিধাতার বিধানে আছে চক্রবাক চক্রবাকী নদী কূলের বৃক্ষে-বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই পক্ষীমিথুন সমস্ত দিন এক সঙ্গে থাকে। সূর্য্যাস্ত হইলে নদীর দুই কূলের দুই বৃক্ষে উড়িয়া গিয়া আপন আপন কুলায় রাত্রি

যাপন করে। একদা এক ব্যাধ মাংস লোভে পক্ষীযুগলকে বাণে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া ফেলে ও এক পীঞ্জরায় বদ্ধ রাখে। যখন সূর্য্যাস্ত হয় তখন চক্রবাক চক্রবাকীকে বলিতে লাগিল, প্রভাতে ব্যাধ আমাদিগকে কাটিয়া মাংস ভক্ষণ করিবে তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ে যে সুখ পাইতেছি চিরজীবন তাহা ঘটে নাই।

"চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক
বিধি হতে ব্যাধ ভাল অতি দুঃখে সুখ।"

এইস্থলে ব্যাধের ব্যভিচারে পক্ষীযুগল রাত্রিকালে সেই পীঞ্জরাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রভাতে ব্যাধ দেখিতে পাইল উভয় পক্ষীই মৃত। তখন ব্যাধ বিধাতাকে ধন্যবাদ দিল। বিধাতার বিধান মনুষ্যগণ বুঝিবার অক্ষম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিল। ব্যাধের অজ্ঞান কৃত ব্যভিচারের এইরূপ; আর তুমি মনুষ্য অহরহঃ প্রতি মুহূর্ত্তে বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যভিচার করিতেছ তাহার ফল কিরূপ হইবে চিন্তা করিয়াছ কি?

তুমি পৃথিবীর উন্নতি করিতেছ বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেছ, পৃথিবীর কি উপকার? পৃথিবী পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহা আছে, ভবিষ্যতেও তাহা থাকিবে। তোমরা মনুষ্য পৃথিবীর কোন উপকার কর নাই করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা করিয়াছ করিতেছ ও করিবে তৎসমস্তই তোমাদের নিজের ও তোমাদের অধস্তন পুরুষের সুখ সুবিধার জন্য। তদ্বারা পৃথিবীর কি উন্নতি হইয়াছে বা হইবে তাহা বুঝাইয়া দিতে পার কি? পৃথিবীর সৃষ্টি ও সাময়িক পরিবর্ত্তন যাহা কিছু বিধাতাই করিয়াছেন, করিতেছেন। তোমরা মনুষ্যগণ একটী পর্ব্বত নির্ম্মাণ, একটী সমুদ্র খনন করিয়াছ কি? তোমাদের ব্যভিচারে পাপে এই অনাবৃষ্টি হইয়া দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে তোমরা বারিবিন্দু আকাশ হইতে আনিতে পার কি?

এই যে সময় সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া হাজার হাজার লোক মরে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন ঘটে তোমরা মনুষ্য জ্ঞান গবেষণায় তাহার কোন প্রতিকার প্রতিরোধ করিতে পার কি? অথবা তোমাদের জ্ঞান গবেষণায় ঐরূপ ঝড় বৃষ্টি বহাইতে পার কি? যে টাইটনিক বাষ্পীয় তরণী প্রস্তুত করিয়া অহঙ্কারে বাহ্বাস্ফোট করিয়াছিলে—বিধাতার ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র লোকসহ সেই টাইটনিক কোথায় লুপ্ত হইল, তোমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিলে কি? তবে কিসের বড়াই কর? তোমরা সকল

সময় ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া বল যে "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" নচেৎ তোমাদের এই ব্যভিচারের বড়াইর প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

তোমরা বলিবে প্রকৃতিরও যখন ব্যভিচার আছে তখন আমাদের ব্যভিচারে এত ব্যথা কেন? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ প্রকৃতির ব্যভিচার প্রকৃতি দ্বারা প্রতিকার হইয়া থাকে ও সংশোধন হইয়া থাকে, তোমাদের ব্যভিচারের প্রতিকার বা সংশোধন করিবার সামর্থ্য তোমাদের আছে কি?

যদি বন্য পশু পক্ষিগণের বাক্‌শক্তি থাকিত তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া উড়িয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিত ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব। তাহারা ব্যভিচার দোষদুষ্ট। তাহারা বিধাতার আদেশ অমান্যকারী। তাহারা হিংসুক পরশ্রীকাতর। একের উন্নতিতে অপরে ঈর্ষাবান। তাহাদের স্বাধীনতা নাই। একে অন্যকে মারিয়া খাইতে চাহে। একে অন্যের স্কন্দে চড়িয়া বাসনা তৃপ্তি করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টাবান। আমরা পশু পক্ষিগণ এক এক জাতির এক একটি দল আছে। আমরা দলে দলে বিচরণ করি দলস্থ এককে অন্যে হিংসা করি না। আহারে বিহারে মিলিয়া মিশিয়া সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করি। সকলে মিলিয়া আহার্য্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করি, সকলে বাঁটিয়া খাই। মানুষের স্বভাব ইহার বিপরীত।

আমরা পশু পক্ষিগণ নানান জাতীয়। মনুষ্যগণ সকলেই এক জাতীয় কিন্তু এক জাতীয় হইয়াও তাহারা পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। সর্ব্বদাই এক সম্প্রদায়স্থ মনুষ্য অন্য সম্প্রদায়স্থ মনুষ্যকে নির্য্যাতন করিতে যত্নপর। এদিকে আবার জ্ঞানবান ও উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া তাহাদের দম্ভ অহঙ্কারও আছে। ইহা হাস্যকর নহে কি? আমরা এক জাতীয় পশু পক্ষিগণের উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নাই কিন্তু এক জাতীয় মনুষ্য মধ্যে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আছে। ইহা জ্ঞানের ব্যভিচারই বলিতে হইবে।

জন্ম মৃত্যু মনুষ্যের যেমন আছে আমাদেরও তেমন আছে। মনুষ্যগণ কি আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়ের অতীত? তবে আমরা নিন্দিত কেন? মনুষ্যগণের আহার, নিদ্রা, মৈথুন ভয়ের কৃত্রিমতা আছে আমাদের কৃত্রিমতা নাই, ইহাই কি নিন্দার বিষয়? রোগ সকল জীবের আছে। আমরা স্বকৃত উপায়ে রোগ হইতে নিরাময় হই। মনুষ্য কৃত্রিম উপায়ে অন্যের সাহায্যে নিরাময় হইতে চেষ্টা করে, ইহাতে আমরা নিন্দিত না—মনুষ্য নিন্দিত? পশু পক্ষিগণের ঐ সকল উক্তির সদুত্তর কি?

মনুষ্য জীবগণ পরস্পর ভাই বটে কিন্তু তাহা তাহারা অস্বীকার করিয়া একে অন্যকে নীচ জাত বলিয়া বোধনা করে, ইহাপেক্ষা অধিক ব্যভিচার আর কি হইতে পারে! এক পশু স্বজাতীয় অন্য পশুকে নীচ বা এক পক্ষী স্বজাতীয় অন্য পক্ষীকে নীচ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি কি?

পশুগণের উক্তি পশুগণ বুঝিতে পারে। পক্ষিগণের উক্তি পক্ষিগণ বুঝিতে পারে, তদ্রূপ আচরণ করে। ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। দলস্থ হস্তী একটি যেদিকে যায় অন্য হস্তিগণ তাহার অনুগামী হয়। ঝাঁকের পক্ষী একটী যেদিকে উড়িয়া যায় অন্য সবগুলি সে দিকে যায়। ইহা পশু পক্ষীদের জ্ঞানের ও সহানুভূতির কর্ম্ম নহে কি? পশু পক্ষীদের আত্মীয়গণের মৃত্যু শোকও আছে, পশুর ঘ্রাণ লওয়া ও অশ্রুপাত এবং পক্ষীর কলরব তাহা প্রমাণ করিতেছে। প্রতিহিংসা বৃত্তি ও পশুপক্ষীতে বিদ্যমান আছে। পশু পক্ষিগণের পূর্ব্বোক্ত চারিটির সঙ্গে শোক, সহানুভূতি, প্রতিহিংসাবৃত্তি, ক্রোধ যোগ করিলে আটটি হয়। পশু পক্ষীর লড়াই বা যুদ্ধ অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; ক্রোধের উদ্রেক না হইলে লড়াই হয় না। আত্ম মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পশু পক্ষিগণ লড়িয়া থাকে। আত্মরক্ষায় সতর্কতা ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ পশু পক্ষিগণের মধ্যে আছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাপেক্ষা বহু গুণে পশু পক্ষিগণের গুণ বর্ণনা করিয়া সাধারণের মনাকর্ষণে সক্ষম হইবেন।

মনুষ্যগণ আতুরে সন্তানকে যেরূপে প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করে পশু পক্ষিগণ ও করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ প্রত্যুপকার প্রয়াসী পশু পক্ষিগণ তাহা প্রত্যাশা করে না। তাহারা মনুষ্যগণের মতন স্বার্থবান নহে। পশু পক্ষিগণের মনে যে নিঃস্বার্থ স্নেহ আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি?

নানা কারণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে—ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য সকল জীব স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। মনুষ্য কৃত্রিম উপায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অন্য জীব ঈশ্বরাদিষ্ট পথে বিচরণ করে আর মনুষ্য তাহার ব্যভিচারী। মনুষ্যগণ বলিবে আমরা জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সান্নিধ্য লাভে সক্ষম। পশু পক্ষিগণ যে ঈশ্বরের উপাসনা করে না তাহা কে বলিল? পক্ষিগণের প্রাভাতিক কলরব ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন নহে কি? তৎপরই ত নানাদিকে আহার অন্বেষণে ধাবিত হয়।

মনুষ্যগণের ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী একরূপ নহে—অসংখ্য। পশু পক্ষীর সেরূপ অসংখ্য প্রণালী নহে কে বলিল? মনুষ্যগণ পশু পক্ষীর ভাষা বুঝিবার অক্ষম। এমতাবস্থায় তাহাদের কার্য্য কলাপের কিরূপ ধারণা পোষণ ও প্রচার করা ভ্রমাত্মক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য একে অন্যের ভাষা বুঝা দায়, তা বলিয়া এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে পশু সদৃশ মনে করা উচিত কি? পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দেও, এক ভারতবর্ষেই ত নানাস্থানে নানান ভাষা। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দেও এক বঙ্গদেশেই ভূষি অঞ্চলে, পার্ব্বত্যাঞ্চলে কত কত পৃথক ভাষা ভাষী মনুষ্য আছে। এক ভাষা ভাষী একাচারী মানুষের ভাষা অন্য ভাষা ভাষীর আচার ব্যবহার সমস্তই নিন্দনীয়।

পশু পক্ষী যদি প্রবন্ধ প্রচার করিতে পারিত তাহারা প্রকাশ করিত যে পৃথিবীস্থ নরগণ মানুষ হইয়াও একাচারী এক ধর্ম্মী নহে। তাহারা স্বভাবের উপর নির্ভর করে না। তাহাদের যে সব গুণ আছে তাহা ব্যভিচারে পরিণত করিয়া ভগবানের আদেশ অমান্য করত নিরয়গামী হইতেছে। আমরা ঈশ্বরদত্ত গুণ স্থিরতর রাখিয়া ব্যভিচার বর্জ্জিত হইয়া কালযাপন করিতেছি। অতএব আমরা ভগবানের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জীব। আমরা ব্যভিচারহীন সংযমের দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিব। মনুষ্যগণের শিক্ষার জন্যই ভগবান আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। পশু পক্ষী হইতে গুণ গ্রহণের বিধান আছে।

"বহ্বাশি সন্ন সন্তুষ্টাঃ সুনিদ্রা শীঘ্র চেতন।
প্রভুভক্তশ্চ সুরশ্চ জ্ঞাতব্যাষটগুণোগুণাঃ।"
"সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্‌গুণ স্ত্রীনি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেতে চত্বার কুক্কুরাদপি।"

আমরা পশু জাতির নাম সংযোজিত করিয়াই মানুষ গৌরবান্বিত হয়। যথা নরসিংহ, নরব্যাঘ্র, নরপুঙ্গব ইত্যাদি। আমরা ব্যভিচার বর্জ্জিত গুণরাশীতে অলঙ্কৃত অতএব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। পশু পক্ষিগণ প্রবন্ধ প্রচার করিতে পারে না বটে কিন্তু তাহাদের ভাষা আছে, আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের ভাষায় তাহাদের মধ্যে মনুষ্য ব্যভিচার কাহিনী প্রচার করে কিনা মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। অল্পদিন হইল কলিকাতায় কষাইখানায় যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা সকলে স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারেন।

মনুষ্য জাতির উচ্চ নীচত্বের কথা বলা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে বড় ছোট শারীরিক বলে বা আয়তনে নহে। শ্বেতবর্ণ গোলাকার "টাকা" নামক একটী পদার্থ আছে। টাকা ঈশ্বরদত্ত নহে। মানুষের প্রস্তুত। সকল মনুষ্য টাকা করিতে পারে না। প্রস্তুত করিলে অপরাধী হয় ও শাস্তি হয়। এই ব্যবস্থা ও কৃত্রিমের উপর কৃত্রিম। স্বাভাবিক কিছুই নাই। এই টাকা নামক পদার্থ যাহার অধিক আছে সে বড়, যাহার অল্প আছে বা নাই সে ছোট। না থাকিলে ছোট অপেক্ষা ও ছোট নগণ্য। মানুষের অনেক গুলি নাম আছে তাহার অন্যতম লোক। টাকা দ্বারা বড়লোক ছোটলোক আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই টাকা দ্বারা ব্যভিচারের পথ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ভবিষ্যতে মনুষ্য জাতি ব্যভিচার স্রোত ভাসিয়া যাহা কিঞ্চিৎ গুণের অংশ বর্ত্তমানে আছে তাহাও লুপ্ত হইবে। এখন হইতেই তাহার সূচনা দৃষ্ট হইতেছে। বড়লোকেরা যত কুকার্য্য যত ব্যভিচার করুন না কেন তাহা ধর্ত্তব্য নহে। টাকার আর একটি নাম আছে—সেই নাম "ধন"। মনুষ্যগণ রচনা করিয়া রাখিলেন।

"ব্রহ্মহাপি নরপূজ্য যস্যাস্তে বিপুলং ধনং,
শূদ্রোপ্যস্তল্য বংশোঽপি নির্দ্ধনপরিভূয়তে।"

পূর্ব্ব রচিত বচনের বর্ত্তমানকালে ব্যবহার হইতেছে। দিনের পর দিন গুণের হ্রাস ব্যভিচারের বৃদ্ধি হইতেছে। ভবিষ্যতে ব্যভিচার ভিন্ন মনুষ্য জীবের আর কিছুই থাকিবে না।

মনুষ্য জাতির গুণের হ্রাস ব্যভিচারের বৃদ্ধি হইবে বটে তবুও তাহারা অন্য সৃষ্ট জীব হইতে জ্ঞানী বলিয়া অহঙ্কার বিস্তার করিতে ছাড়িবে না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ কায়স্থ সংঘর্ষ মনুষ্যোক্তির ও পশু পক্ষিগণের উক্তির একটি অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ জাতি বলেন— আমরা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম কিছুই করিব না, অপরন্তু আহারে ব্যবহারে অহরহঃ ব্যভিচার করিব, তথাপি ব্রাহ্মণই থাকিব। ধাতাদেশ শাস্ত্রাদেশ পূর্ব্ব পুরুষীয় ধারা কিছুই মান্য করিব না তথাপি ব্রাহ্মণই থাকিব। অন্য জাতি আমাদিগকে অব্রাহ্মণ বলিতে পারিবে না। ভবিষ্যতে কুকার্য্য করিব না বলিলেই আমার ব্রাহ্মণ জাতিত্ব স্থিরতর থাকিবে। পুনঃ পুনঃ কুকার্য্য করিব ও পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বলিব তথাপি ব্রাহ্মণ থাকিব।

কায়স্থ জাতি বলেন—কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকলেই হইতে পারে। আমাদের কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই বলিয়া তোমরা বলিবার কে? বলিলে সে কথা শুনিব কেন? শুনিলেও গ্রাহ্য করিব কেন? ভগবানের রাজ্য কাহারো কিছু এক চেটিয়া নাই। কর্ম্ম গুণে উচ্চতা লাভ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কর্ম্মের সহিত জন্মের কোন সম্বন্ধ নাই। সেরূপ থাকিলে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমান কলিকালে অসংখ্য অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না।

সুধি পাঠক পাঠিকাগণ মানুষের উক্তি মানুষের গুণ ও ব্যভিচার এবং পশু পক্ষিগণের উক্তি ও স্বাভাবিক ব্যভিচার নিরপেক্ষভাবে বিচার করত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস

কল্পনার প্রসার

(বাজু-সমাজ প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

(ক)

পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'কায়স্থ-সমাজ' পত্রে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহমজুমদার মহোদয় লিখিত 'বাজু-সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ আহ্লাদের সহিত পাঠ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত গুহ মজুমদার মহোদয় স্বগ্রামের নষ্ট ইতিবৃত্ত উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়া শ্রীবাড়ীবাসী সকলেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তবে স্ববংশের প্রতি পক্ষপাতমূলে স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপ করিতেছেন তাহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গুহমজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে দত্তরায় বংশের উল্লেখ করিয়াছেন বর্ত্তমান প্রতিবাদ লেখক সেই বংশের একজন দীনতম সন্তান।

শ্রীবাড়ী গ্রামের যে তিনটি কায়স্থ-বংশের বসতি আছে, তন্মধ্যে গুহ-

মজুমদার মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণই যে প্রাচীনতম তাহা স্বীকৃত। আমার পূর্ব্বপুরুষ ৺ যাদবরাম দত্তের পুত্র ৺ রঘুনাথ দত্তের নিকট কন্যাদান করিয়া গুহমজুমদার মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ ৺ বলরাম গুহ তাঁহাকে মাসতাড়ায় স্থাপিত করেন এবং বসুমজুমদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলরামের পৌত্রীর পাণিপীড়নান্তে এইভাবে স্থাপিত হন তাহা স্বীকার করিতেছি। আমাদের বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজের প্রাচীন রীতি ছিল—কন্যাকে সবংশজ পাত্রে দান করা। যদি গুহমজুমদার বংশীয়গণ বিশিষ্ট ভদ্র লোক হন—এ বিষয়ে বোধ হয় কেহ তর্ক উপস্থিত করিবেন না—তবে ইহা বিশ্বাস করা যায় না যে বলরাম বা সুবুদ্ধি খাঁর ন্যায় অবস্থাপালী প্রতিপত্তিশালী লোক যাহার তাহার নিকট ভূমিদান সহ কন্যাদান করিয়াছিলেন। গুহমজুমদার মহাশয় এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, যাহাতে প্রকৃত তথ্য যিনি জানেন না তিনি মনে করিবেন যে রঘুনাথকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া বলরাম ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা বংশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, কারণ এই বংশ সম্বন্ধে বাজুসমাজের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিই জ্ঞাতসার।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি 'শ্রীবাড়ী' গ্রামের নামটীর ইতিবৃত্তি আলোচনা করিব। গুহমজুমদার মহাশয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহা প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না।

জামাতা রঘুনাথকে বলরাম গুহ মাসতাড়া গ্রামের ছয়পণ ভূমি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই পৃথক ভূমি নবাবী আমলেই খারিজ হইয়া পৃথক্ তালুকে পরিণত হয়। ঐ তালুক রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবল্লভ দত্তচৌধুরীর নামে বন্দোবস্ত হয় এবং মাসতাড়ার ঐ অংশের নাম শ্রীবল্লভের নামানুসারেই শ্রীবাটী বা শ্রীবাড়ী নাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীবল্লভের পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার পরলোক গমনের কয়েক বৎসর পরে দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তখনও পূর্ব্বপুরুষের নাম জাগরূক রাখার জন্য তালুক তাঁহারই নামে রাখা হয়। আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ হরগোবিন্দ রায়ের সময় হয় কিন্তু শ্রীবল্লভের নাম লোপ করার প্রবৃত্তি তাঁহার ভ্রাতাদিগের অধস্তন পুরুষদিগের ছিল না। দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে গুহমজুমদার মহোদয়গণ পরগণে সুলতানপ্রতাপ ১০৬৫ নং তালুক বনামে শ্রীবল্লভ দত্তচৌধুরীর অধীন মৌজা শ্রীবাড়ীর

উল্লেখ দেখিয়া থাকিবেন। ঐ কাগজে তাঁহার বংশের অধিকৃত ভূমিকে 'মাসতাড়া' ও বসুমজুমদারদিগের ভদ্রাসনকে 'মাধববাড়ী' নামেই বর্ণনা করা আছে। মুল মাসতাড়া ভাঙ্গিয়াই এই তিন মৌজার সৃষ্টি হয়। থাকের কাগজেও 'মাসতাড়া', 'মাধববাড়ী' এবং 'শ্রীবাড়ী' তিনটি পৃথক্ মৌজা। দত্তরায়গণের অধিকৃত ভূমিই শ্রীবাড়ী নামে, বসুমজুমদারদিগের বসতবাটী মাধববাড়ী নামে এবং গুহমজুমদারদিগের অধিকৃত ভূমি মাসতাড়া নামে এই সকল কাগজে বর্ণিত আছে। শ্রীবাড়ীর তিলমাত্র ভূমিরও অপর দুই বংশের মালিক থাকা দেখা যায় না। এই দলিল প্রমাণ অবহেলা করিয়া গুহমজুমদার মহাশয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন? সাহাজাহাপুরের জমিদারদিগের বসতি বলিয়া শ্রীবাড়ীকে সাহাজাহাপুর বলে ইহা সত্য। কিন্তু সাহাজাহাপুর একটি স্বতন্ত্র পরগণা এবং শ্রীবাড়ী মৌজার কোন ভূমি ঐ পরগণার অন্তর্গত নহে। এইভাবে তর্পে অমপুরের জমিদারদিগের বসতি মাধববাড়ীকেও লোকে 'অম্রপুর' বলে—কিন্তু তাহাতে দশসালা ও থাক বন্দোবস্তের প্রমাণ পণ্ড হয় না।

গুহমজুমদার মহাশয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই সমগ্র গ্রামটিকে লোকে শ্রীবাড়ী বলে কেন। ইহার একমাত্র কারণ গুহমজুমদারগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়েন এবং দত্তরায়গণ ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়েন। মাধববাড়ীর ভূমির, ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য, পক্ষান্তরে থাকের সময় শ্রীবাড়ী সমগ্র গ্রামে প্রায় দ্বিতৃতীয়াংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে পরিতাপের বিষয় নাই। এক্ষণে দত্তরায়গণের যশঃপ্রভাও ম্লান হইয়া আসিতেছে আবার গুহবংশে কোন কৃতী ব্যক্তি জন্মিলে মাসতাড়া নাম জাগিয়া উঠিবে। তখন আর পরের খ্যাতি অপহরণ করার উদ্যম দৃষ্ট হইবে না।

এই স্থলে আমি উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যে, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ নবাবী আমলে কেবল সাহাজাহাপুর নহে আরও ৩।৪টি পরগণার মালিক হইয়া উঠেন। আরগুলি ক্রমশঃ হস্তচ্যুত হইয়া সাহাজাহাপুরই অবশিষ্ট থাকে। অপর ৩।৪টি পরগণা মধ্যে বর্ত্তমান পাবনার অন্তর্গত ঈশাখাঁবাদ পরগণা কিরূপে হস্তান্তরে যায় তাহার একটি সুন্দর কাহিনী আমার জানা আছে। গুহমজুমদার মহাশয় জানিতে চাহিলে জানাইতে পারি।

অপর, আমাদের গোত্র সম্বন্ধে গুহমজুমদার মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছেন

কেন জানি না। যখন তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের গোত্রের নাম 'অগ্নিবেশ্য' লিখিয়াছেন, তখন সংস্কৃতানভিজ্ঞ পুরোহিত বা জ্ঞাতি যে 'অগ্নিকাশ্যপ' বা 'অগ্নিবাৎস্য' বলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি ত জানি, আমার গোত্রের নাম 'অগ্নিবেশ্য।' কায়স্থের গোত্রেতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে আমরা যে অগ্নিবেশের পিতা দেবদত্তের বংশধর নহি তাহা নিঃসংশয়ে কিরূপে বলা যায়? আমার পুরোহিতের নিকট অনুসন্ধান করিলেও গুহমহাশয় জানিতে পারিবেন যে, আমার পরিবারে বিবাহাদি ব্যাপারে কয়েকটি ক্ষত্রিয়াচার প্রচলিত আছে—যাহা নিকটস্থ কোন কায়স্থ পরিবারে দৃষ্ট হয় না। আমার জ্ঞাতিগণ শ্রীবাড়ী ব্যতীত বরিশালের কুশদল ও আমড়াজুড়ী এবং ঢাকার রাজখাড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। তাঁহারা সমাজে সুপরিচিত। এই বংশে বহু দিক্‌পাল জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গুহমজুমদার মহাশয় যদি কিছু জানিতে চাহেন তবে জানাইতে পারি। তবে পরের গুণ দেখিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। পাবনার কোন স্থানে আমাদের কোন জ্ঞাতি আছেন বলিয়া কখনও শুনি নাই। আমার নিকট ২৬ পুরুষের বংশ পত্রিকা আছে তাহাতে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাই নাই। আশা করি গুহমজুমদার মহাশয়ের ভবিষ্যৎ রচনা একদেশ দর্শিতা দোষে দুষ্ট হইবে না।

শ্রীঅমরনাথ রায়।

(খ)

এই পত্রিকায় 'বাজু-সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে, দেখিয়া সুখী হইলাম কিন্তু স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সম্ভবতঃ লেখক প্রমাণ না পাইয়া কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীবাড়ী গ্রামে লেখকের ন্যায় আরও একজন মানিকগঞ্জ উপবিভাগের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার নিকট বহু বহু পুথী ও দলিল (দলিলগুলি আদালত কর্ত্তৃক তস্‌দিক করা) সংগৃহীত আছে। তাহা বোধ হয় প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর নয়নগোচর হয় নাই, কারণ তাঁহারা উভয়েরই অহিনকুল সম্বন্ধ। আমরা আশা করি উক্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া উভয়ের ঐতিহাসিক উপকরণ মিলাইয়া উদার হৃদয়ে বিচার করিয়া মানিকগঞ্জ মহকুমা বা বাজু সমাজের ঐতিহাসিক

প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করা উচিত, নচেৎ, উভয়ে সাধারণে হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা।

লেখক লিখিয়াছেন, "শ্রীবাড়ীর 'শ্রী' কাড়াকাড়ি করিয়া বহু লোকে নিয়া নিজ নিজ গ্রামের নামের সহিত সংযোগ করিয়া লইয়াছেন।"

তাহা নহে, প্রভাতের নির্ম্মল আকাশে তরুণ অরুণ দেখা দিলে চারি দিকে আপনি তাহার জ্যোতিঃ ফুটিয়া ওঠে, শ্রীও সেইরূপ সুসময়ের সঙ্গে আপনিই ফুটিয়া ওঠে। নারশ্রী গ্রামের বন্দর নামক স্থান এককালে ঐ অঞ্চলের নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বন্দরের ঘাটে অগণ্য পণ্যবাহী নৌকায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, খালিসা-মহম্মদপুরের জমীদার মধুরায়ের অতুল বীরত্ব ও ঐশ্বর্য্যে বাজু বা রাজরাট প্রদেশ স্তম্ভিত হইত। তাহার নাওয়ারা সৈন্যের নৌবহরের অপূর্ব্ব শ্রী হইতেই যে নৌ-শ্রী নামের উদ্ভব হইয়াছিল বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই নৌ-শ্রী হইতে নাওশ্রী এবং তাহা হইতেই নাওছিরী বা নার্‌চি নারচি নামে পরিণত হইয়াছে। এমত অবস্থায় নারশ্রী শ্রীবাড়ীর শ্রী হরণ করিল কিরূপে?

খলসীর চন্দনপ্রতাপের বিনোদ রায় প্রভৃতি একত্র মিলিত হইয়া সার্ব্বভৌম সঙ্ঘ নামে এক জমিদার সঙ্ঘ গঠন করিয়া দেশকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শ্রীবাড়ীর রাধামাধব বসু জমিদারী পাওয়ার লোভে ইস্‌লাম খাঁর নফর হইয়া কাষ্ট-সাগড়ী দুর্গের সন্নিকটে সম্মুখ যুদ্ধে মধুরায়ের পুত্র বীর বালক রঘুনাথকে হত্যা করিয়াছিলেন। পুত্র হন্তারকের গ্রামের নামানুকরণ কথা কতদূর সত্য আমরা বুঝিতে পারি না। এ সব কথা যদি লেখক প্রিয়নাথ বাবু অস্বীকার করেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীবাড়ীর মোক্তবের শিক্ষক স্বর্গীয় সরিয়ৎ উল্লার রোজনামচায় ও ঐ মোক্তবের পরবর্ত্তী শিক্ষক ৺মুন্সী তরিপ উল্লার হস্তলিখিত "রাজরাটে ইস্‌লাম খাঁ।" গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থমালা শ্রীবাড়ী গ্রামের অত্রপুর জমিদার গৃহের বড় হিস্যার বড় তরফে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

তাঁহার (প্রিয়নাথ বাবুর) প্রবন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন—তাহার পূর্ব্বপুরুষ উগ্রকণ্ঠ গুহ শ্রীবাড়ী (মাসতাড়া) গ্রামে প্রথম বাস স্থান নির্ম্মান করেন, তৎপূর্ব্বে আর লোকালয় ছিল না। বাড়ী গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে নিয়োগীবাড়ী নামক মাঠের মধ্যে ইষ্টকালয়ের চিহ্ন

অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ চিহ্নের সন্নিকটে খনন করায় ৮ ফুট মাটীর নীচে একটী ইষ্টক গৃহের ছাঁদ দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার ইষ্টকসমূহ ১৩৯৭ সনে অম্রপুরের বড়হিস্যার বড়তরফের জমিদার স্বর্গীয় শ্যামাচরণ গুহমজুমদার উত্তোলন করাইয়া লইয়া গিয়া আপন গৃহের সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত ইষ্টকসমূহ মধ্যে একখানা ইষ্টকে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ছিল। তাহা অদ্যাপি উক্ত জমিদার গৃহে আছে। প্রিয়নাথ বাবু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবেন। এই সব হর্ম্ম্যাবলী কি উগ্রকণ্ঠ গুহের পরবর্ত্তী?

শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু।

নিমন্ত্রণ-প্রথা

আজকাল কলিকাতায় প্রথা হইয়াছে বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করা। কলিকাতার ত এই বটেই, মফঃস্বলেও কলিকাতার অনুকরণে এইরূপই প্রচলিত হইতেছে। নিমন্ত্রণ আবার যে সে করিলে হইবে না, যে বাড়ীতে ক্রিয়া সেই পরিবারস্থ কেহ গিয়া করা চাই। মেয়েদের নিমন্ত্রণের প্রথা আরও সুন্দর। বাড়ীর গৃহিণী গিয়া নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে তবেই নিমন্ত্রিত বাড়ীতে গৃহিণী যাইবেন, বধূ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে বধূ যাইবেন, ছোট মেয়ে নিমন্ত্রণ করিলে ছোট মেয়েই যাইবে।

আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কলিকাতার সকল প্রথাই সুন্দর মনে করিতে পারি না। আমরা কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি যে, শুধু দ্বারবান বা চাকরকে দিয়া নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেই যে হইত তাহা নয়, পত্র না পাঠাইয়া শুধু মুখে নিমন্ত্রণ করিলে গ্রাহ্য হইত না। কেবল নিজ পাড়ায় পরিবারস্থ কেহ একজন নিমন্ত্রণ করিত, সেই আবার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিত।

কলিকাতার ব্যবস্থা এই যে কাজ কর্ম্মের সময় বাড়ীতে যদিও কার্য্যাধিক্য বশতঃ সকলেরই নানারূপ কার্য্য থাকে, তত্রাচ ২৪ জন নিমন্ত্রণ করিতে

থাকিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য যথেষ্ট গাড়ীভাড়া ব্যয় করিতে হইবে; যাহারা নিমন্ত্রণ করিবে, তাহাদের প্রাণান্ত হইবে। এই প্রথা কি আত্মীয়তার লক্ষণ নয়?

সামাজিক সকল নিয়মই আজকাল শিথিল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এ নিয়মটী দিন দিন যেন দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন ডাক (postal system) ছিল না, তখন দূরতরস্থানে দ্বারবান বা চাকর দিয়া নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা অবশ্যই প্রচলিত হয়। আজকাল ডাকে সকল কার্য্যই হয়, নিমন্ত্রণ কেন যে হইবে না বুঝিতে পারা যায় না।

নিমন্ত্রণের কারণ হইলেই সকলেই যেন শত্রু হইয়া দাঁড়ান—তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া আহ্বান না করিলে কেহ যাইবেন না। আমরাই ত মনে করি বিবাহ শ্রাদ্ধাদির সময় খবর পাইলেই সকলের আপনা হইতে সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য এবং নিকটআত্মীয় কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ না হইলেও কাজ কর্ম্মে উপস্থিত হওয়া সমীচীন।

আবার অন্য দিকে ব্যবস্থা দেখুন। আজকাল নিমন্ত্রণের ব্যাপার কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য তাহা ত' সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সীমা নাই। জাত অজাত, জানা অজানাকে অবাধে নিমন্ত্রণ করিয়াত' দিলাম। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বা তাহার কেহ আমার বাড়ীতে আসিল, আমি হয়ত চিনিলামই না, তাহার অভ্যর্থনাটা অমনি টানা সাবটা হইল, কি না হইল ঠিক নাই। একটানা সকলকে মালা দিলাম ও খাইতে বলিলাম, তাহলেই যথেষ্ট হইল—যেন বাড়ীতে খাইতে পায় না—খাওয়াইলেই হইল। আমি বরপক্ষের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলাম, অথবা আমার সঙ্গে কোন নূতন লোককে লইয়া গেলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া কাহারও সহিত তাহার পরিচয় করাইয়াও দিলাম না। হইল এই;—নিমন্ত্রিতের বা সঙ্গীয় ভদ্রলোকটীর যথাযোগ্য সম্মান করা হইল না—কিন্তু বড়লোকদের আদর হইল, কেননা সকলেই তাঁহাদের চেনে। তবে নিমন্ত্রণ কিসের জন্য?

এই নিমন্ত্রণ প্রথার কারণ কি?

আমি ত যতদূর বুঝিতে পারি, কারণ দুইটি। অবাধে নিমন্ত্রণের কারণ অর্থব্যয়ের প্রতি চিন্তাহীনতা। বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ প্রথার কারণ সৌহার্দ্দ ও আত্মীয়তার অভাব। এই অভাব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপের আলোচ্য বিষয় মধ্যে এটিও বিবেচ্য।

এখন প্রতিকার কি? প্রতিকার অতি সহজ। সামান্য চিন্তা ও সংকীর্ণতার ত্যাগ। আমরা কথায় কথায় বলি "বাপ পিতামহ যাহা করিয়াছেন, ছাড়ি কি ক'রে?" "চিরকাল এই হইয়া আসিতেছে" ইত্যাদি। ভাবিয়া দেখুন এই প্রথা কত দিনের। আরও ভাবিয়া দেখুন প্রতিকার হইলে লাভ কি অলাভ। সত্যের অনুরোধে, অপ্রিয় হইলেও আর একটি ভাবিয়া দেখুন দেখি। বাপ পিতামহের দোহাই ত অনেকই দেওয়া হয়, কিন্তু মদ্যপান বা মুসলমান স্পৃষ্ট ও অখাদ্য ভোজন কিম্বা অযথা স্ত্রীসংসর্গ কি বাপ পিতামহের সময় অবাধে চলিত? সামাজিক কার্য্যে জাত বেজাত সকলকে নিমন্ত্রণ চলিত? সকল জাত মিলিয়া পঙ্‌ক্তি ভোজন চলিত?

শ্রীশশিভূষণ মিত্রবর্ম্মা।

বর্ণসাঙ্কর্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

মহর্ষি গৌতমের সংহিতায় মনু, বৌধায়ন এবং বেদব্যাস কথিত নিয়মের কিঞ্চিৎ অনৈক্য লক্ষিত হয়। অব্যবহিত নিম্নবর্ণের পত্নী হইতে উৎপন্ন পুত্রকন্যার জাতি যে দ্বিজ পিতার সমান হইত, তাহা মনু ও বৌধায়ন হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে। গৌতমের সংহিতায় সমাজের যে অবস্থায় ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ পুত্রকন্যার সামাজিক সম্মান কমিতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার নিজের মতে অব্যবহিত নিম্নবর্ণের পত্নীর গর্ভজাত পুত্রেরা দ্বিজ জনকের সবর্ণই হইবে কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা তৎসম্বন্ধে ভিন্নরূপ মনে করিতেন; তাই তিনি প্রথমতঃ নিজের মত বলিয়া পরে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নীর পুত্রকে 'মূর্ধাবসিক্ত', ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে "মাহিষ্য" এবং বৈশ্যের" শূদ্রাস্ত্রীর পুত্রকে "করণ" এবং মনুক্ত "অম্বষ্ঠ" এবং "উগ্রের" যথাক্রমে "ভৃজ্যকণ্টক" এবং

"যবন" নাম—অপরে বলিয়া থাকেন, লিখিয়াছেন। অনুলোমানন্তরৈকান্তর-ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণামম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ। ব্রাহ্মণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনুপূর্ব্যাদ্ ব্রাহ্মণ-সূতমাগধচাণ্ডালান্ তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মূর্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয় ধীবর পুক্কশান্ তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্যকণ্টকমাহিষ্যবৈশ্যবৈদেহান্ তেভ্যএব পারশবযবনকরণশূদ্রান্ শূদ্রেভ্যেকে।" (চতুর্থ অধ্যায়)।

এইরূপ ক্রমশঃ অন্তরজাত পুত্রকন্যাগণের অবনতি এবং নামকরণ হইল। তাহার পরই ব্যবস্থা হইল যে দ্বিজগণের সবর্ণাভার্য্যা হইতে যে সকল সন্তানের উৎপত্তি তাহারাই জনকের সজাতি হইবে;—"সবর্ণেভ্যসবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ ॥৯০॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়। এবং তাঁহাদের অনুলোম বিবাহজাত সন্তান (অনন্তর, একান্তর অথবা ব্যন্তর যাহাই হউক না) তাহাদিগের মাতার জাতি প্রাপ্ত হইবে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ॥২॥" (বিষ্ণুসংহিতা, ষোড়শ অধ্যায়) সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় মনুসংহিতায় লিখিত হইল যে "দ্বিজগণের সজাতীয় এবং অনন্তর জাতীয় স্ত্রী হইতে উৎপন্ন ছয়জন পুত্র দ্বিজবর্ণা হইবে এবং অপধ্বংসজগণ সকলই শূদ্রবর্ণী হইবে;—"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ। শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥১০।৪১॥ এই অপধ্বংসজ যে কে কে, তাহার কোন ব্যাখ্যা মনুমহারাজ স্পষ্ট বলেই নাই।

মনুসংহিতার মতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা পত্নীতে এবং বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-বর্ণের হইত বলিয়া তাহাদের পৃথক কোন নামকরণ এবং বৃত্তির ব্যবস্থা হয় নাই। এই নাম অথবা বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে মনুমহারাজের ভুল হয় নাই। মনুমহারাজের মতে ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে দুই জন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভে দুই জন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত এক জন, বৈশ্যের সবর্ণা ও শূদ্রা দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই জন এই তিন জন বৈশ্য—অর্থাৎ তিন বর্ণ দ্বিজের সবর্ণা ও অনুলোম বিবাহে মোট সাতজন দ্বিজধর্ম্মী হওয়া উচিত এবং প্রথমে তাহাই ছিল;—পরে অনুলোমজাত সন্তানগণ মাতার জাতি পাইবার ব্যবস্থা হওয়ায়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের (মূর্ধাবসিক্ত) এবং বৈশ্য (অম্বষ্ঠ) এই তিন,* ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়

* অম্বষ্ঠের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল; ভাষ্যকার টীকাকার প্রভৃতিরও সন্দেহ ছিল। কেহ কেহ তাই অম্বষ্ঠ ত্যাগ করিয়া 'করণ'কে দ্বিজধর্ম্মী বলিয়া ছয় সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন।

এবং বৈশ্য (মাহিষ্য) এই দুই এবং বৈশ্যের কেবল সবর্ণাজাত বৈশ্যা পুত্র এক, এই ছয় জন দ্বিজ রহিয়া গেল এবং শূদ্রমাতৃক বৈশ্যপুত্র (করণ অথবা রথকার) শূদ্র বলিয়া পরিত্যক্ত হইল হইল। এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ১, ক্ষত্রিয় ২ এবং বৈশ্য ৩ মোট এই ছয়জন দ্বিজ বলিয়া গৃহীত হইল কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বর্ণ যথাক্রমে (পিতৃবর্ণ) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে (মাতৃবর্ণে) ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্বে অবনত হইল "বৌধায়নসূত্রে আবার বৈশ্যশূদ্রাপ্রভবকে "রথকার" বলা হইয়াছে, যাজ্ঞবল্ক্যে তাহাকেই করণ এবং মাহিষ্য পিতা ও করণী মাতার পুত্রকে "রথকার" বলা হইয়াছে (৯৫ অধ্যায়) মিতাক্ষরাধৃত শঙ্খ-বচনে এবং মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে রথকারের যজনাধিকার অথবা দ্বিজত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে প্রথম হইতেই শূদ্রাপুত্র (ব্রাহ্মণ পিতা হইতে) নিষাদ অথবা পারশব, ইহা (ক্ষত্রিয় পিতা হইতে) উগ্র শূদ্রবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এক্ষণে বৈশ্য পিতা হইতে উৎপন্ন (করণ) সন্তান ও শূদ্রবর্ণ মধ্যেই অবনত হইয়া গেল। পরে আমরা দেখিব যে অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যবর্ণ হইতে শূদ্রত্বে অবনত হইয়াছে। সমাজের যখন এই অবস্থা, তখন মনুসংহিতায় এই শ্লোকটি প্রবেশ করিল;—যথা শূদ্রের মধ্যে 'আর্ধিক', 'কুলমিত্র', 'গোপাল', 'দাস', 'নাপিত' এবং আত্মসমর্পণকারী এই কয় ব্যক্তির পক্কান্ন দ্বিজগণ ভক্ষণ করিতে পারেন।

"আর্ধিকঃ কুলমিত্রং চ গোপালদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৫৩॥" চতুর্থ অধ্যায়।

এই মর্মের শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (প্রথম অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোক), যমসংহিতায় (২০শ শ্লোক), ব্যাস-সংহিতায় (তৃতীয় অধ্যায়, ৫১, ৫২ম শ্লোক) এবং পরাশর সংহিতায় (একাদশ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক) পাওয়া যায়। এই শ্লোকের 'কুলমিত্র' শব্দে কুলক্রমাগত শূদ্রজাতীয় বন্ধু, কিন্তু অন্যান্য চারিটী শব্দ প্রথমে যৌগিক থাকিলেও পরে পারিভাষিক হইয়া গিয়াছিল। মনুসংহিতার ভাষ্য এবং বৃত্তিতে এই পরিভাষার উল্লেখ নাই এবং অনুবাদক মহাশয়গণ অথবা সম্পাদক কেহই তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। অথচ, মহর্ষি পরাশর 'আর্ধিক (আর্ধক), 'গোপাল', 'দাস' এবং 'নাপিতে'র স্পষ্ট পরিভাষা বাঁধিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে

শূদ্রকন্যার গর্ভে দুই প্রকার পুত্র জন্মে. পিতা যাহার সংস্কার করেন, তাহাকে 'দাস' এবং সেইরূপ সংস্কার যাহার না হয়, তাহাকে 'নাপিত' বলে। ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে জাত সন্তানকে 'গোপাল' বলে। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে জাত এবং পিতৃকর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'আর্ধক' বলিয়া থাকে। ইহাদের সকলের অন্ন দ্বিজগণ নিঃসংশয়ে ভোজন করিতে পারেন।

"দাস গোপালনাপিতকুলমিত্রার্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০॥
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥২১॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যা বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২২॥
বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ ॥২৩॥"
পরাশর-সংহিতা, একাদশ অধ্যায়।

মহর্ষি পরাশরের পরিভাষা অবশ্য নূতন;—মনু যাহাকে 'নিষাদ' এবং 'পারশব' বলিয়াছেন, পরাশর তাহাদিগকে 'দাস' ও 'নাপিত' এবং মনুক্ত 'উগ্র' এবং 'অম্বষ্ঠ'কে তিনি যথাক্রমে 'গোপাল' এবং 'আর্ধক' বলিয়াছেন। গৌতমের ধর্মশাস্ত্রে "শূদ্রগণের মধ্যে, পশুপাল, ক্ষেত্রকর্ষক, কুলসঙ্গতকার, বণিক এবং শিল্পীর অন্ন ভোজন করা যায়" বলিয়া ব্যবস্থা আছে। এখানেও দেখা যাইতেছে যে দ্বিজগণের গোপালক, কর্ষক, পিতৃপরিচারক এবং (দ্বিজগণের অধীন) শিল্পী ও বণিক্‌কে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে।

"শূদ্রাৎ পশুপালক্ষেত্রকর্ষককুলসঙ্গতকারপিতৃপরিচারকা ভোজ্যান্না বণিক্ চ শিল্পী"—(গৌতমধর্মশাস্ত্র, সপ্তদশ অধ্যায়) এবং তাহাদের অন্ন দ্বিজেরা ভোজন করিতে পারিতেন। ক্রমশঃ গোপালক এবং কর্ষকের 'জাতি' নির্দিষ্ট এবং তাহাদের উদ্ভবের পরিভাষা প্রস্তুত হইয়া গেলে সেই অবস্থার ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরাশরের নিজের বাক্যানুসারে মনু সত্যযুগের এবং গৌতম ত্রেতা যুগের ধর্মপ্রবর্তক এবং তিনি নিজে কলিযুগের ব্যবস্থাপক (প্রথম অধ্যায়, ২৩শ শ্লোক); অথচ বর্তমান (ভৃগুকথিত) মনুসংহিতা এবং গৌতম

ধর্মশাস্ত্রে উদ্ধৃত শ্লোক এবং বাক্যাংশ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অনুমান হয়, যে সমাজের অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে সংহিতা শাস্ত্রগুলির সংশোধন (Amendment) চলিয়াছিল। এখন আর মূল গ্রন্থ সংশোধনের চেষ্টা নাই, টীকা ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদির সাহায্যে তদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইতেছে।

পরাশরের ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ পিতার ক্ষত্রিয়াস্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র (মূর্ধাবসিক্ত) এবং ক্ষত্রিয়পিতার বৈশ্যাস্ত্রী গর্ভজাত সন্তানের (মাহিষ্য) শূদ্রত্ব ঘোষিত হয় নাই;—কিন্তু পরে তাহাও বুঝি বাকী রহিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ (খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দ) অমরসিংহ স্বকীয় বিখ্যাত কোষের শূদ্রবর্গে "চণ্ডাল হইতে অম্বষ্ঠ এবং করণাদি যাবতীয় মিশ্রবর্ণ সম্ভূত ব্যক্তিরই শূদ্রত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন। (অমরকোষ শূদ্রবর্গ) কেন কি জন্য জানিনা, তিনি "মূর্ধাবসিক্ত" শব্দটিকে তাঁহার কোষে স্থান দেন নাই এবং 'আভীর'কে বৈশ্যবর্গে 'গোপ' এবং 'গোপালে'র পর্যায়ে ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অমরের সময়ে 'মূর্ধাবসিক্ত' জাতির পৃথক্ অস্তিত্ব সমাজে ছিল না, তিনি ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বেমালুম মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। নানার্থবর্গে "মূর্ধাভিষিক্ত" শব্দ আছে, কিন্তু অমর তাহাকে ক্ষত্রিয়ের পর্যায়বাচী করিয়াছেন, যদিও কোন কোন টীকাকার ঐ অর্থ "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া প্রভব' জাতিবিশেষ" বলিয়াছেন। ফলতঃ 'মূর্ধাভিষিক্ত'—ক্ষত্রিয়ের পর্যায়,—উহার সহিত 'মূর্ধাবসিক্ত' শব্দের সম্পর্ক খুব অল্পই আছে; তবে লিপিকর প্রমাদবশতঃ অনেক সংহিতাতেই 'মূর্ধাবষিক্ত'ই লেখা আছে এবং 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্' ন্যায়ে তাহাই মুদ্রিত পুস্তকে ও ছাপার অক্ষরে উঠিয়াছে।

এইরূপে সমাজে বর্ণদ্বয়ের অনুলোম মিশ্রণে উৎপন্ন জাতিগুলি ক্রমশঃ শূদ্রবর্ণে অবনত এবং শূদ্রবর্ণ হইয়া পড়িলেন। আমাদের বর্তমান সমাজে শুদ্ধ অথবা 'জল আচরণীয়' কিংবা 'নবশাক' (নবসায়ক) নামে পরিচিত যে সকল জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উৎপত্তির মূল দ্বিজবর্ণের অনুলোম মিশ্রণ আছে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে আমরা প্রতিলোম এবং অন্যান্য মিশ্রিত জাতি সমূহের কথা বলিতেছি।

অনুলোম অব্যবহিত অথবা ব্যবহিত দুই মূলবর্ণের বিবাহ হইতে উৎপন্ন পুত্রকন্যাদিগের কথা বলিয়া মনুমহারাজ প্রতিলোমজ সংকরগণের কথা এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের পুরুষ হইতে

বিপ্রবর্ণের তিন, বৈশ্য এবং শূদ্রবর্ণের পুরুষ হইতে বৈশ্যবর্ণের এক,—এই ছয়জন 'অপসদ' (নিকৃষ্ট) বর্ণ সংকরের উৎপত্তি হইয়া থাকে।১০। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ-কন্যায় সূত, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণীতে যথাক্রমে মাগধ এবং বৈদেহ এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যকন্যায় আয়োগব, ক্ষত্রিয়-কন্যায় ক্ষত্তৃ (প্রথমার একবচনে ক্ষত্তা) ও ব্রাহ্মণ-কন্যায় মনুষ্যজাতির অধম চণ্ডাল—এই সকল (ছয়জন) বর্ণসঙ্করের জন্ম হইয়া থাকে। ১১-১২। শূদ্র হইতে প্রতিলোম আয়োগব। ক্ষত্তা এবং নরাধম চণ্ডাল এই তিন এবং বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে মাগধ, বৈদেহ ও ক্ষত্রিয় হইতে তদ্রূপ সূত এই তিন (মোটে ছয় জন) 'অপসদ' (নিকৃষ্ট) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৬-১৭। অনুলোমক্রমে একান্তরে যেরূপ অম্বষ্ঠ এবং উগ্র, প্রতিলোম ক্রমে তদ্রূপ একান্তরে ক্ষত্তা এবং বৈদেহের জন্ম হইয়া থাকে।১৩।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকোঽস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃস্মৃতাঃ ॥১০॥
ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতোভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্ মাগধ বৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥১১॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥১২॥
আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাঽধমোনৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ ॥১৬॥
বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ ॥১৭॥
একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃ বৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি ॥১৩॥"

আমাদের উধৃত প্রথমোক্ত দশম শ্লোকের ছয়জন 'অপসদ' লইয়া ভাষ্য-বৃত্তি এবং টীকাকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা এই ছয় জনকে অনুলোমজাত,অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত (মূর্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও নিষাদ বা পারশব) তিন, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রার সন্তান (মাহিষ্য এবং উগ্র) দুই এবং বৈশ্যের শূদ্রপুত্র (করণ) এক,—এই ছয়,—বলিয়া 'অপসদ' শব্দে 'অনু-লোমজাত' অর্থ করিয়াছেন। আমাদের মতে এই অর্থ মনুমহারাজের

সম্মত হইতে পারে না,—যেহেতু তিনি পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠশ্লোকে দ্বিজগণের অনন্তর অথবা অব্যবহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণের পিতার সদৃশ বলিয়া গিয়াছেন এবং অষ্টাবিংশতিতম শ্লোকে সেই উক্তির পুষ্টি করিয়াছেন। বৌধায়ন সূত্র এবং মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের উক্তি হইতে মনুমহারাজের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাও আমরা ইতঃপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে সেই মনুমহারাজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজাত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যশূদ্রা প্রভব বৈশ্য) অনন্তরবর্ণ জাত তিন জনকে কখনই "অপসদ" অর্থাৎ নীচ আখ্যা দিতে পারেন না। "অপসদ" শব্দের পর্য্যায় অমরসিংহ এবং অগ্নিপুরাণ (শূদ্রবর্গের ভিতর) 'বিবর্ণ' 'পামর' 'নীচ', 'প্রাকৃত', 'পৃথগ্‌জন, বিহীন, 'জাল্ম' 'ক্ষুল্লক' এবং 'ইতর' বলিয়াছেন। "অপসদ" শব্দে মনু কোথায়ও "অনুলোমজ" ব্যাখ্যা দেন নাই;—বরংচ আমদের উধৃত ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে শূদ্র হইতে তিন, বৈশ্য হইতে দুই এবং ক্ষত্রিয় হইতে এক (আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল, মাগধ, বৈদেহ এবং সূত) এই ছয় জন অপসদ বলিয়া দিয়াছেন এবং তিনি দ্বাদশ শ্লোকে যাহাদিগকে বর্ণ-সঙ্কর বলিয়াছেন, ষোড়শ ও সপ্তদশে তাহাদিগকেই 'অপসদ' বলিয়াছেন। আর সূতাদি বর্ণসঙ্করগণের বৃত্তান্ত দিবার প্রথমেই ভূমিকা স্বরূপ শ্লোকে ছয়জন 'অপসদ' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মনুমহারাজের ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে বিবৃত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করত আমরা ভাষ্যকারাদির কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯তম অধ্যায়ে "অপসদ" এবং "অপধ্বংস" এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে "অপসদের" যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা মনু মহারাজের সম্মত হইয়াছে, কিন্তু অপধ্বংসের অর্থ সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতকার বলিতেছেন,—"যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ কীদৃশপুত্রগণকে অপধ্বংসজ ও অপসদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আপনি তাহা সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।' বলিলেন, 'বৎস ব্রাহ্মণ জাতির ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন স্ত্রীর গর্ভে যে ত্রিবিধ পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতির বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রীর গর্ভে যে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্য জাতির শূদ্রার গর্ভে যে একবিধ পুত্র উৎপাদন করে, পণ্ডিতেরা সেই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপধ্বংস বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া থাকেন। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে বৈদ্য বলে। বৈশ্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র মাগধ ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বামক বলিয়া অভিহিত হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন হয় তাহাকে সূত বলে। পণ্ডিতেরা এই ছয় প্রকার পুত্রকেই অপসদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

'ষড়পধ্বংসজা কে স্যুঃ কেবাপ্যপসদাস্তথা।
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাতুং মে ত্বমর্হসি॥'

ভীষ্ম উবাচ।

ত্রিষুবর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজন্যস্য ভারত॥৭॥
একোবিড্‌বর্ণ এবাথ তথাঽত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ষড়পধ্বংসজাস্তে হি তথৈবাপসদান্ শৃণু।৮।
চাণ্ডালো ব্রাত্য বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥৯॥
মাগধোবামকশ্চৈব দ্বৌ বৈশ্যস্যোপলক্ষিতৌ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াং চ ক্ষত্রিয়স্যৈক এবতু॥১০॥
ব্রাহ্মণ্যাং লক্ষ্যতে সূত ইত্যেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।
পুত্রাহ্যেতে ন শক্যন্তে মিথ্যাকর্ত্তুং নরাধিপ॥১১॥

মহাভারত, বোম্বাই সংস্করণ

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদে (হিতবাদী সংস্করণ) "বৈদ্য" স্থলে "চেল" আছে। "অপসদের" অর্থ মনুমহারাজের সম্মত হইয়াছে কিন্তু মনুক্ত "অয়োগব" এবং "ক্ষত্তা"র পরিবর্ত্তে মহাভারতকার "বৈদ্য" এবং "ব্রাত্য" এবং মনুক্ত "বৈদেহ" স্থলে তিনি "বামক" (৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 'বালক' আছে) বলিয়াছেন। মনুসংহিতায় 'অপধ্বংস' শব্দের কোন পরিভাষা আমরা খুজিয়া পাই নাই,—তথাপি তিনি ঐ শব্দের যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

অনুলোম এবং প্রতিলোম-জাত সন্তানগণের কথা বলিবার পরে মনু

মহারাজ অনুলোমপ্রতিলোমজগণের মূলবর্ণের সহিত অথবা তাহারের পরস্পর সমান, উচ্চ অথবা নীচ ভাবে মেলন হইতে সঞ্জাত পুত্রকন্যাগণের জাতি বা বর্ণ-নির্ণয়ের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন,—"দ্বিজগণের ক্রমশঃ (অনুলোম অথবা প্রতিলোমজাত) অনন্তর (একান্তর ও দ্ব্যন্তরজাত) বর্ণোৎপন্ন স্ত্রী হইতে যে সকল পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাদেব মাতৃগণের (জাতির হীনত্ব) দোষ বশতঃ তাহাদিগকে 'অনন্তরনামা' বলিয়া থাকে।

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাং ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনামস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥১৪॥" দশম অধ্যায়।

এই শ্লোকটি অত্যন্ত জটিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষ্য, বৃত্তি এবং টীকাকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে মনু-মহারাজের পূর্বকথিত উক্তির সহিত বিশেষ বিরোধ জন্মে। তাঁহাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বঙ্গবাসীর অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা "দ্বিজন্মাদিগের অনুলোম ক্রমে অনন্তরবর্ণজ, একান্তরবর্ণজ এবং দ্ব্যন্তরবর্ণজ তনয়েরা মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হইবে। এই শ্লোকে সংস্কারের কোন নাম গন্ধও নাই,—'অনন্তরনামা' বলিয়া প্রখ্যাত হইবে এইমাত্র আছে। মনুমহারাজ পূর্বে এই দশম অধ্যায়েরই ৬ষ্ঠ শ্লোকে দ্বিজগণের অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণা স্ত্রীজাত পুত্রকে 'পিতার সদৃশ' বলিয়াছেন এবং পরেও অষ্টাবিংশতি শ্লোকে ঐ শ্লোকের অর্থপুষ্টি করিবেন এবং একান্তর ও দ্ব্যন্তরবর্ণজ স্ত্রীজাত পুত্র মাতৃ-জাতি প্রাপ্ত হইবে বলিবেন। তিনি আবার ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্র (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীর পুত্র (ক্ষত্রিয়) এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীর পুত্রকে (বৈশ্য) যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র বলিবেন, তাহা হইতে পারে না। আর পুনঃ পুনঃ একই কথা বলা মনুমহারাজের রচনানীতির বহির্ভূত। টীকাকার রামচন্দ্র এবং রাঘবানন্দ এই শ্লোকের অর্থ যাহা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বহিয়াছেন "দ্বিজগণের অনন্তরবর্ণজা স্ত্রী হইতে, অর্থাৎ উগ্র, অম্বষ্ঠ ক্ষত্তা, বৈদেহ এবং আয়োগত জাতীয়া স্ত্রী হইতে যাহারা উৎপন্ন হইত, তাহারা মাতৃদোষ দুষ্টতা নিবন্ধন 'অনন্তরনামা' বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন।*

* "দ্বিজন্মনাং অনন্তরাসু স্ত্রীষু উগ্রাম্বষ্ঠ্যাম্বোগবজাতীয়াসু বিধাৎ যে পুত্রা জায়ন্তে তে অনন্তর নামাঃ" রাঘবানন্দ।

"অনন্তরস্ত্রীজা যে পুত্রা অম্বষ্ঠোগ্রক্ষত্তৃ বৈদেহকায়োগবা এতে পুত্রাঃ অনন্তরস্ত্রীজাতাঃ।" রামচন্দ্র।

রামচন্দ্র এবং রাঘবানন্দের ব্যাখ্যা এই জন্য সমীচীন যে এই ব্যাখ্যা গৃহীত হইলে মনুমহারাজের স্ববিরোধ দোষে দুষিত হইতে হয় না;—পরন্তু তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গতিও সুরক্ষিত হয়। তাঁহার পরের শ্লোকগুলি দেখিলেই রামচন্দ্র এবং রাঘবানন্দকে যথার্থগ্রাহী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে।

উক্ত চতুর্দশতম শ্লোকের পর মনুমহারাজ অনুলোমপ্রতিলোমজগণের মূলবর্ণের অথবা পরস্পরের সহিত উচ্চনীচভাবে মিশ্রণোৎপন্ন পুত্রগণের বর্ণনা করিতেছেন যথা:—"ব্রাহ্মণ হইতে উগ্রকন্যার 'আবৃত' নিষাদ হইতে শূদ্রাতে যে পুত্র হয়, তাহাকে 'পুক্কস' এবং নিষাদী হইতে শূদ্রের যে পুত্র জন্মে তাহাকে কুক্কুটক বলিয়া থাকে।১৮। উগ্রকন্যার গর্ভে ক্ষত্তার ঔরসে 'স্বপাক' এবং অম্বষ্ঠীর গর্ভে বৈদেহকের ঔরসে 'বেণ' জন্মগ্রহণ করে।২৯। অনুলোমজ এবং অন্যান্য ব্যভিষক্ত সংকীর্ণ জাতি সমূহের বর্ণন করিতেছি।২৫। সূত বৈদেহ, নরাধম চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব এই ছয়জন স্বজাতীয়া স্ত্রী হইতে স্বজাতীয় পুত্রের উৎপাদন করে এবং উকৃষ্ট জাতীয়া স্ত্রী হইতে মাতৃ জাতীয়া পুত্র উৎপাদন করে।২৬-২৭। যেমন (দ্বিজ) তিন বর্ণের দুই বর্ণে (সবর্ণ ও অনন্তর বর্ণ) জনকের আত্মা উৎপন্ন হয়, এবং আনন্তর্য পড়িলে (একান্তর দ্ব্যন্তর বর্ণে মাতৃজাতির পুত্র জন্মে, সেইরূপ দ্বিজধর্ম বহির্ভূত (বাহ্য) গণেরও হইবে।২৮। সেই বর্ণবাহ্য পরস্পরের জাতীয়া স্ত্রীতে আরও অধিকতর দূষিত বর্ণবাহ্যগণকে উৎপন্ন করে।২৯। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে বাহ্য জন্তু চণ্ডালকে উৎপন্ন করে, সেই চণ্ডাল তদ্রূপ চারিবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে আরও অধিকতর বাহ্য (নিকৃষ্ট) জীবের জন্ম দিয়া থাকে।৩০। এইরূপ প্রতিকূলাচারী হীনবর্ণের লোকে, নিকৃষ্ট হইতে আরও নিকৃষ্ট আবার এইরূপে পঞ্চদশ প্রকার জাতির সৃষ্টি করে।৩১।"

ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়াং আবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়াং আয়োগব্যাং তু বিধ্যন ॥ ১৫
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যাং তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮
ক্ষত্তৃ জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে ॥ ১৯
সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২৫

সূতোবৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথাঽঽয়োগব এব চ ॥ ২৬
এতে ষট্ সদৃশান্‌বর্ণাঞ্জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃ-জাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু ॥ ২৭ ॥
যথা ত্রয়ানাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে।
আনন্তর্যাৎ স্বযোন্যাস্তু তথাবাহ্যেষ্বপিক্রমাৎ ॥ ২৮
তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিক দূষিতান্।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্ ॥ ২৯
যথৈব শূদ্রোব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্বর্ণ প্রসূয়তে ॥ ৩০
প্রতিকূলং বর্তমানা বাহ্যাবাহ্যতরান্‌পুনঃ।
হীনাহীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈবতু ॥ ৩১ ॥ দশম অধ্যায়।

২৮ শ্লোকের কুল্লুকাদি পণ্ডিতের ব্যাখ্যানুগত বঙ্গবাসীর অনুবাদ পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছি। মহাভারতে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাও দিয়াছি। ২৭শ শ্লোকের ও ২৮শ শ্লোকের ভাব মহাভারতকার "এতেঽপি সদৃশান বর্ণান জনয়ন্তি স্বযোনিষু। মাতৃজাত্যাঃ প্রসূয়ন্তে হ্যবরাহীনযোনিষু॥ যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাঽস্য জায়তে। আনন্তর্যাৎ প্রজায়ন্তে তথাবাহ্যাঃপ্রধানতঃ ॥১৪-১৫ (অনুশাসন পর্ব্ব ৪৯ অঃ) টীকাকার শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ "এতে নব অম্বষ্ঠপারশবোগ্রাঃ সূতবৈদেহক-চণ্ডালাঃ মগধনিষাদত্মায়োগবাঃ তেষাং স্বযোনাবনন্তর যোনৌচ স্বাত্মৈব জায়তে পূর্ববৎ। ব্যবহিতনীচযোনৌ তু মাতৃজাতীয়া ইতি শ্লোকদ্বয়ার্থ॥" লিখিয়া ভাবার্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, ২৭শ শ্লোকটির "মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু" পংক্তিটি মহাভারতকার "মাতৃজাত্যা প্রসূয়ন্তেহ্যবরাহীনযোনিষু" রূপে পাঠ করিয়াছেন। ফলতঃ এইরূপ পাঠ না করিলে অর্থের সঙ্গতি হয় না। সূত-মগধবৈদেহাদি বর্ণসংকরগণের স্বজাতীয়া স্ত্রী হইতে স্বজাতীয় পুত্রের উৎপত্তি হয়, ইহাত বেশ বুঝা যায়; কিন্তু তাহাদের 'প্রবরাসু যোনিষু' অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণের স্ত্রী হইতে মাতৃসমজাতীয় পুত্র (কাহার মাতৃসমজাতীয়? পিতার মাতার না পুত্রের মাতার সমান জাতীয়?) উৎপন্ন হইবে ইহা কখনও মনু

মহারাজের অভিপ্রেত অথবা সমাজানুমোদিত হইতে পারে না। যেহেতু সূত যদি ব্রাহ্মণীর স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করে তাহা হইলে সে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া যায় (যেহেতু এখানে জনকের ও পুত্রের মা ব্রাহ্মণ কন্যা)। অথবা চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণী গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে সেই পুত্রও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। সুতরাং মহাভারতের গৃহীত পাঠই সঙ্গত,—অর্থাৎ উহাদের অপেক্ষা একান্তর অথবা দ্ব্যন্তর হীন বর্ণের স্ত্রী হইতে উহারা পুত্র উৎপাদন করিলে তাহারা মাতৃসমজাতীয় হইবে। ২৯ হইতে ৩১শ শ্লোকে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজগণের প্রতিলোমজগণের প্রতিলোম সংসর্গবশতঃ যে আরও অধিকতর দূষিত বর্ণের জন্ম হয়, তাহা স্পষ্টতই বলা হইয়াছে, সুতরাং মনুসংহিতার বর্তমান পাঠ। 'প্রবরাসু চ যোনিষু' ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়।

২৯শ হইতে ৩১শ শ্লোকে এইরূপ হীন হইতে হীনতর জাতির উৎপত্তির মূলসূত্রের উল্লেখ করত মনু মহারাজ দৃষ্টান্ত দিতেছেন;—'দস্যু' জাতীয় পুরুষ হইতে 'আয়োগব' জাতীয় নারীতে প্রকৃত অদাস হইলেও ধনী ব্যক্তিদের কেশাদি প্রসাধনরূপ দাসবৃত্ত্যপজীবী এবং (সেরূপ চাকরী না জুটিলে—ফাঁদ পাতিয়া পশুবধ দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী 'সৈরিন্ধ্র' জাতির উৎপত্তি হয়। ৩২। 'বৈদেহ' পুরুষ হইতে 'আয়োগবী' নারীতে 'মৈত্রেয়ক' অথবা 'মাধুক' জাতির উৎপত্তি হয়, যাহারা প্রাতঃকালে বন্দীধ্বনি এবং ধনীর অজস্র প্রশংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩৩। 'নিষাদ' পুরুষ হইতে 'আয়োগবী' স্ত্রীতে নৌকর্মজীবী 'মার্গব' অথবা 'দাস' (দাশ) জাতির সৃষ্টি হয়, আর্যাবর্ত নিবাসীগণ উহাকেই 'কৈবর্ত' বলিয়া অভিহিত করে। ৩৪। গর্হিত অন্নপান সেবী এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধায়ী 'আয়োগব' জাতির স্ত্রীতে উক্ত জাতিহীন তিন প্রকার পৃথক্ পৃথক্ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ৩৫। 'নিষাদ' হইতে চর্মকারজীবী 'কারাবর' এবং বৈদেহিক হইতে বহির্গ্রামনিবাসী 'অন্ধ্র' এবং 'মেদ' জাতির জন্ম হয়। ৩৬। 'বৈদেহী নারীতে 'চণ্ডাল' পুরুষ হইতে (বাঁশের কুলা ডালা প্রভৃতি) বংশ জাত ভাণ্ড নির্মাতা 'পাণ্ডু সোপাক' জাতি এবং 'নিষাদ' পুরুষ হইতে 'আহিণ্ডিক' (আহিতুণ্ডিক বা অহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে?) জাতি জন্মে। ৩৭। 'চণ্ডাল পুরুষ হইতে 'পুক্কশী' নারীতে সজ্জনগর্হিত 'জল্লাদ' বৃত্তিক 'সোপাক' এবং 'নিষাদী' স্ত্রী হইতে শ্মশাননিবাসী গর্হিত অপেক্ষাও গর্হিত 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক জাতির উৎপত্তি হয়। ৩৮-৩৯॥"

"প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরয়োগবে ॥ ৩২ ॥
মৈত্রেয়কং তু বৈদেহ মাধুকং সংপ্রসূয়তে।
নৃন্ প্রংশসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণাদয়ো ॥ ৩৩।
নিষাদোমার্গবং সূতে দাসং নৌকর্মজীবিনম্।
কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্যাবর্ত নিবাসিনঃ ॥ ৩৪ ॥
মৃতবস্ত্রভৃৎসুনারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ।
ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্‌ত্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
কারাবরোনিষাদাত্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রাম প্রতিশ্রয়ৌ ॥ ৩৬ ॥
চণ্ডালাৎপাণ্ডু সোপাকস্তুক্‌সার ব্যবহারবান্।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥ ৩৭ ॥
চণ্ডালেন তু সোপাকো মূল ব্যসন্ বৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জন গর্হিতঃ ॥ ৩৮ ॥
নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥ ৩৯ ॥

দশম অধ্যায়।

মূলবর্ণের জীবিকার বিষয় মনুসংহিতার অন্যান্য স্থানে এবং দশম অধ্যায়ের ৭৫।৭৯।১২১।১২২ শ্লোকে আছে। ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং প্রজাপালন, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য পশুপালন এবং কুসীদ আর শূদ্রের দ্বিজ তিন বর্ণেরই সেবা সর্বশাস্ত্রেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। অনুলোম মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতার পরিণীতা ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভেজাত, ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন এবং বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজ পুত্রের কোনও স্বতন্ত্র নাম অথবা বৃত্তির ব্যবস্থা মনুসংহিতায় নাই। সেই হেতু আমাদের মনে হয় যে মনুর দশমাধ্যায়ের ষষ্ঠ এবং অষ্টাবিংশ শ্লোকের (অগ্রেই উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে) মর্ম মত, উহারা জনকের বর্ণ ও বৃত্তি ভাগী হইবে, ইহাই মনু মহারাজার অভিপ্রায়। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা ইহাঁদিগকে যথাক্রমে 'মূর্ধাবসিক্ত', 'মাহিষ্য' এবং 'করণ' বলিয়াছেন। কুল্লূক উশনাস্মৃতির নাম করিয়া লিখিয়াছেন "বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তা— 'হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্র-

ধারণঞ্চ মূর্ধাবসিক্তানাং, নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্ত্ররক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুরকা চ পারশবোগ্রকরণানামিতি।" ৬ষ্ঠ শ্লোকের বৃত্তি।

অতঃপর দ্বিজগণের "অপসদ" এবং "অপধ্বংসজ" পুত্রগণের জীবিকার কথা আরম্ভ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন যে "দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম" অর্থাৎ দ্বিজগণ যে সকল কর্ম করিতে পারেন না, করিলে তাঁহাদের নিন্দা হয়, সেই সব ঘৃণিত কর্ম,—অবলম্বন করিয়াই তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিবে।৪৬। 'সূত'দিগের অশ্বসারথ্য, 'অম্বষ্ঠ'গণের চিকিৎসা, 'বৈদেহ'গণের স্ত্রীকার্য, 'মাগধ'দিগের বাণিজ্য, 'নিষাদ'গণের মৎস্যবধ, 'আয়োগবের' কাষ্ঠছেদন, 'মেদ', 'মদগু' এবং 'চুঞ্চগণের বন্যপশুহিংসা, 'ক্ষত্তা', 'উগ্র,' এবং 'পুক্কস'গণের বিবর-নিবাসী জন্তুগণের বধ ও বন্ধন, 'বিগ্বণ' দিগের চর্মকার্য এবং বেণগণের ভাণ্ডবাদনই জীবিকা।৪৬—৪৯।

"যে দ্বিজানামাপসদা যে চাপধ্বংজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্মভিঃ ॥৪৬॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসনম্।
বৈদেহকনাং স্ত্রীকার্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ ॥৪৭॥
মৎস্যঘাতো নিষাদনাং ত্বষ্টিত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চমদ্‌গুণামারণ্যপশুহিংসনম্ ॥৪৮॥
ক্ষত্তৃগ্রপুক্কসানাং তু বিলৌকাবধবন্ধনম্।
বিগ্বাণানাং চর্মকার্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্ ॥৪৯॥

দশম অধ্যায়।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে অনুলোমজ 'অম্বষ্ঠ', 'উগ্র', এবং 'নিষাদে'র বৃত্তি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'অপসদ' শব্দে মনুমহারাজ যে প্রতিলোমজগণকে বুঝাইয়াছেন (১৬-১৭শ শ্লোক) তাহা আমরা দেখিয়াছি; এক্ষণে তিনি "অপধ্বংসজ" শব্দ দ্বারা 'অম্বষ্ঠ', উগ্র' এবং 'নিষাদের' অববোধ করাইতে চাহেন, তাহাই যেন মনে হইতেছে। অনুলোমজ 'নিষাদে'র মৎস্যবধ, এবং 'ক্ষত্তা' ও 'উগ্রে'র নিষাদ হইতে শূদ্রায় জাত' 'পুক্কস' জাতির সহিত গোধা প্রভৃতি বিলবাসী জন্তুর বধ

ও বন্ধন বৃত্তি নির্দিষ্ট হওয়ায় মনু মহারাজ তাহাদের সামাজিক সম্মান যে খুব ভাল মনে করিতেন তাহা বোধ হয় না। চিকিৎসকের অন্ন ও পুযতুল্য নিন্দিত হওয়ায় "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্ ।২২০।" (চতুর্থ অধ্যায়ে) তাঁহার সম্বন্ধেও ভাব খুব ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আবার পরে লিখিত হইয়াছে যে "এই সকল জাতি (সূত হইতে 'বেণ' পর্যন্ত) নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করত প্রকাশ্যভাবে চৈত্যবৃক্ষের মূলে, শ্মশানের নিকটে, পর্বত-সন্নিহিতি প্রদেশে অথবা উপবনে বাস করিবে।"৫০।

চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞাতা বর্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ ॥৫০॥"

দশম অধ্যায়।

এই আদেশ হইতে তাঁহাদের কাহাকেও যে সমাজ সম্মানের চক্ষুতে দেখিতেন তাহা বোধ হয় না। সুতরাং ৪৬ শ্লোকের "অপধ্বংসজ" শব্দে 'অম্বষ্ঠ' 'উগ্র' এবং নিষাদে'র কথাই বলা হয় নাই কি? *

* ইহার পূর্বে উদ্ধৃত ৪১ তম শ্লোকে সমস্ত "অপধ্বংসজ" জাতিব্যূহকে "শূদ্রধর্মা" বলা হইয়াছে। যদি টীকাকারদিগের কথিত 'অপধ্বংসজ" শব্দে প্রতিলোমজ সংকর বুঝায়, তাহা হইলে 'অয়োগব' 'চণ্ডাল' প্রভৃতিকে "শূদ্রধর্মা" বলিতে হয়; কিন্তু তাহারা ত "বর্ণবাহ্য"-অর্থাৎ বর্ণধর্মের বাহিরের শূদ্র হইতে বহুহীন বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং 'উগ্র' ও 'নিষাদ' যে মাতৃধর্মা (শূদ্রধর্মা) তাহাও বলা হইয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিলে এখানে 'উগ্র' ও 'নিষাদে'র সহিত 'অম্বষ্ঠ'কেও "অপধ্বংসজ" শব্দের লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যদি, এই ৪৬—৪৯ শ্লোকে 'মূর্ধাবসিক্ত' 'মাহিষ্য' এবং করণের উল্লেখ ও বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকিত তাহা হইলে 'অম্বষ্ঠাদি'কে 'অপসদ' বলিয়া ধরিতে পারা যাইত, কিন্তু তাহার ত উপায় নাই।

অতঃপর মনুক্ত অনুলোমজ প্রতিলোমজ এবং অন্যান্য ব্যভিচারজ পুত্রগণের তালিকা নিম্নে দিতেছি।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ানুগত জাতির তালিকা।

পিতা	মাতা	অনুলোম অথবা প্রতিলোম	সন্তানের জাতি	বৃত্তি	শ্লোকসংখ্যা। উৎপত্তি	বৃত্তি
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	অনুলোম	ব্রাহ্মণ	যাজন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ	৫ম,	৭৫ম
ঐ	ক্ষত্রিয়া	ঐ	ঐ	লিখিত নাই।	৬ষ্ঠ	
ঐ	বৈশ্যা	ঐ	অম্বষ্ঠ	চিকিৎসা।	৭ম, ৮ম,	৪৭ম
ঐ	শূদ্রা	"	নিষাদ বা পারশব	মৎস্যঘাত।	ঐ ঐ	৪৮ম
"	উগ্রকন্যা	"	আবৃত	লিখিত নাই।	১৫শ,	
"	অম্বষ্ঠী	"	আভীর	ঐ	ঐ	
"	আয়োগবী	"	বিগ্বণ	চর্মকার্য	"	৪৯ম
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	"	ক্ষত্রিয়	প্রজাপালন, যুদ্ধ	৫ম	৭৯ম
ঐ		"	ক্ষত্রির	লিখিত নাই	৬ষ্ঠ	
ঐ	শূদ্রা	"	উগ্র	বিলবাসী জন্তুগণের বধ	৯ম	৪৯ম
বৈশ্য	বৈশ্যা	"	বৈশ্য	কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন,	৫ম	৭৯ম
"	শূদ্রা	"	বৈশ্য	লিখিত নাই।	৬ষ্ঠ	
শূদ্র	শূদ্রা	"	শূদ্র	দ্বিজাত্রিবর্ণের সেবা।	৫ম	১২১-১২২শ
"	বৈশ্যা	প্রতিলোম	আয়োগর	সূত্রধরের কাজ।	১২শ	৪৮ম
"	ক্ষত্রিয়া	"	ক্ষত্তা	বিলবাসী পশু বধ।	"	৪৯ম
"	ব্রাহ্মণী	"	চণ্ডাল	পরে বিশেষ করিয়া বলা হইবে।	"	৫১—৫৬ম
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়া	"	মাগধ	বণিকের কার্য।	১১শ	৪৭ম
"	ব্রাহ্মণী	"	বৈদেহ	স্ত্রীকার্য।	"	৪৭ম
ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণী	"	সূত	অশ্বসারথ্য।	"	৪৭ম
নিষাদ	শূদ্রা	অনুলোম	পুক্কস	বিলৌকাবধবন্ধন।	১৮শ	৪৮ম
শূদ্র	নিষাদী	প্রতিলোম	কুক্কুটক	লিখিত নাই।	"	
ক্ষত্তা	উগ্রা	অন্যোন্য	শ্বপাক	চণ্ডালের বৃত্তি।	১৯শ	৫১ম
বৈদেহ	অম্বষ্ঠী	"	বেণ	ভাণ্ডবাদন	"	৪৯ম
দস্যু	আয়োগবী	...	সৈরিন্ধ্র	কেশসাধন ও বাগুড়া বৃত্তি	৩২ম	৩২ম
বৈদেহ	"	অন্যোন্য	মৈত্রেয়ক (মাধুক)	রাজার স্তুতি ও ঘণ্টাবাদন	৩৩ম	৩৩ম
নিষাদ	"	"	দাস বা কৈবর্ত	নৌকর্ম	৩৪ম	৩৪ম
নিষাদ	—	—	কারাবর	চর্মকার	৩৬ম	৩৫ম
বৈদেহিক	—	—	অন্ধ্রমেদ	আরণ্য পশুহিংসা	"	৪৮ম
চণ্ডাল	বৈদেহী	অন্যোন্য	পশু সোপাক	বাঁশের কাজ	৩৭ম	৩৭ম
নিষাদ	"	"	আহিণ্ডিক	অহিতুণ্ডিক, আহিতুণ্ডিক সাপুড়ে	"	"
চণ্ডাল	পুক্কসী	"	সোপাক	জল্লাদ	৩৮ম	৩৮ম
"	নিষাদী	"	অন্ত্যাবসায়ী	শ্মশানবাসী, মুর্দাফরাস	৩৯ম	৩৯ম

মন্তব্য। ব্রাহ্মণ পিতার ক্ষত্রিয়া পত্নীর, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যস্ত্রীর ও বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীর জ পুত্রের জাতি ও বৃত্তির উল্লেখ মনুমহারাজ কোথাও করেন নাই,—সুতরাং তাহাদিগের বর্ণ ও বৃত্তি পিতার সদৃশ হইল।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

কায়স্থই ক্ষত্রিয়

বিগত ২৬শে পৌষ তারিখের বন্দেমাতরম্ পত্রে "প্রেরিত পত্র" শীর্ষক নিম্নলিখিত বিষয়টী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টি পথবর্ত্তী হইয়াছে কি না জানি না। যাহা হউক ঐ বিষয়টী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

"মহাশয়, কায়স্থ-সভা হইতে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার প্রচলনের চেষ্টা অনেক দিন হইতে হইতেছে। গত শ্রাবণ মাসে বহরমপুরের কয়েকজন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করায় এবং তাঁহাদের অধিকাংশ যশোর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজভুক্ত হওয়ায় যশোর-সমাজে ইহা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। গত ২রা পৌষ বরাহনগর কুঠীবাটায় এই বিষয়ের জন্য একটা পরামর্শ সভা আহুত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় উক্ত পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। যশোর-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত কায়স্থ-সভার ২।১ জন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। নানারূপ বাক্ বিতণ্ডার পর কায়স্থ-সভার মত ও তাহার খণ্ডন লইয়া সভার কার্য্যারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বয়ং, কায়স্থ-সভার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, সরলচন্দ্র ঘোষ এবং নৃত্যগোপাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি কায়স্থ-সভার মত সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। অপর দিকে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি কায়স্থ সভার মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন। রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিরপেক্ষ-ভাবে সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে ইহার কোন সদুত্তর প্রদান করা হয় নাই। কায়স্থ-সভার পক্ষীয়গণ এরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। এককালে যে সকল প্রমাণ ছিল এক্ষণে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। অপর দিকে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ কায়স্থ যে একটী স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। সেদিনকার সভায় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ইহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই যশোর-সমাজে কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার

যে প্রচলিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না—ব্যক্তিগত ভাবে কেহ তাহা গ্রহণ করিলে সেই সমাজে তাহা যে প্রচলিত হইয়াছে বা হইবে এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। আমাদের মনেহয় যশোর সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এ আন্দোলনে আর যোগদান করিবেন না। রায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত চৌধুরী, রায় সাহেব ফণীভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী উকিল, প্রভৃতি যশোর-সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপবীত গ্রহণের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়া পরামর্শ সভায় লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। ইতি।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী"।

উপরে উদ্ধৃত প্রেরিত পত্রের লেখক মহাশয় যখন স্বীয় নাম সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই তখন আমরা তাঁহাকে কায়স্থবিদ্বেষী অকায়স্থ ধরিয়া লইয়া তাঁহার উক্তিতে বিশ্বাসবান হইতে পারিলাম না। কারণ "প্রত্যক্ষদর্শীর" উক্ত উক্তি সত্য হইলে তিনি স্বীয় নাম প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন?

যাহা হউক অতঃপর আমরা বরাহনগর কুঠীবাটায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর কায়স্থের বর্ণনির্ণায়ক সভায় সমবেত সভ্য-গণের মধ্যে রায় চৌধুরী উপাধিক গীষ্পতি বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

ইঁহারা যুগ্মভ্রাতায় অনেকদিন পূর্ব্বে "হিতবাদী" "হাওড়াহিতৈষী" প্রভৃতি পত্রিকায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের প্রতিকূলত্বে লেখনীধারণকরত কতকগুলি অশাস্ত্রীয় ও অসামঞ্জস উক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। যথাসময়ে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি, হুগলী দশঘরার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু, দেশুড়নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু প্রমুখ কায়স্থ-জাতি-তত্ত্বজ্ঞগণের লেখনীমুখে তত্ত্বাবতের প্রতিবাদ ও সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃযুগল তাহার একটিরও প্রত্যুত্তর দেন নাই। অপিচ তদবধি নীরব ছিলেন। সম্প্রতি টাকী সমাজের বহরমপুর নিবাসী কতকগুলি খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত কায়স্থকে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের টনক নড়িয়াছে, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সমাজ উৎসন্ন গেল বলিয়া যাহাতে টাকী সমাজের আর কেহ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য অবান্তর আলোচনা করত সমাজ মধ্যে "ছাই দিয়া আগুন" ঢাকিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁহাদের এই বিসদৃশ কার্য্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসা, যাহাতে টুলো পণ্ডিতগণের দ্বারা বিনষ্ট

না হয়, তদুদ্দেশ্যে পণ্ডিতগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়েই ভ্রাতৃযুগল এইরূপ সখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার ও ডুবাইয়া মারিবার ব্যবস্থা ও চেষ্টা করিতেছেন। ফলতঃ আমরা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া তাঁহাদের উক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। ভূপতি বা গীষ্পতিবাবুর প্রধান উক্তি বা আপত্তি এই যে, কায়স্থ চাতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ এবং পবিত্রতা সম্পাদনের জন্যই সংস্কারের আবশ্যক, সংস্কৃত হইলে আয়ু, যশ ও বল বর্দ্ধিত হয়। দেবতাগণ অমর, স্বতঃসিদ্ধ, সংস্কৃত ও পূত দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহাদের সংস্কারের আবশ্যক দেখা যায় না, কোন শাস্ত্রেও দেবতাদিগের সংস্কার সম্বন্ধে বা অশৌচ সম্বন্ধে কোন বিধানও লক্ষিত হয় না।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এইরূপ উক্তির বিরুদ্ধে বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তিনি বা তাঁহারা তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কায়স্থগণের গৌরব ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিতে গিয়া (?) কায়স্থগণকে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করত শাস্ত্রোক্ত অন্ত্যজ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত এবং অমূলক তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে,—

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ।
কর্ম্মণি কারয়ামাসুঃ পুরস্কৃত্য প্রজাপতিং॥
তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ।
বৃহস্পতি ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবৎ, ৮ম স্কন্দ ১৮ অঃ ১০ম শ্লোক।)

অর্থাৎ শুকদেব কহিলেন:—হে রাজন্! সেই ব্রাহ্মণ বটুককে অবলোকন করিয়া মহর্ষিগণ আনন্দপ্রকাশ করত প্রজাপতি কশ্যপের গৃহে গমনান্তর তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন। তদনন্তর যখন ঐ বটুর উপনয়ন হইল, তখন সূর্য্যদেব স্বয়ং সাবিত্রী উপদেশ করিলেন আর বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র ও কশ্যপ মেখলা পরাইয়া দিলেন।

সুযোগ্য পাঠক মহোদয়গণ! ভূপতি ও গীষ্পতিবাবু! দেখুন উক্ত প্রমাণে দেবতাদিগের সংস্কারের আবশ্যকতা প্রমাণীত হইল কিনা।

আরও দেখুন—চিত্রগুপ্ত একজন দেবতা এবং চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত একজন যম, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়দেব চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণীয় হইয়াছেন।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১৭ অঃ ২০ শ্লোক।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করত স্বেচ্ছাচারী হয়, সে কখন সিদ্ধ বা সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান বলিয়া যদি কায়স্থগণ দেবতা বা দেববংশীয় হন, তন্নিবন্ধন যদি কায়স্থগণ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বহির্ভূত হন, তবে দেব ব্রাহ্মণকুলজাত শ্রীবামনদেবের উপনয়নাদি সংস্কার কেন হইল? ব্রহ্মার মুখমণ্ডল সঞ্জাত ব্রাহ্মণগণই বা মন্বাদির শাসনাধীন কেন হইলেন? কায়স্থকে দেবতা বা দেবক্ষত্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা এবং তদ্বিধায় কায়স্থের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংস্কার ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি বিহিত না হইয়া কেবল পরম্পরাপ্রাপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা বরং কায়স্থকে জঘন্য শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ভূপতি বা গীষ্পতি বাবু ভালই করিতেন।

কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, ইহা শাস্ত্রসম্মত এবং চিত্রগুপ্তদেব ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত সুতরাং তাঁহার সন্তানবিষয়ে কায়স্থগণও ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণবলে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালনে অধিকার এবং অস্ত্রধারণ বৃত্তি আছে এবং "ক্ষত্রিয়স্তু প্রজাশ্চৈব ক্ষিতিং ধর্ম্মেন পালয়েৎ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির ক্ষিতিপ্রজাপালক ধর্ম্ম নহে, কেবল ক্ষত্রিয় বিশেষ রাজাদিগের ঐ ধর্ম্ম। আবার মনু মহারাজও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রধারণ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ের যে ৫টী ধর্ম্ম—প্রজারক্ষণ, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়াপ্রসক্তি এই ৫টী বিহিত কর্ম্মের প্রজারক্ষণ ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট চারি কর্ম্ম কায়স্থ আবহমানকাল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন এবং প্রজারক্ষার পরিবর্ত্তে লেখ্যবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বিশেষতঃ কায়স্থের লেখ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্ত বা বৈশ্যবৃত্তির মত নীচ নহে; অধিকন্তু শাস্ত্রে দ্বিজাতির বৃত্তি মধ্যে লেখ্যবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পরাশর মতে ও শুক্রনীতিতে কায়স্থবৃত্তি ক্ষত্রিয়বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, রেণুকামাহাত্ম্য, গরুড় পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহৎব্রহ্মখণ্ড, মহাভারত, বিজ্ঞানতন্ত্র ইত্যাদি মতে কায়স্থ দেবতা নহে, ব্রাহ্মণ নহে, বৈশ্য নহে, সঙ্কর নহে ও অন্ত্যজ নহে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

আবার মনুও ধর্ম্মরাজকে ক্ষত্রিয় দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

সোঽগ্নির্ভবতিবায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ সো ধর্ম্মরাট্।
সঃ কুবেরঃ সো বরুণঃ সো মহেন্দ্রঃপ্রভাবতঃ।

অর্থাৎ সেই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধর্ম্মরাজ, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ইঁহারা প্রভাবতঃ ক্ষত্রিয় দেবতা। আবার গরুড় পুরাণ বলিতেছেন,—

ধর্ম্মরাজস্ততঃসৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।

এই প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মরাজ এবং চিত্রগুপ্ত উভয়েই ক্ষত্রিয় দেবতার সহজন্ম প্রযুক্ত, ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্ত উভয়েই ক্ষত্রিয় দেবতা। সুতরাং চিত্রগুপ্তের বংশধর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় দেবতা প্রযুক্ত যদি কায়স্থগণ দেববংশীয় ও দেবক্ষত্রিয় হন, এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত হয় তবে সূর্য্যকুলোদ্ভব নররূপী ভগবান রামচন্দ্র মনুষ্য ক্ষত্রিয় বিধায় শাস্ত্রোক্ত বিধানমত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম পালন করিলেন কেন? কেবল চিত্রগুপ্তই কি দেবতা? সূর্য্যদেব কি দেবতা নহেন?

চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ দেবক্ষত্রিয় প্রযুক্ত কখনই তাঁহার মানব ক্ষত্রিয় তুল্য সংস্কার ও অশৌচ প্রতিপালন করিতে পারেন না। গীষ্পতিবাবুর এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ সুতরাং টাকী-সমাজের কায়স্থ মহোদয়গণ যেন তৎপ্রতি বিশ্বাসবান না হয়েন। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মাঘোষচৌধুরী।

নরসিংহ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভট্টজি। "বহু চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

নিম্নে কলনাদিনী ভাগিরথী দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্নের মেঘমুক্ত দিবাকর পশ্চিমাকাশে আরক্ত কিরণমালা ছড়াইতে ছড়াইতে অস্তাচলাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশে নানা শ্রেণীর পাখীগুলি কলরব করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। তরঙ্গায়িত জাহ্নবীবক্ষে বহুদূরব্যাপী অসংখ্য

তরণীসমূহ মৃদু-পবনে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। সমগ্র বাহ্য প্রকৃতির অঙ্গে প্রত্যঙ্গে আনন্দের একটা ছাপ যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মহারাজ বিজয়সেনের দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ ছিল না—তিনি এক খানি সুবৃহৎ রণতরীর ছাদের উপর নিস্পন্দভাবে উপবেশন করিয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে গভীর চিন্তায় ছিলেন। কিয়ৎকাল ঐরূপভাবে থাকিবার পর সহসা যেন তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি সহসা মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধভট্ট, নরসিংহ ও বল্লালসেনকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তারপর তাঁহারা তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে তথায় উপবেশন করিবার আদেশ দিয়া ভট্টজিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ভট্টজি, বহু চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। বলুন আপনার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?"

কুমারপাল মহিষীর মূর্চ্ছাভঙ্গে সকলেই জানিতে পারিয়াছেন, ভট্টজির পালিতা কন্যা চন্দ্রলেখাই প্রকৃতপক্ষে কুমারপাল দেবের কন্যা—যিনি জলমগ্না হইয়া দৈবানুগ্রহে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভট্টজিগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বিজয়সেন নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ইহাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানার্থ তিনি কি করিতে পারেন প্রায় এক প্রহর যাবৎ, তিনি সেই চিন্তাই করিতেছিলেন কিন্তু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে পরামর্শের জন্য ভট্টজি, বল্লালসেন ও নরসিংহকে নিকটে ডাকিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন ভট্টজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভট্টজি মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ যে ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্ত এবং যে ব্যক্তি সেই দুর্ব্বৃত্তের কর্ত্তৃত্ব বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লয়, আমার মতে উভয়েই তুল্য অপরাধী। কুমারপালদেব যেরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে কোনও ধর্ম্মভীরু ও আত্মমর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখা সঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি নৃসংশভাবে রাজাকে—স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিতে পারে এবং ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে প্রস্তুত, তাহার তুল্য নরাধম এ সংসারে আর কে আছে—তাহার অসাধ্য কর্ম্মই বা কি আছে। সে ব্যক্তি সুযোগ পাইলে আপনার

ও আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতেই যে কুণ্ঠিত হইবে তাহাই বা কিরূপে বলা যায়। আমার বিবেচনায় গৌড়েশ্বরের সহিত এখনই সমুদয় সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দেওয়াই আপনার পক্ষে সঙ্গত।"

বিজয়সেন সাবিস্ময়ে বলিলেন "তবে তো দেখিতেছি, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করাই আপনার অভিপ্রায়।"

"হা, মহারাজ, আমার অভিপ্রায় তাহাই। আর, আপনি যখন কুমার-পাল-মহিষীকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, তখন গৌড়েশ্বরের সহিত আপনার বিরোধের কারণ তো উপস্থিত হইয়াছে। যখন বিরোধ করিতেই হইবে, তখন আমার বিবেচনায় শত্রুকে প্রস্তুত হইবার সুযোগ না দিয়া, অতর্কিত-ভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত।" ভট্টজি দৃঢ়তার সহিত এই উত্তর দিলেন।

মহারাজ বিজয়সেনের প্রকৃতি স্বভাবতই গম্ভীর। তিনি অনেকক্ষণ যাবৎ নীরবে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন "ভট্টজি, অনেক দিন হইতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিতেছে। মিথিলেশ্বর, কৌশাম্বীপতি ও কোটপতির সহিত সম্প্রতি যে সংগ্রাম হইয়া গেল, গৌড়েশ্বরকে স্বদেশ রক্ষার্থ সহায়তা করা আবশ্যক এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ঐ যুদ্ধে ব্রতী হইলাম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখিলাম? আমাদের অভিযানের পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর যে সামান্য কয়েক দল সৈন্য যুদ্ধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তৎপর আর একটি সৈন্যও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন নাই। যুদ্ধের অত্যন্ত সঙ্কটকালে পুনঃপুনঃ সৈন্য প্রার্থনা করিয়াও রামাবতী হইতে আমরা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হই নাই। যুদ্ধে যখন আমি ঘোর বিপদে পতিত, তখন পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য রামাবতীতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, গৌড়েশ্বর তাহার একটী সৈন্যদলও আমাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তখন অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে, যুদ্ধে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হই, ইহাই যেন গৌড়েশ্বরের ইচ্ছা—এবং সেই জন্যই বোধ হয় অতি সঙ্কটকালেও আমাদিগকে সাহায্য করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। আর, ধরিতে গেলে, দৈবক্রমেই আমরা জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ভট্টজি। "মহারাজ যখন ঐ প্রসঙ্গই তুলিলেন, তখন একটি কথা

না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যেদিন নরসিংহ আমার উপদেশমত স্বদেশ রক্ষার্থ আপনার সহিত যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য সসৈন্যে মহাস্থানগড় হইতে যাত্রা করে, সেদিন আমি মহাস্থানগড়েই উপস্থিত ছিলাম। নরসিংহের বিশ্বাস ছিল, সে গৌড়েশ্বরের সৈন্যদলের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। আমি তাহাকে তখনই বলিয়াছিলাম, তোমরা গৌড়েশ্বরের সাহায্যে নিরপেক্ষে হইয়াই যুদ্ধ করিও! নরসিংহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলাম, গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নহেন—তোমরা এই যুদ্ধে হীনবল হইয়া যাও, ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা।

বিজয়। "তবে কি আপনিও মনে করেন, যে গৌড়েশ্বর আমাদিগকে হীনবল অথবা ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়েই যুদ্ধে ঘোর সংকটকালে আমাদিগকে কোনপ্রকার সাহায্যদান করেন নাই?"

ভট্টজি। "আমি গৌড়েশ্বরের নিজেকে কোন দোষ দেই না। কিন্তু মহামন্ত্রী সুরেশ্বর ভট্টকে আমি বিলক্ষণ জানি। তাহার ন্যায় অদূরদর্শী, অথচ কুটিল প্রকৃতির লোক সংসারে বিরল। গৌড়েশ্বর তাহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র। তাহার হস্তে কেহই নিরাপদ নহে।"

বিজয়সেন আবার কিয়ৎকাল ধীরভাবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন "কিন্তু সহসা গৌড়েশ্বরের সহিত সংস্রব ছিন্নই বা কিরূপে করা যায়?"

ভট্টজি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "মহারাজ, একটা প্রবাদ আছে 'সাহসই লক্ষ্মী।' এই সেদিন তৈলগড়ের যুদ্ধে সাহস অবলম্বন করার ফলে যে বিজয়লক্ষ্মী আপনার অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। আমার মনে হয়, আপনি সাহস করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে গৌড়েশ্বর আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না।"

বিজয়সেন বলিলেন "কিন্তু একাকী কি এই কার্য্য সম্ভবপর? বিজয়-সেনের স্বর তখনও সন্দেহে দোলায়মান।

ভট্টজি পুনরায় স্থির অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "মহারাজ, আপনার ভুল হইতেছে। গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে আজই হউক, আর কালই হউক—এক দিন না একদিন—আপনাকে দাঁড়াইতেই হইবে—অন্যথা বাক্য লঙ্ঘন করিয়া কুমারপাল-মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোনটী

আপনি শ্রেয়ঃ মনে করেন? যদি অন্যায়কারীর ভয়ে নিঃসহায়কে একবার আশ্বাসবাক্য ও আশ্রয় দিয়া পরিত্যাগ করেন, গৌড়মণ্ডলে আপনার কুযশঃ চিরকাল বিঘোষিত হইবে। আর যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করেন এবং তজ্জন্য যদি আপনাকে ধনপ্রাণও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা হইলেও আপনি স্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিবেন। আর, আপনি নিজকে একা ভাবিতেছেন কেন? বীরবর নরসিংহ ও কুমার বল্লালসেন আপনার সহায়, তারপর সর্ব্বোপরি ভগবান বাসুদেব সর্ব্বত্রই সুকৃত কারীর সহায়। আপনার সন্দেহের কোন কারণ দেখি না।

বিজয়। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেই গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। সঙ্গে গৌড়েশ্বরের আহ্বানে কামরূপপতি ও কলিঙ্গপতি তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারেন।"

ভট্টজি। "কিন্তু তাহাতেই বা দ্বিধার কারণ কি? "মন্দারগড়" ও দক্ষিণরাঢ় অদ্যাপি কলিঙ্গগণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আপনার শ্বশুরের শেষ বাণী কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? বল্লাল কি তাহার মাতামহের শেষ অনুরোধ বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইয়াছে? দক্ষিণরাঢ় ও মন্দারগড় বিদেশীর পদানত থাকিতে কি অসি কোষবদ্ধ করিতে অভিলাসী?"

বল্লালসেন এতক্ষণ একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মন্দারগড়ের কথায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মন্দারগড় বল্লালসেনের মাতামহের রাজধানী। কলিঙ্গগণ তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তারপর মন্দাররাজ ভগ্নহৃদয়ের নিজরাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া জামাতার রাজধানী বিজয়নগরে উপস্থিত হন। বিজয়সেন তাঁহার রক্ষার্থ নিজরাজ্য বারেন্দ্রী মধ্যে বিজয়নগরে উপস্থিত হন। বিজয়সেন তাঁহার মন্দারগড়ের নামানুসারে মন্দার নামক গ্রাম ও ভবন এবং রঘুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মন্দারপতি নিজের অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আর উদ্যোগ করিতে পারিলেন না—কারণ অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে দৌহিত্র বল্লালকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়া যান "বল্লাল, আমার পুত্র সন্তান নাই—সুতরাং আমার হৃতরাজ্য তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে—কলিঙ্গরাজকে কখনও ক্ষমা করিও না। তুমি আমার রাজ্যের পুনরুদ্ধার কার্য্যে যতদিন বিলম্ব করিবে, ততদিন পরলোকেও

আমার আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। তারপর বল্লাল স্বকীয় খড়্গ স্পর্শ করিয়া মাতামহ শূররাজের আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তিনি বল্লালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্মিতমুখে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" আজি ভট্টজির কথায় বল্লালসেনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মাতামহের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিতেই হইবে—কলিঙ্গরাজের হস্ত হইতে মন্দারগড়ের উদ্ধার করিতেই হইবে।"

ভট্টজি। "অতএব মহারাজ! দেখিতেছি, আজ হউক—কাল হউক, কলিঙ্গরাজের সহিত আপনাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য্য। যদি তাহাই হয়, তবে সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। মদনপালদেব মহারাজ গোপালদেবকে হত্যা করাইয়া ও গোপালদেবের মাতা ও ভগ্নী জীবিতা আছেন জানিতে পারিলে প্রকৃতিপুঞ্জের সহানুভূতি স্বতই তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি মদনপালদেবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, সমগ্র প্রজাপুঞ্জ তাহার পক্ষই অবলম্বন করিবে। গৌড়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। মহারাজ বিগ্রহপালদেবের অভাবে মহীপালদেব গৌড়েশ্বর হইয়া অনৈতিক আচরণ আরম্ভ করিলে এইরূপই ঘটিয়াছিল। সুতরাং আমার মতে, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইলে ইহাই তাহার উপযুক্ত সময়। ইহাতে গৌড়েশ্বর ও তাঁহার মিত্রশক্তি কলিঙ্গরাজ ও কামরূপ-রাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইতে পারে—কিন্তু পরিণামে বিজয়লক্ষ্মী যে আপনারই অঙ্কশায়িনী হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভট্টজি এই বলিয়া নীরব হইলে, বিজয় সেন নরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? কারণ, তোমার মতের উপর আমাদের কর্ত্তব্য অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।"

নরসিংহ এতক্ষণ একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার চিত্তমধুকর ততক্ষণ বোধ হয় মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ ভট্টের উপবন মধ্যে মধুলোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—বোধহয়, সেই উদ্যানমধ্যে যে দিন তিনি চন্দ্রলেখাদেবীকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল—অথবা অবলোকিতেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে চন্দ্রলেখাদেবী তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, হয়তঃ নরসিংহ সেই

কথাই ভাবিতেছিলেন। সহসা বিজয়সেনের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি অতি ব্যস্ততাবে বলিলেন "এ সম্বন্ধে আমার মত আপনাদের মতের বিরোধী নহে।" তারপর একটু স্থির হইয়া বলিলেন "পিতা বলিয়া গিয়াছেন. পালবংশের ধ্বংস নিকটবর্ত্তী। আর তারপর যিনি বরেন্দ্রীর রাজা হইবেন, তিনি মহারাজ বিজয়সেন, অতএব আপনি স্বাধীনতা ঘোষণা করুন—নরসিংহের অসি সর্ব্বকার্য্যে আপনার সহায়তা করিবে। আর এককথা—চিত্রলেখা দেবী ও তাঁহার মাতার প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান যখন আমাদিগকে করিতেই হইবে—তখন বিলম্ব অথবা ভয় করিয়াই বা লাভ কি ?"

নরসিংহের কথায় বিজয়সেন আশ্বস্ত হইলেন। গতযুদ্ধে নরসিংহের রণকুশলতার যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে নরসিংহ সহায় হইলে বিজয়সেনের চেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি একরূপ নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রসন্নতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল।

তখন অনিরুদ্ধভট্ট, বিজয়সেন, নরসিংহ ও বল্লালসেন ঐ সম্বন্ধে আরও অনেকক্ষণ যাবৎ গোপনে পরামর্শ করিলেন এবং শেষে স্থির হইল যে বিজয়নগরে পৌঁছিয়াই বিজয়সেন ও নরসিংহ উভয়ে একত্র হইয়া গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল।

গুহরায় ভাণ্ডারের মোকদ্দমা

(২)

গত অগ্রহায়ণ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় এই মোকদ্দমার বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে,—

"Roy Benode Behari Bose, B. A., Zemindar, Baghbazar

was cited as witness by the plaintiff. He deposed to having seen the deed of gift at a meeting of the Executive Commitee in 1322 B. E. and gave the purport of the Deed." অর্থাৎ—"বাগবাজারের জমিদার রায় বিনোদবিহারী বসুকে বাদীর পক্ষে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। ইনি বলেন যে, ১৩২২ সনের এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে তিনি গুহরায় মহাশয়ের দানপত্র দেখিয়াছিলেন এবং ঐ দানপত্রে কি কি সর্ত্ত ছিল, তাহার সার আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়া দিলেন।"

এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে যত প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই বিনোদ বাবুর সাক্ষ্যই সর্ব্বপ্রধান। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, গত ১৩২০ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে এই টাকার কথা সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হয়। ঐ সনের কায়স্থ-পত্রিকার—মাঘ সংখ্যায় লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম এই—

"সুদের বাকী টাকা (গুহরায় মহাশয়ের চাঁদা বাবদ ৪৲ টাকা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা) কিরূপভাবে সভার উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইবে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া (গুহরায় মহাশয়) আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন।" তারপর অনেক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন অধিবেশনে যে তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যবিবরণীতে পাওয়া যায় না। বিনোদ বাবু বলিতেছেন যে, ১৩২২ সালের এক অধিবেশনে তিনি ঐ দানপত্র দেখিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অধিবেশনের পূর্ব্বেই ঐ দানপত্র সভায় গৃহীত হইয়াছিল। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এমন একটা ঘটনার উল্লেখ কোন না কোন কার্য্যবিবরণীতে অবশ্যই থাকিত কিন্তু আমরা বহুবার খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অধিকন্তু ১৩২৬ সালের কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনের ৪র্থ প্রস্তাবে কায়স্থ-সভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন—"গত অধিবেশনে এ আলোচনা স্থগিত হওয়ার সময় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটী দলিলের মুসবিদা আমাকে দিয়াছিলেন; উহাতে দেখা গিয়াছিল সেখানি একটী নূতন মুসবিদা একারণ, কয়েকজন সভ্য বলিয়াছিলেন—গুহরায়

মহাশয়কে সভাপতি মহাশয়ের নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বুঝাইয়া একটী মীমাংসা করা উচিত।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ১১২৬ সনেও কেবল মাত্র মুসবিদা লইয়াই আলোচনা হইতেছিল। তারপর ১৩২৬ সালের ৪ঠা আশ্বিন তারিখের কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে দাতা মহেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইভাবে কায়স্থ-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ আছে—"অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয় অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর কথা বলিতে আরম্ভ করায় তাঁহার জরাজীর্ণ অবস্থা দেখিয়া অনেকেই বলিলেন—এই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা অসম্ভব।" ইহা হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে মহেন্দ্র বাবু কায়স্থ-সভার অনুকূলে কথা বলেন নাই। তিনি যদি রীতিমত দানপত্র সম্পাদন করিয়া টাকাটা কায়স্থ-সভার হাতেই তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এইভাবে আহ্বান করিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

আবার দেখুন, নগেন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে, "রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে একটী নূতন মুসবিদা দেখাইয়াছিলেন।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে যতীন্দ্র বাবু ঐ মুসবিদা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ মুসবিদায় তাঁহাকে যে ধনরক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি নগেন্দ্র বাবুকে ঐ মুসবিদা দেখাইয়া এই বিষয়ের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্র বাবু এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে কোন প্রকার দানপত্র হইয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না, জানিলে তিনি কখনও নূতন মুসাবিদা গ্রহণ করিতেন না। যতীন্দ্র বাবু পদস্থ ব্যক্তি, তিনি কায়স্থ-সভার একজন উদ্যোগী সভ্য, পূর্ব্বাপর কায়স্থ-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, এই অবস্থায় দানপত্র সম্পাদিত হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার আভাস পাইতেন। তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে 'পূর্ব্বে কোন দানপত্র হয় নাই।' নগেন্দ্র বাবুর উল্লিখিত মন্তব্যেও তাহা প্রমাণিত হয়। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে এক দিকে বিনোদ বাবুর উক্তি, অপর দিকে কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণ, নগেন্দ্র বাবুর মন্তব্য, গুহরায় মহাশয়ের নিজের কথা, এবং যতীন্দ্র

বাবুর দানপত্র গ্রহণ। এখন আমরা কাহার কথা বিশ্বাস করিব? বিনোদ বাবুকে? না, যতীন্দ্র বাবু, নগেন্দ্র বাবু অথবা কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণীকে? পাঠকবর্গ ইহার মীমাংসা করিবেন।

এইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা কায়স্থ-সভার পরিচালকবৃন্দ মোকদ্দমা জিতিয়া মনে করিতেছেন যে, তাঁহারা কায়স্থ-জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন! সারদা বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি নিজের বাড়ীতে কায়স্থ-সভাকে আশ্রয় দিয়া দুর্দ্দিনে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজকে তিনি নিখিল ভারতের কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, আর এখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র—হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর উপর সেই কায়স্থ-সভাই এইরূপ জুলুম করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন! আমরা বুঝিতে পারি না বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজ জীবিত কি মৃত! এইরূপ ভাবে ঋণ পরিশোধের ধারা মানব-সমাজে প্রচলিত হইতে দেখিলে লজ্জায় কি কাহারও বদন অবনত হয় না? শরৎ বাবুর উপর এই যে অত্যাচার হইয়াছে তাহার—আংশিক প্রতিকার করা আমরা সঙ্গত মনে করি। মহেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে ভারতের অন্যান্য স্থানের কায়স্থ-সভাকে কিছু কিছু দিলে, তাহাতে বাঙ্গালার কায়স্থগণের গৌরব বৃদ্ধি পাইত। শরৎ বাবু এই উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার—মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। এই মোকদ্দমায় তিনি যে আর্থিক ক্ষতি ও নানারূপ মানসিক উদ্বেগ, নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি আমাদের গৌরবের জন্য নিঃস্বার্থভাবে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দুই মোকদ্দমায় তাঁহার ৩৪০।৶০ খরচ হইয়াছে, ঐ টাকাটা প্রদান করিতে পারিলেও তাঁহার প্রতি আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমরা এই প্রস্তাব লইয়া সর্ব্ব সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। যাঁহারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে চাহেন, সমাজের মঙ্গলার্থী, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। কায়স্থ-সমাজ আফিসে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট টাকা পাঠাইলে তাহা কায়স্থ-সমাজ পত্রিকায় যথাসময়ে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত হইলে

শরৎবাবুকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন প্রদান করা হইবে। আশা করি তিনি অর্থ এবং অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিবেন।*

শ্রীকেশবলাল ঘোষবর্ম্মা।

* মাননীয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়কে এই প্রকার সাহায্য করার নিমিত্ত ভূতপূর্ব্ব সবজজ রায় শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু বাহাদুর ২০৲ কুড়ি টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়া একখানি নিবেদন কায়স্থ সাধারণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন, এস্থলে আমি তাহা সমাজের সভ্যবৃন্দের সমীপে উপস্থিত করিলাম। কাঃ সঃ সং

নিবেদন।

কায়স্থ-সমাজের সভ্যগণ অবগত আছেন যে ৺ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় তাঁহার নিজ ও তাঁহার স্বর্গীয় মাতা দেবরাণী গুহরায় নামে কায়স্থজাতির হিতার্থে মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা টাকীর জমিদার, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর ও হাইকোর্টের জজ, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র হাইকোর্টের উকিল, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, তাঁহাদিগকে Trustee নিযুক্ত করিয়া উক্ত টাকার উৎপন্ন সুদ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কায়স্থ-সভার হিতার্থে ব্যয় করার বিধান করিয়া গিয়াছেন। উক্ত Trust deedএর নিয়মানুসারে উক্ত আসল টাকা Trustee মহাশয়দের উভয় অথবা একজনার নিকট গচ্ছিত থাকিবে এবং কেবল তাহার সুদই প্রতিসন ব্যয়িত হইবে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা উক্ত নিয়মানুসারে মাত্র সুদের টাকা হইতে ৪৲ টাকা বার্ষিক চাঁদা পাওয়ার অধিকারী ও তদধিক আর কোন দাবী দাওয়া অথবা আসল টাকা হস্তগত করিতে অধিকারী নহে। কিন্তু উক্ত সভা আসল টাকা উহার প্রাপ্য বলিয়া দাবী করাতে তৎসম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ কুমার মিত্র ও কায়স্থ-সভার সম্পাদক রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু মধ্যে পুলিশকোর্টে একটী মানহানির মোকদ্দমা এবং কলিকাতা ছোট আদালতে, উক্ত টাকা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দাবী করায় অপর একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। উভয় মোকদ্দমাই শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় পক্ষ থাকায় তাঁহাকে নানা প্রকার খরচা ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে। কায়স্থ জাতির ও সমাজের উন্নতি সাধন জন্যই নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া তাঁহার এইরূপ একক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে।

একক সমস্ত ব্যয় তাঁহার বহন করা সঙ্গত বোধ হয় না। হয় কায়স্থ-সমাজের ধনকোষ অথবা সকল সভ্যগণের ব্যক্তিগত চাঁদা দ্বারা এই ব্যয় পূরণ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু কায়স্থ-সমাজের ধনকোষের অবস্থানুসারে তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে সভ্যগণের মোকদ্দমা খরচের জন্য সাহায্য করা সঙ্গত বোধে আমি সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে, সভ্যমাত্রেই সাধ্যানুরূপ মোকদ্দমা খরচের আর্থিক সাহায্য কায়স্থ-সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক এই ক্ষতি পূরণ করুন।

নিবেদক
শ্রীশরৎকিশোর বসু
২৪-৯-২৩

আমার প্রশ্নের মূল সূত্র

মাঘ মাসের পত্রিকায় "দেববসু প্রশ্নোত্তর" পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। আমি ঐ বসু মহাশয়ের উত্তরের প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় ছাপান হয় নাই। যে তিনটী প্রশ্নোত্থাপন করিয়াছিলাম তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করা সমাজ-সংস্কারকদের বিশেষ প্রয়োজন।

কায়স্থ-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য, কায়স্থোপাধিক ক্রিয়াহীন ক্ষত্রিয়গণের বর্ণোচিত সংস্কার সকল গ্রহণ করিয়া নিজেদের স্বীয় মর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই মর্য্যাদা রক্ষা তিন প্রকারে সম্পন্ন হয়। প্রথম যজ্ঞোপবীত না থাকিলে আমরা স্পষ্টত দ্বিজত্ব হইতে পতিত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের বিপক্ষেরা আমাদের শূদ্র বলিতে ত্রুটী করিবে না, এমন কি আমাদের পুরোহিতেরাও আমাদের শূদ্র বলিতে দ্বিধা করেন না, এবং আমাদের "সচ্ছূদ্র" বলিয়া আপনাদের "শূদ্রযাজী" আখ্যা হইতে সন্তর্পণে রক্ষা করেন। এই শেষ বিষয়ে আমাদের পুরোহিত ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বেশী বুদ্ধিমান কি মাহিষ্য জাতির পুরোহিতেরা বেশী বুদ্ধিমান, তাহা আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বিশেষ বিবেচ্য। অতএব যে সকল কায়স্থ শূদ্রাখ্যা লইতে নারাজ, এবং আপনাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহাদের সকলেরই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা একান্ত উচিত। কারণ একমাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ দ্বারাই এখন দ্বিজত্ব প্রমাণ হয়; ঐ যজ্ঞোপবীত থাকিলে আর কাহাকেও মুখে দ্বিজত্বের পরিচয় দিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে আমরা আর্য্যশাস্ত্রমতে মন্বাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হই, নতুবা আমাদের ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ ও তন্নিহিত অনুষ্ঠানাদি করা অবৈধ হওয়ায় প্রকৃত ফলপ্রসূ হয় না।

তৃতীয়তঃ যাহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তাহাদের উপবীতী হইয়া সকল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা একান্ত উচিত ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ যদি আমাদের ছেলেদের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃত শাস্ত্রমত ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের সমাজের এত উৎশৃঙ্খলতা ও অবনতি কখনই হয় না। আর্য্যনয় ও আচার ত্যাগ করাতেই

আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তি বিনা অর্থকরী বিদ্যানুশীলন মোহজনক।

উপরোক্ত কারণে আমি লিখিয়াছিলাম—চিত্রগুপ্তদেবের পূজার প্রচলন আমাদের বর্ণোৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায় নয়। কলিকাতার মধ্যে যাঁহারা ঐ পূজা প্রচলন করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় করিতে চান, তাঁহারা যদি সকলেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে বোধহয় আমাদের প্রকৃত উপকার হয়; নতুবা মুখে এক ও কাজে অন্যতর আচরণ করিয়া আমাদের কপটাচারিতা ও অন্তঃসার শূন্যতাই প্রকাশ পায়। যাহাদের কাজ ও কর্ত্তব্য একরূপ নয়, তাহাদের দ্বারা কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। এই দোষেই বাঙ্গালার অধোগতি দিন দিন বাড়িতেছে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। মফঃস্বলবাসী সকলেই বলেন—কলিকাতার বাবুরা যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন, অপর সকলে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ এখন কলিকাতার চাল চলন সকলেই অনুকরণ করেন; অতএব কলিকাতাবাসী, বিশেষ কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজের সভ্য সকলেরই ঐ বিষয়ে দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক।

তাঁহাদের কন্‌ফারেন্স আদির বক্তৃতায় মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহাদের কার্য্য ও কর্ত্তব্য এক হওয়া। তাহা না হইলে বাৎসরিক সভা সমিতি ও চিত্রগুপ্তের পূজায় অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া কি ফল? শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, প্রতিমাপূজার প্রচলন ত্রেতাযুগেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। উহার কারণ, যখন সকলে সকল জীবে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাব ভুলিয়া তাহাদের প্রকৃত সম্মান ও পূজা করিতে বিরত হইল তখনই প্রতিমাপূজা রূপ ঈশ্বরের অনুকল্প পূজা পণ্ডিত মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু পুরুষ বিদ্বেষিগণকে প্রতিমা পূজিত হইয়াও ইষ্টকল্প দান করেন না। (৭ স্ক ১৪ অধ্যায় ৩৪-৪২) অতএব প্রতিমাপূজা ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা নয়, অনুকল্প মাত্র। প্রত্যেক মনুষ্যদেহে বা পুরে ঈশ্বরের যে অংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহার বর্ণোচিত সৎকার না করাকে পুরুষবিদ্বেষ বলা যায়। আবার প্রতিমাপূজার সার্থকতা যাজকের শক্তির উপর নির্ভর করে, কারণ তিনি নিজে শক্তিমান না হইলে কখনও প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন না। এবং প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অভাবে ঐ পূজারও ফলাফল বিশেষরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্যই আমি ঐ চিত্রগুপ্তের পূজার

উপর কটাক্ষ করিয়াছিলাম। ঐ পূজার দ্বারা কেবল যাজকের স্বার্থ সাধন হয়। ঐ পূজা যে এখন কেবল তামসিক হইয়াছে তাহার প্রমাণ, পূজার সময় বাবুদের নিজের বাটীর পূজাত্যাগ করিয়া বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাত্রা; ইহা অপেক্ষা সকলের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া আর্য্যবর্ণধর্ম্ম পালন ও ব্রাহ্মণ সজ্জন মধ্যে আর্য্যবর্ণধর্ম্মের প্রচার করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের বংশোদ্ভব বলিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কারণ যদি চিত্রগুপ্ত প্রথম হইতে দেবশ্রেণীর জীব হন, তাহা হইলে, মনুষ্যশ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব থাকিতে পারে না; বানর জন্তু হইতে ডারউইন্ সাহেবের মনুষ্য জন্ম প্রমাণ প্রয়াস যে রূপ মিথ্যা, সেইরূপ দেবজন্ম হইতে মনুষ্যজন্ম প্রমাণ প্রয়াসও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব একটু মনোনিবেশ করিয়া পড়িলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমেই অনন্ত কার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ছয়টী সূক্ষ্মতম অবয়বকে তদীয় বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব, মানুষ ও তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন (মনু প্রথম, অধ্যায় ১৬।) সূক্ষ্ম ও পরিণামী পঞ্চ তন্মাত্রার সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি আনুপূর্ব্বিকক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে তিনি সৃষ্টি করিলেন। (মনু ১ম অঃ, ২৭)

প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন সে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিলেও, স্বতই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল। (মনু ১ম, ২৮) অতএব ইহার দ্বারা বেশ প্রমাণ হয় যে, দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে কোনরূপ জনক ও জন্য সম্পর্ক থাকিতে পারে না; সে প্রয়াস মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

স্বার্থপর লোক দ্বারা চিত্রগুপ্তের উপকথা অগ্নিপুরাণাদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা কাশীস্থ পণ্ডিতপ্রবর [illegible] সিদ্ধান্তভূষণ তাঁহার "ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকায়" স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া[illegible]

শব্দকল্পদ্রুম পুস্তকে যে সকল আখ্যায়িকা দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা চিত্রগুপ্ত প্রথম হইতেই দেবতা ছিলেন বা মনুষ্য হইতেই পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই আলোচনার বিষয়। যথা,—ভবিষ্যপুরাণে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পর কায়স্থ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণনা করায়, কায়স্থ কখনও চতুর্বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। "পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের বিবরণ অলীক,

আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তি বিনা অর্থকরী বিদ্যানুশীলন মোহজনক।

উপরোক্ত কারণে আমি লিখিয়াছিলাম—চিত্রগুপ্তদেবের পূজার প্রচলন আমাদের বর্ণোৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায় নয়। কলিকাতার মধ্যে যাঁহারা ঐ পূজা প্রচলন করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় করিতে চান, তাঁহারা যদি সকলেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে বোধহয় আমাদের প্রকৃত উপকার হয়; নতুবা মুখে এক ও কাজে অন্যতর আচরণ করিয়া আমাদের কপটাচারিতা ও অন্তঃসার শূন্যতাই প্রকাশ পায়। যাহাদের কাজ ও কর্ত্তব্য একরূপ নয়, তাহাদের দ্বারা কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। এই দোষেই বাঙ্গালার অধোগতি দিন দিন বাড়িতেছে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। মফঃস্বলবাসী সকলেই বলেন—কলিকাতার বাবুরা যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন, অপর সকলে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কারণ এখন কলিকাতার চাল চলন সকলেই অনুকরণ করেন; অতএব কলিকাতাবাসী, বিশেষ কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-সমাজের সভ্য সকলেরই ঐ বিষয়ে দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক।

তাঁহাদের কন্‌ফারেন্স আদির বক্তৃতায় মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহাদের কার্য্য ও কর্ত্তব্য এক হওয়া। তাহা না হইলে বাৎসরিক সভা সমিতি ও চিত্রগুপ্তের পূজায় অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া কি ফল? শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, প্রতিমাপূজার প্রচলন ত্রেতাযুগেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। উহার কারণ, যখন সকলে সকল জীবে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভাব ভুলিয়া তাহাদের প্রকৃত সম্মান ও পূজা করিতে বিরত হইল তখনই প্রতিমাপূজা রূপ ঈশ্বরের অনুকল্প পূজা পণ্ডিত মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় কিন্তু পুরুষ বিদ্বেষিগণকে প্রতিমা পূজিত হইয়াও ইষ্টকল্প দান করেন না। (৭ স্ক ১৪ অধ্যায় ৩৯-৪২) অতএব প্রতিমাপূজা ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা নয়, অনুকল্প মাত্র। প্রত্যেক মনুষ্যদেহে বা পুরে ঈশ্বরের যে অংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহার বর্ণোচিত সৎকার না করাকে পুরুষবিদ্বেষ বলা যায়। আবার প্রতিমাপূজার সার্থকতা যাজকের শক্তির উপর নির্ভর করে, কারণ তিনি নিজে শক্তিমান না হইলে কখনও প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন না। এবং প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অভাবে ঐ পূজার ফলাফল বিশেষরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্যই আমি ঐ চিত্রগুপ্তের পূজার

উপর কটাক্ষ করিয়াছিলাম। ঐ পূজার দ্বারা কেবল যাজকের স্বার্থ সাধন হয়। ঐ পূজা যে এখন কেবল তামসিক হইয়াছে তাহার প্রমাণ, পূজার সময় বাবুদের নিজের বাটীর পূজাত্যাগ করিয়া বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাত্রা; ইহা অপেক্ষা সকলের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া আর্য্যবর্ণধর্ম্ম পালন ও ব্রাহ্মণ সজ্জন মধ্যে আর্য্যবর্ণধর্ম্মের প্রচার করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের বংশোদ্ভব বলিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। কারণ যদি চিত্রগুপ্ত প্রথম হইতে দেবশ্রেণীর জীব হন, তাহা হইলে, মনুষ্যশ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব থাকিতে পারে না; বানর জন্তু হইতে ডারুউইন্ সাহেবের মনুষ্য জন্ম প্রমাণ প্রয়াস যে রূপ মিথ্যা, সেইরূপ দেবজন্ম হইতে মনুষ্যজন্ম প্রমাণ প্রয়াসও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সৃষ্টিতত্ত্ব একটু মনোনিবেশ করিয়া পড়িলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমেই অনন্ত কার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ছয়টী সূক্ষ্মতম অবয়বকে তদীয় বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া তিনি দেব, মানুষ ও তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন (মনু প্রথম, অধ্যায় ১৬।) সূক্ষ্ম ও পরিণামী পঞ্চ তন্মাত্রার সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি আনুপূর্ব্বিকক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে তিনি সৃষ্টি করিলেন। (মনু ১ম অঃ, ২৭)

প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন সে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিলেও, স্বতই সেই কর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিল। (মনু ১ম, ২৮) অতএব ইহার দ্বারা বেশ প্রমাণ হয় যে, দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে কোনরূপ জনক ও জন্য সম্পর্ক থাকিতে পারে না; সে প্রয়াস মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

স্বার্থপর লোক দ্বারা চিত্রগুপ্তের উপকথা অগ্নিপুরাণাদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা কাশীস্থ পণ্ডিতপ্রবর [illegible] সিদ্ধান্তভূষণ তাঁহার "ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকায়" স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া[illegible]

শব্দকল্পদ্রুম পুস্তকে যে সকল আখ্যায়িকা দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা চিত্রগুপ্ত প্রথম হইতেই দেবতা ছিলেন বা মনুষ্য হইতেই পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাই আলোচনার বিষয়। যথা,—ভবিষ্যপুরাণে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পর কায়স্থ চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণনা করায়, কায়স্থ কখনও চতুর্বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। "পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের বিবরণ অলীক,

কায়স্থের নির্ণয়কারের ইহা মত" (২৯ পাতা)। "পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের বিবরণও ঐরূপ অলীক।" (ঐ, ৩৬ পাতা)। "স্কন্দপুরাণে কায়স্থ বংশোদ্ভব চিত্র পরে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন, অতএব চিত্রগুপ্ত হইতে কায়স্থ না হইয়া কায়স্থ হইতে চিত্রগুপ্তোদ্ভব প্রমাণ হয়। (ঐ, ৩৮ ৩৯) "গরুড়-পুরাণে চিত্রগুপ্তের বিংশতিযোজন বিস্তৃত পুরীতে কায়স্থেরা পাপপুণ্য বিচার করেন।" (ঐ, ৪০)

অতএব কায়স্থগণ কেবল মর্ত্ত্যবাসী নন, যমপুরেও বাস করেন। স্কন্দপুরাণে চন্দ্রসেনের পুত্র নিজে ক্ষত্রিয় ঋষির বাক্যে শূদ্রাচারী হন—পরশুরাম ঐ গর্ভস্থ শিশুকে কায়স্থ উপাধি দিলেন। (ঐ, ৪২)

আবার ঐ সকল পুরাণ পড়িলে ইহাও ভ্রম হয়—চিত্রগুপ্ত প্রথমে "কায়স্থ" উপাধি বিশিষ্ট ছিলেন না, তাঁহার বংশজেরা কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হন।

পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চদেববীর্য্য সম্ভূত হইলেও তাঁহাদিগকে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেব বংশীয় বলেন নাই ও দেব ভাবে পূজা করেন নাই, সকলেই তাঁহাদের পাণ্ডব আখ্যাই দেন। অতএব চিত্রগুপ্তের সংশ্রবে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হয় না বরং ঐ রূপ প্রয়াস দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ক্ষত্রিয়ত্বের অনিশ্চয়তারই প্রমাণ হয়। এই কারণেই আমি এই সকল "মর্য্যাদা হানিকর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম।

আমি যে "বিষ্ণুসংহিতার বাক্য স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হউক" লিখিয়াছিলাম, তাহার উদ্দেশ্য—"কায়স্থ" শব্দটী জাতিবাচক নহে, উহা পদবী সূচক। কায়স্থ-সভা "কায়স্থ" শব্দকে জাতিবাচক বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই বিষয় আমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সহিত একমত, কিন্তু সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় যে "কায়স্থ" শব্দের উৎপত্তি গয়াপ্রদেশের শূদ্র রাজা মহানন্দের রাজ্য শাসনকালে হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল, তাহা হইলে কায়স্থ শব্দ বিষ্ণুসংহিতায় ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কিরূপে স্থান পাইবে? এবিষয়ে আমি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলে তিনিও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কারণ মনুসংহিতায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, আমরা যাহাদের "করণ" কায়স্থ বলি মনুসংহিতায় তাহাদের "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন (মনু ১০ অধ্যায় ২২।)

অতএব "করণ" ও "কায়স্থ" এক বর্ণাগত হইলে উভয়েই যে

ক্ষত্রিয় তাহা প্রমাণীকৃত হয়। তবে ঐ সময় কায়স্থ পদবীর সৃষ্টি হয় নাই, তাহা হইলে মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ থাকিত।

বিষ্ণুসংহিতায় "কায়স্থকর-কৃত দলিল রাজসাক্ষিক" বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় ও ঐ সংহিতায় কায়স্থের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে "কায়স্থ" শব্দটী এখনকার "রেজিষ্ট্রার" শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। অতএব যে মত ইংরাজ শাসনকালে রেজিষ্ট্রার শব্দটী "কার্য্যোপযোগী" মাত্র জাতি সূচক নয়,—সেইরূপ আর্য্য রাজ শাসনকালে "কায়স্থ" শব্দটী "কার্য্যোপাধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল বলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।* পরে কালক্রমে ঐ "কার্য্যোপাধি" বংশগত হওয়ায় উহা জাতি-বাচক বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র, উহা বাস্তবিক ঠিক নয়। যথা;—উহা এখনকার বিশ্বাস, চৌধুরী, মজুমদার, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য আদির ন্যায় বংশগত কার্য্যোপাধি—জাতি উপাধি নয়। তাহার প্রধান কারণ কোনও সংহিতাতেই "কায়স্থ" জাতির উৎপত্তি বিবরণ লেখা নাই, যদি কায়স্থ জাতিবাচক হইত, তাহা হইলে কোন না কোন সংহিতায় অম্বষ্ঠাদি জাতির ন্যায় কায়স্থ জাতিরও উৎপত্তি বিবরণ থাকিত। "কায়স্থ" শব্দ বিষ্ণুসংহিতায় ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা উহাদের রাজকর্ম্মচারী রূপেই স্বীকার করা হইয়াছে এবং উহারা যে ঐ সংহিতার সময় রাজাধি-করণে, রাজসভায় বিশিষ্ট পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহারই প্রমাণ হয়। ব্যাস-সংহিতার ১ম ১১ শ্লোকে "কায়স্থ" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার সহিত বিষ্ণুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার "কায়স্থে"র কোনও সংশ্রব থাকিতে পারে না,—ইহা সামান্য চিন্তা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে। শেষোক্ত সংহিতায় কায়স্থ-শব্দ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে হয় উহা যে কোনও কায়স্থ বিদ্বেষীর কার্য্য অথবা ঐ বিধি কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, অথবা ঐ শব্দ দ্বারা পরবর্ত্তী অন্য কোন জাতিকে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কায়স্থ

* লেখক মহাশয় কায়স্থ শব্দটীকে জাতিবাচক স্বীকার না করিয়া কর্ম্মোপাধি বলিতেছেন। এজন্য আমরা তাঁহার মতে একমত হইতে পারিলাম না। জাতি গঠনের শাস্ত্রসম্মত উপায় কয়টি? 'কর্ম্মণি ভূতৌ' এতে কি জাতি হয়, না শমদমাদি কর্ম্মে জাতি হয়? দ্বিতীয়তঃ সানুকূল বাক্যই শাস্ত্রপ্রমাণ বলিব না প্রতিকূল বচনগুলিও বলিব? যদি জাতিগঠনে শাস্ত্রবচন গ্রহণ করিতে হয়। উভয় দিকের বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহার মীমাংসা করাই সাধুসম্মত নতুবা ইতিহাস ও যুক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কাঃ সঃ সং

শব্দের সহিত আধুনিক সমাজ বিখ্যাত কায়স্থের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না, যাহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করেন তাহাদের স্বার্থান্ধ বা তামস প্রকৃতির লোক ভিন্ন কিছু বলা যাইতে পারে না।

ক্ষত্রিয় পুরুষেয় নামের শেষে যে "দেববর্ম্মা" ও স্ত্রীলোকের নামের শেষে যে "দেবী" প্রয়োগ হয় তাহার বিধি মনুসংহিতা দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (২য়, ৩২ শ্লোক) যথা ;—ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে কোন রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোন প্রেষ্য বাচক উপপদ যুক্ত করিবে। সুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রূরার্থের বাচক না হয়, অর্থে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে—মনোহর মঙ্গলবাচক, দীর্ঘস্বরান্ত এবং উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ বুঝায়—স্ত্রীলোকের ঐ প্রকার নাম রাখাই বিধেয়। (মনু—২য়—৩৩)। দেব ও দেবী পদের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, ঐ শব্দ শূদ্রবর্ণ হইতে পৃথক্-জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়। দ্বিজাতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবর্ণের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের নামের শেষেই সংযোগ করা প্রচলন হইয়াছে, ঐ শব্দের ব্যবহারের বিধান কোন স্মৃতির মধ্যে দেখা যায় না। অতএব প্রচলিত প্রথানুসারে সকল দ্বিজাতিই উহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির নামের শেষে কেবল দেবী শব্দ বসাইলে তাহার দ্বারা তাঁহার কোন্ বর্ণ তাহা নির্দ্দেশ হয় না, অতএব উহাদের নামের শেষে পুরুষের নামের মত বর্ণজ্ঞাপক ও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়াণী বৈশ্যাণী ও শূদ্রাণী অথচ শর্ম্মী, বর্ম্মী, গুপ্তী ও দাসী শব্দ ব্যবহার করা উচিত। শর্ম্মন্ শব্দের অর্থ "সুখ" "মঙ্গল" (মনু ২ অ ৩১।৩২)।

সরকার মহাশয়ের শেষ দুই লাইনের অর্থ বুঝিলাম না। উহা একটু বিশদ করিয়া লিখিলে ভাল হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার যে "প্রজারক্ষেৎ কায়স্থেভ্যঃ" বাক্যের প্রয়োগ আছে, তাহা কোন প্রকারে অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ ঐ সকল সংহিতার সময় মানুষ যে একবার, দেব প্রকৃতির লোক ছিল তাহা স্বীকার করা যায় না এবং যাহারা রাজাধিকরণে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজ করাদি আদায় করিতেন বা অধীনস্থ ভূম্যাধিকারী হইয়া যে প্রজাপীড়ন করিতেন না, তাহা কখনই সম্ভব নহে, অতএব উহা স্বজাতির অসম্মানসূচক

হইলেও ঘটনা সত্য হইলে কখনই উহা উপেক্ষা করা উচিত নয়।* যাহাদের এখনকার রাজ কর্ম্মচারীদের সহিত সংস্রব আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, ঐ শ্রেণীর লোকের দ্বারা জনসাধারণে কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সেইজন্যই আর্য্য ঋষিগণ রাজাকে গুপ্তচর দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মচারীর শাসন বিধানের ব্যবস্থা করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এখনকার আইন মত অনুযোগকারীর উপর প্রমাণের ভার দিয়া রাজ কর্ম্মচারীদের রক্ষা করিবার বিধান তখন ছিল না।

যদি বিষ্ণুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার বাক্য দ্বারা "কায়স্থকে" পদস্থ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় যে "কায়স্থ পদবী প্রাপ্ত" রাজকর্ম্মচারীগণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত। যে হেতু—আর্য্য শাসনকালে ঐ দুই বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের রাজাধিকরণে কার্য্য করিবার অধিকার ছিল না, এবং বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার বিধানই মন্বাদি সংহিতায় স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে। (মনু ৮ অঃ ৪১ ৮) অতএব কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে অভিন্ন নহে ইহা বুঝা যায় ; তবে এ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা তখন চাকরী উপজীবী হইতে কুণ্ঠিত হইতেন, উহাকে শ্ব বৃত্তি বলিয়া তাঁহারা ত্যাগ করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকটী বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত রাজকর্ম্মচারী বা রাষ্ট্রিয়কা ছিলেন তাহা নিশ্চিত হইবে।

শ্রীধনকৃষ্ণ দেববর্ম্মবিশ্বাস।

প্রিয়বালার পরলোকে

কেন ফুটে ছিলে ফুল! বিজন কাননে ?
না সঁপিতে দেবতায়, অকালে শুকায়ে হায় ;
ঝড়িয়া পরিয়া গেলে কিশোর জীবনে !

---

* যাজ্ঞবল্ক্যের বচনটীকে যদি (রাজা) যৈঃ কৈরপি বিশেষতশ্চ চাটতস্করদুর্বৃত্ত মহাশাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানাপ্রজাঃ কায়স্থৈঃ (প্রধান রাজপুরুষৈঃ) রক্ষেৎ, তথাহি চাটাদীনামতি দুর্বৃত্ততয়া তৈ র্বাধিতানাং প্রজানা সাধারণজনৈঃ রক্ষণাসম্ভবাৎ তেষাং রক্ষণে রাজা সুবিচক্ষণান্ শক্তিশালীনঃ কায়স্থান্ বিশেষেণ নিয়োজতীতিভাবঃ। এইরূপ অন্বয় করিলে কি আর স্বজাতির কুৎসা করিতে হয় ? কাঃ সঃ সং।

ফুটেছিলে কেন ফুল ! সংসার উদ্যানে ?
কার শাপে দেববালা, এ মরতে জনমিবা
আবার চলিয়া গেলে অমর ভবনে,
আঁধার জনম ভূমে তোমার বিহনে !
বিহগ না গাহে হেথা, "কোথা পিউ পিউ কোথা"
শ্মশান সমান সেথা তোমার মরণে,
ফুটিত না আর ফুল এমন শ্মশানে
যেখানে গিয়াছ তুমি সে অতি পবিত্র ভূমি
থাক ফুল দিন দুই নন্দন কাননে
আবার হইবে দেখা সেই "শুভদিনে।"

শ্রীমতী হেমনলিনী বসু

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভা সমিতি :—

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন। মুসলমানপর্ব্ব ইদের বন্ধে, আগামী ৪ঠা ও ৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্র ও শনিবার, বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন [redacted] হইবে স্থির হইয়াছে। স্বজাতি হিতৈষী সুহৃদবৃন্দ যথানির্দ্দিষ্টকালে মহাধিবেশনে যোগদান করিয়া আপনার স্ববর্ণ বিহিত অধিকার রক্ষণে যত্নবান হইবেন। যাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাঁহারও আপনার সংশয়গুলি যাহাতে নিরাকৃত করিতে পারেন তাহারও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সভায় কোন অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা জন্য দেশপ্রসিদ্ধ জনৈক মহামহোপাধ্যায়োপাধিক নৈয়ায়িক এবং কোন প্রখ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত দয়া করিয়া উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন।

কয়াপাট-কায়স্থ-সমিতি। হুগলী জেলার কয়াপাট গ্রামের এই সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন গত ২৬শে কার্ত্তিক মেদিনীপুর কাদড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। সভাপতি স্বীয় অভিভাষণে অনুবীতি কায়স্থবৃন্দকে অগৌণে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রীসূত্র গ্রহণের জন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ইলুহার-মহিলা-সমিতি। বরিশাল ইলুহার-মহিলা-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সেদিন যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা শশিকলা দেবী স্বীয় অভিভাষণটী বাল-বিধবার পুনঃ বিবাহ লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, এবং ঐ অঞ্চলের কতিপয় বালিকা কিরূপ অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় হৃদয়বান ব্যক্তির পুনরাগমনের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য শেষ করিয়াছেন।

কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডল। গত ১৯শে ফাল্গুন 'দোলোৎসবের' দিন মিত্র-মণ্ডলে একটী কায়স্থ সম্মেলন হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের ও বঙ্গের অনেক গণ্য মান্য কায়স্থ-সন্তান এই সম্মেলনে যোগ দান করিয়া জাতীয় উন্নতি বিষয়ে ও পরস্পর সৌহৃদ্য স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

রাজসাহি-কায়স্থ-সমিতি। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষচৌধুরী সংবাদ দিতেছেন—কায়স্থ জাতির উন্নতিকামী প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা এই সমিতির আহ্বানে এখানে আগমন করিয়া ১৭ই ফাল্গুন ৺ হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসায় শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ১৯শে তারিখে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ভবনে মহিলাদের, তৎপর ধর্ম্মসভায় ও সাধারণ সভায় কয়েকটি বক্তৃতা করেন, তৎফলে ১০ ও ১৪ই চৈত্রে কতিপয় অনুপবীতী কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া দিন স্থির হইয়াছে।

প্রচার :—

আমাদের প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার গত মাসে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন, বক্তারপুর ব্রাহ্মণগাঁও, সোণারগাঁও, বারপাড়া, শিলমান্দী,

সাধারচর 'খাসহাওলা, মালতী প্রভৃতি গ্রামে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কয়েকটী সভা করিয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা এবং বিবাহে দাবী দাওয়া করার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া দেন; ইহার ফলে ৮৬ জন কায়স্থ সন্তান উপবীত হন।

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতিপয় গ্রামে প্রচার করিয়া কয়েকজন কায়স্থ সন্তানকে ক্ষত্রিয়োবর্ণোচিত সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করান। যথা স্থানে এই সকল লিখিত হইল।

উপনয়ন :—

আমাদের সমাজের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু বর্ম্মা লিখিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার প্রচেষ্টায় গত ২৯শে কার্ত্তিক, ঢাকা তাঁতিবাজারে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া মোক্তার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু, কালেক্টারীর নায়েব মহাফেজ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু, ইন্দ্রমোহন বসু, হিমাংশুকুমার বসু, সুধাংশুকুমার বসু, ইদিলপুর নলমুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নির্ম্মলকুমার গুহ, অমলকুমার গুহ, বিমলকুমার গুহ, এবং সাহিত্যমহারথী রায় বাহাদুর ৺কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের পৌত্র কবি শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীনিধিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীকান্তপ্রসন্ন ঘোষ এবং কায়েতপাড়ার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রকুমার গুহ এই ১৪জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং কণোজ নিবাসী শ্রীযুক্ত ছত্রধারী পাড়ে তার্কিকসিংহ, রামকিশোর বিদ্যারত্ন, মদনমোহন বিদ্যানিধি, যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার, শ্যামচরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ও উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত উপস্থিত থাকেন।

রংপুর হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা লিখিয়াছেন—রংপুর কায়স্থ-সভার যত্নে গত ১৪ই মাঘ যশোহর কাজলী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেব সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দেবসরকার নিজবাসায় যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিদ্যা-বিনোদ আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৪ই মাঘ, ১৩২৯। ঢাকা—শিলমান্দী। নারায়ণগঞ্জের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে হরকিশোর

বাবু স্বয়ং, শ্রীযুক্ত রমেশকিরণ পাল, স্বদেশকিরণ পাল, দীনেশকিরণ পাল, রণেশকিরণ পাল, শরচ্চন্দ্র দত্ত, পদ্মলোচন দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন দত্ত, কালীপ্রসন্ন দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র কর, খগেন্দ্রচন্দ্র কর, নৃপেন্দ্রচন্দ্র কর, নৃত্যগোপাল দেব রায়চৌধুরী, পূর্ণগোপাল দেব রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র দেব রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, রাখালচন্দ্র দেব, মনোরঞ্জন দাসভৌমিক, বিনোদরঞ্জন দাসভৌমিক নেপালচন্দ্র দাস, প্যারীমোহন দাস, জগচ্চন্দ্র দেব, আনন্দমোহন দাস, বিপিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার সেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র কর, সাং শীলমান্দী; মুলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন দত্ত, অনন্তকুমার দত্ত; হুগুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ধর, নরেন্দ্রচন্দ্র ধর, রামকুমার দাস, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রচন্দ্র দাস; মামুদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, জিতেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, চারিতালুক নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন দাস; হাসকর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইমোহন দাস, রসুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত রায় বিশ্বাস এই ৪৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্র্যুপনয়ণ গ্রহণ করেন।

৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯। ঢাকা-শিলমান্দী। নারায়ণগঞ্জের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল ঘোষ, রাজেন্দ্রচন্দ্র ধরভৌমিক, কুমুদরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, লোকেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সুকুমার দেব, রমণীমোহন চন্দ, মোহিনমোহন চন্দ, অনুকূলচন্দ্র সেন; হুগুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চন্দ, অনাথবন্ধু চন্দ, মদনমোহন চন্দ, সুধন্যমোহন চন্দ, নরেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস; মামুদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস; চরসুজাপুরের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাস; মুলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দত্ত, সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল; আসমানচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন, কালীকিশোর সেন, কুলচন্দ্র দাস, নিরোদচন্দ্র দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র দাস, নবকিশোর দাস, নগেন্দ্রচন্দ্র দাস, রাজমোহন দাস, রমণীমোহন চন্দ, অবনীমোহন চন্দ, শচীন্দ্রচন্দ্র চন্দ, উপেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস এই ৩৬ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করেন। এই ৩ই কেন্দ্রে যে ৭৯জন উপবীতী হইলেন প্রচারক শ্রীশবাবুর যত্নে এবং স্বজাতি হিতৈষী প্রবীনউকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের ব্যয়ে;

সাধারচর 'খাসহাওলা, মালতী প্রভৃতি গ্রামে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কয়েকটী সভা করিয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাহাদের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা এবং বিবাহে দাবী দাওয়া করার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া দেন; ইহার ফলে ৮৬ জন কায়স্থ সন্তান উপবীত হন।

প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতিপয় গ্রামে প্রচার করিয়া কয়েকজন কায়স্থ সন্তানকে ক্ষত্রিয়োবর্ণোচিত সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করান। যথা স্থানে এই সকল লিখিত হইল।

উপনয়ন :—

আমাদের সমাজের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু বর্ম্মা লিখিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার প্রচেষ্টায় গত ২৯শে কার্ত্তিক, ঢাকা তাঁতিবাজারে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া মোক্তার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু, কালেক্টারীর নায়েব মহাফেজ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু, ইন্দ্রমোহন বসু, হিমাংশুকুমার বসু, সুধাংশুকুমার বসু, ইদিলপুর নলমুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, নির্ম্মলকুমার গুহ, অমলকুমার গুহ, বিমলকুমার গুহ, এবং সাহিত্যমহারথী রায় বাহাদুর ৺কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের পৌত্র কবি শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীনিধিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীকান্তপ্রসন্ন ঘোষ এবং কায়েতপাড়ার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রকুমার গুহ এই ১৪জন বঙ্গজ কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করেন। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং কণোজ নিবাসী শ্রীযুক্ত ছত্রধারী পাড়ে তার্কিকসিংহ, রামকিশোর বিদ্যারত্ন, মদনমোহন বিদ্যানিধি, যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার, শ্যামচরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ও উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত উপস্থিত থাকেন।

রংপুর হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা লিখিয়াছেন—রংপুর কায়স্থ-সভার যত্নে গত ১৪ই মাঘ যশোহর কাজলী নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দেব সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দেবসরকার নিজবাসায় যথারীতি ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিদ্যা-বিনোদ আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৪ই মাঘ, ১৩২৯। ঢাকা—শিলমান্দী। নারায়ণগঞ্জের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে হরকিশোর

বাবু স্বয়ং, শ্রীযুক্ত রমেশকিরণ পাল, স্বদেশকিরণ পাল, দীনেশকিরণ পাল, রণেশকিরণ পাল, শরচ্চন্দ্র দত্ত, পদ্মলোচন দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন দত্ত, কালীপ্রসন্ন দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র কর, খগেন্দ্রচন্দ্র কর, নৃপেন্দ্রচন্দ্র কর, নৃত্যগোপাল দেব রায়চৌধুরী, পূর্ণগোপাল দেব রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র দেব রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, রাখালচন্দ্র দেব, মনোরঞ্জন দাসভৌমিক, বিনোদরঞ্জন দাসভৌমিক নেপালচন্দ্র দাস, প্যারীমোহন দাস, জগচ্চন্দ্র দেব, আনন্দমোহন দাস, বিপিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার সেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র কর, সাং শীলমান্দী; মূলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন দত্ত, অনন্তকুমার দত্ত; হুণ্ডলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ধর, নরেন্দ্রচন্দ্র ধর, রামকুমার দাস, উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রচন্দ্র দাস; মামুদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, জিতেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, চারিতালুক নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন দাস; হাসকর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইমোহন দাস, রসুনিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত রায় বিশ্বাস এই ৪৩ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে বৈদিক সাবিত্র্যুপনয়ণ গ্রহণ করেন।

৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯। ঢাকা-শিলমান্দী। নারায়ণগঞ্জের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল ঘোষ, রাজেন্দ্রচন্দ্র ধরভৌমিক, কুমুদরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, লোকেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সুকুমার দেব, রমণীমোহন চন্দ, মোহিনমোহন চন্দ, অনুকূলচন্দ্র সেন; হুণ্ডলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চন্দ, অনাথবন্ধু চন্দ, মদনমোহন চন্দ, সুধন্যমোহন চন্দ, নরেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস; মামুদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস; চরসুজাপুরের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাস; মূলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দত্ত, সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল; আস্মানদিচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সেন, কালীকিশোর সেন, কুলকচন্দ্র দাস, নিরোদচন্দ্র দাস, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র দাস, নবাকিশোর দাস, নগেন্দ্রচন্দ্র দাস, রাজমোহন দাস, রমণীমোহন চন্দ, অবনীমোহন চন্দ, শচীন্দ্রচন্দ্র চন্দ, উপেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস এই ৩৬ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করেন। এই ৩ই কেন্দ্রে যে ৭৯জন উপবীতী হইলেন, প্রচারক শ্রীশবাবুর যত্নে এবং স্বজাতি হিতৈষী প্রবীনউকিল শ্রীযুক্ত হরকিশোর পাল মহাশয়ের ব্যয়ে;

তাঁহার কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমরা স্বজাতি হিতৈষী মহাত্মাদিগকে শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবুর এই আদর্শ গ্রহণকরিতে অনুরোধ করি।

৯ই ফাল্গুন ১৩২৯। ঢাকা-আধুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সিংহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সোম, যতীন্দ্রচন্দ্র সোম, বিজয়চন্দ্র সোম, কুঞ্জমোহন সোম, রাজেন্দ্রচন্দ্র সোম, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রচারক শ্রীনবাবুর প্রযত্নে এই ৭টি বঙ্গজকায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী ও যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩২৯। পাবনা—সোনতলা কেন্দ্র। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সরকার, বঙ্কুবিহারী সরকার, শশিভূষণ সরকার, শ্রীমন্তলাল সরকার, মাখনলাল সরকার, গণেশচন্দ্র সরকার এই ৬টী বারেন্দ্র কায়স্থ সন্তান প্রচারক গণেশ বাবুর প্রযত্নে যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ করেন।

বিবাহ :—

৬ই আষাঢ় ১৩২৯। পটলডাঙ্গা। কাশীপ্রবাসী বঙ্গজ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমারের সহিত,কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মার দ্বিতীয়াকন্যা শ্রীমতী সুধাময়ীর শুভ পরিণয়ের পাত্র পক্ষে কিছু মাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই।

২৪শে মাঘ ১৩২৯। কোচবিহার। গজলডুবা চাবাগানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্রের সহিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয়াকন্যা শ্রীমতী সুচারুশীলার শুভ পরিণয়ে ফণীবাবু কিছুমাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২৯। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রকুমারের সহিত বাগুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষের দ্বিতীয়াকন্যা শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর শুভ পরিণয়ে বরকর্ত্তা কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই।

১২ই ফাল্গুন, ১৩২৯। থিয়াটার রোড। ঘুঘুডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বিমলানন্দ রায়ের সহিত, তাড়াশের কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সাগরিকার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহের বিরাট আয়োজনে বঙ্গের চারি

শ্রেণীর বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তান এবং সহরের জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি গণ্যমানগণ রায় বাহাদুরের ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। বিবাহের পরেরদিন অপরাহ্নে একটী আন্তর্গণিক ভোজ হয়। জানিতে পারিলাম, ছোটকুমার বাহাদুর উপবীত হইয়া কন্যা সম্প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাদববাবুর আপত্তিতে তাহা হয় নাই।

শ্রাদ্ধ :—

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। কোচবিহার। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বর্ম্মভারতীভূষণ মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে তদীয় পুত্র শ্রীমান রাজেন্দ্রচন্দ্র পালিতবর্ম্মা ক্ষত্রিয়োচিত ত্রয়োদশাহে স্বীয় মাতৃদেবীর আদ্যকৃত সম্পন্ন করেন। অখিলবাবুর পুরোহিত এই কার্য্য করান।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৯। ঢাকা ফৌজদারীর মহাফেজ শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় বর্ম্মার পরলোক গমনে, তাঁহার স্নেহাস্পদ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় বর্ম্মা তৎপিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন।

প্রেরিত পত্র :—

নবীনগরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র সিংহ নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশার্থ প্রেরণ করায় এস্থলে উহা প্রকাশিত হইল।

ফাল্গুনসংখ্যা "কায়স্থ-সমাজ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মমজুমদার মহাশয় যে তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন ঐ তিনটি প্রশ্ন বস্তুতই ভাবিবার বিষয়। প্রিয়নাথ বাবু যে "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ" এবং "ওঁ মৎস্যা ধারায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পুরোহিতের মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, তাহা হইবারই কথা। ব্রত, পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে অধিকাংশ স্থলেই পুরোহিত ঠাকুর এই ভাবেই মন্ত্র পড়াইয়া আসিতেছেন এবং দেখিয়া শুনিয়া আমরাও অবাক হইয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর শিক্ষিত অনেক লোকের সঙ্গেই ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, অনেক স্থলেই সদুত্তর পাই নাই। কেহ কেহ বলেন "পুরোহিতকে আমরা সেরূপ ভাবে দক্ষিণা দেই না, কাজেই ভাল পুরোহিত পাওয়া যায় না, পুরোহিত পেটে না খাইয়া অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারেন না।" অবশ্য পুরোহিতের দক্ষিণাদি কার্য্যের গুরত্ব অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় শুধু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইবে না। পুরোহিত যদি বুঝেন যে মন্ত্রাদির অর্থ সম্বন্ধে যজমানের

বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই সে স্থলে কোনও কোনও পুরোহিত যবেস্থপে কোনও মতে কাজ সমাধা করিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিবেনই। অপর দিকে ব্রত, পূজা ও বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার কার্য্যের মন্ত্রাদির অর্থ যজমান ত বুঝিতে পারেনই না পুরোহিতগণও তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন না। কাব্যনিধি, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত অনেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে কিন্তু তাঁহারাও সকল-গুলি মন্ত্রের অর্থ জানেন না ও বলিতে পারেন না। বৈদিক মন্ত্রগুলির অর্থ জানিবারও সহজ কোনও উপায় নাই। এমতাবস্থায় পুরোহিতকে শুধু দক্ষিণা বেশী করিয়া দিলেই কোন ফল হইবে না।

পুরোহিতের ইচ্ছা থাকিলেই বা তিনি মন্ত্রের অর্থ কোথায় শিখিবেন? যদিও কয়েকখানি পুরোহিত কর্ম্মেরবহি বাজারে বাহির হইয়াছে, কোনও গ্রন্থকারই মন্ত্রগুলির টীকা বা অর্থ লিখিতে প্রয়াস পান নাই। "সর্ব্ব-সৎ কর্ম্মপদ্ধতি" নামধেয় পুস্তক দেখিলাম, তাহাতে শুধু সামবেদীয় মন্ত্রগুলির স্থানে টীকা রহিয়াছে কিন্তু যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের কোনও টীকাই নাই সুতরাং মন্ত্রগুলির অর্থ সর্ব্বসাধারণের জানিবার কোনও উপায়ই নাই। আমার মনে হয়, ব্রত, পূজা ও বিবাহ শ্রাদ্ধাদি দশবিধ সংস্কার কার্য্যের যাবতীয় মন্ত্রের অন্বয়, টীকা এবং বঙ্গানুবাদ যদি বাহির হইত, তাহা হইলে পুরোহিত যজমান উভয়েই মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারিতেন; এই অবস্থায় স্বতই পুরোহিত একটু সাবধান হইবেন এবং মন্ত্রাদিও বিশুদ্ধ রূপে পাঠ করিবেন, বিশেষতঃ পুরোহিত যদি জানেন যে, মন্ত্রগুলির অর্থ বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায় এবং যজমানও ঐ মন্ত্র ও অর্থ অজ্ঞাত নহে, তাহা হইলে বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া পুরোহিত ঠাকুর যজমানের বাড়ী আসিতে সাহসীই হইবেন না সুতরাং প্রিয়নাথ বাবুর "কিং কর্ত্তব্যম্?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই—কায়স্থ-সমাজ হইতে চেষ্টা করিয়া সমস্তগুলি মন্ত্রের বিশুদ্ধ অন্বয়, টীকা এবং বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করাই সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিকার। আমি "কায়স্থ-সমাজের সুযোগ্য সম্পাদক, মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রি মহাশয়ের নিকট ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, পত্রোত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, অনুবাদ বা সংগ্রহ করিতে পারিলে তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। আমাদের সমাজের হিতৈষীগণের মধ্যে কি

এমন কেহই নাই, যিনি সমাজের ও হিন্দু জাতির কল্যাণার্থ পূর্ব্বোক্ত কাজে সময় ব্যয় করিতে পারেন? মন্ত্রের অর্থগুলি জানিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে উপনয়ন গ্রহণ না করায় আমাদের বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পুরোহিতগণ কি ভাবে করান এবং আমরাই বা নিজের বিবাহ কিম্বা স্বর্গীয় পিতামাতার শ্রাদ্ধ কিভাবে কতটুক কার্য্য করিয়া থাকি; মন্ত্রের অর্থ বাহির হইলেই আমাদের সমাজের চক্ষু খুলিবে এবং উপনয়ন গ্রহণ করা যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য তাহা সমাজের লোক নিজ হইতে বুঝিতে পারিবেন। "কায়স্থ-সমাজ" পত্রিকায় অনুবাদাদি ক্রমে ক্রমে বাহির হইলে পত্রিকাও কাটতি বাড়িবে এবং তাহাতে আমাদের প্রচার কার্য্যের অনেক সহায়তা হইবে।

প্রিয়নাথবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমার মত এই যে বিবাহে নাপিত পরিহার করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অথবা ঠিক মন্ত্রানুযায়ী কাজ করা উচিত।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই—শ্রাদ্ধে বৃষ উৎসর্গীকৃত হওয়ার পর তাহা কাহাকেও দান করা একান্ত অকর্ত্তব্য এবং পাপের কার্য্য। শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলির অর্থ তলাইয়া দেখিলেও দেখা যায় যে, গো রক্ষা ও বৃদ্ধিই বৃষোৎসর্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল। শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেশবাসী সকলের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন যেন কেহ উৎসর্গীকৃত গো-বৎসকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে বাধা না দেন; এমতাবস্থায় অমুক গরুটী গোয়ালা পাইবে, অমুকটী পুরোহিত পাইবে এবং গোয়ালা ও পুরোহিত হয়তঃ পরক্ষণেই এক কসাই কিম্বা গোখাদকের নিকট বিক্রয় করিবে, ঐ ধারণা মনে মনে থাকা সত্তেও বৃষোৎসর্গ কিম্বা গাভী দান কি পাপের কার্য্য নয়? আমার মনে হয় শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ংই উৎসর্গীকৃত গো-বৎসগুলি কিম্বা গাভী নিঃস্বার্থভাবে পালন করা অথবা কো ও গো রক্ষিনী সভার হাতে ঐগুলি সমর্পণ করিয়া দেওয়া অথবা কাহাকেও দান করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য ছাড়িয়া দেওয়ার পর দেশবাসী কোনও ব্যক্তি যদি উৎসর্গীকৃত গরুটী অপহরণ করে ঐ পাপের ভাগী সেই হইবে, তাহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তার কোনও পাপ অর্শিবে না। এই তিনটীর কোনও পন্থাই যদি সম্ভবপর ও সঙ্গত বিবেচিত না হয় তাহা হইলে প্রিয়নাথবাবুর কথিত অনুকল্পের আশ্রয় দেওয়া যায় কিনা সেইটীই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

শ্রীভারতচন্দ্র সিংহ।

সংগ্রহ ঃ—

শ্রীপাঠ খেতুরী। খেতুরী রাজসাহীবাসীর গৌরব স্থল। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কায়স্থ-কেশরী, নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম দত্ত, যিনি স্বীয় বিদ্যা,জ্ঞান, উদারতা, নির্লিপ্সা, প্রভৃতি অনন্যসাধারণ গুণ নিচয় প্রভাবে কায়স্থ বংশোদ্ভব হইয়াও, চিরাভিমানী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক 'ঠাকুর' ও 'মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। যিনি পৌরাণিক সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে সম্ভতঃ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, যিনি ঐশ্বরিক শক্তির বলে অনেক ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতাগুরু হইয়াছিলেন, যিনি এবম্বিধ সম্মানিত হইয়াও নিজকে নীচ করিবার অবসর পাইবার জন্য স্বরচিত গীতাবলিতে "নরোত্তম দাস" ভিন্ন অন্য কোন উপাধি ব্যবহার করিতেন না, তিনিই এই খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত. শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন রাধারমণ, রাধাকান্ত এই ছয়টি বিগ্রহ ও তাঁহাদিগের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। (হিন্দুরঞ্জিতেকা, ২২।৪।২৯)

মাইতির উপাধি ও জাতি কায়স্থ। শুনিলাম সার্ত্তার শ্রীতারকনাথ মাইতি ও শ্রীভোলানাথ মাইতি নাকি কায়স্থ। পূর্ব্ব পুরুষগণের ভ্রমক্রমে তাঁহাদের এতদিন "মাইতি" উপাধি চলিয়া আসিতেছে। এজন্য তাঁহারা উক্ত "মাইতি" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া দত্ত উপাধি গ্রহণ জন্য কলেক্টর মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা ও রেকর্ড সংশোধন করিবার দরখাস্ত করিয়াছেন।

আমাদের মনে আছে, উকীল বাবু ত্রৈলোক্যনাথ পাল মহাশয় এক সমিতি সংগঠন করিয়া মাহিষ্যগণকে উপদেশ দেন হাতী, ঘোড়া, মহিষ, ভুঞা, মিদ্দা, জানা, সাউ ইত্যাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থের যে, ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, সিংহ ইত্যাদি যে সকল উপাধি আছে তাহাই গ্রহণ করা হউক। এ সংবাদ মেদিনীপুর-হিতৈষীতে প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ ডবলিউ এ রয়েড মহোদয় ত্রৈলোক্য বাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার যুক্তি পরিহার করিতে উপদেশ দেন। তদবধি সে সমিতির কোন সংবাদ পাই নাই। তাঁহারা উপাধি পরিত্যাগের পরামর্শ করিয়াছিলেন,জাতি ত্যাগের নহে।

এখন দেখিতেছি সার্ত্তার মাইতি মহাশয়দিগের কেহ কেহ শুধু এই উপাধি বর্জ্জনে বদ্ধ পরিকর নহেন, জাতিরও দাবী করিতেছেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ কোন ধর্ম্মে, কোন জাতিতে হইয়াছে? প্যাটেল বিল এখনও পাশ হয় নাই! ইতোমধ্যেই উপাধি বর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে!

আমরা আশা করি, কলেক্টর মহোদয় এ বিষয়ে বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন। কায়স্থগণও সাবধান হউন। (মেদিনীপুর হিঃ, ১লা মাঘ ১৩২৯।)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন ঃ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানাইয়াছেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী নির্ব্বাচনের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে। যে সকল গ্রাজুয়েট ১৯১৫ সনে ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন,তাঁহারা নির্ব্বাচনাধিকার পাইবেন। এল, এম, এস উপাধিধারী ডাক্তারগণও ভোট দিতে পারিবেন। এই শ্রেণীভুক্ত গ্রাজুয়েটগণেরও মধ্যে যাঁহারা ভোট দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণ সহ আবেদন পত্র আগামী ৭ই এপ্রিলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(১) সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা। (২) বর্ত্তমান ব্যবসায়। (৩) বাসস্থান।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে বৎসর ও যে ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন, তাহা ও যে কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়াছেন তাহার নাম। যাঁহারা এদেশে বাস করেন তাঁহারাই ভোট দিতে পারিবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার :—

মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রচারার্থ যে ২০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার বাকী ৭৫৲ টাকা তিনি সম্প্রতি পাঠাইয়া দেওয়ায় ধন্যবাদের সহিত উহা গৃহীত হইয়াছে।

প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচার কালে ২৩॥০ পাথেয় সংগ্রহ করেন, তাহা প্রাপ্তি স্বীকৃত হইতেছে।

বিখ্যাত লর্ড নেলসন সিগারেটের এজেণ্ট জে,এন্. পাল এণ্ড কোংর ১৯২৩ ইংরেজী সনের একখানি দিন পঞ্জিকা তাঁহার ১৪২নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের দোকান হইতে উপহার পাইয়া ধন্যবাদের সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আয়ুর মাণ :—

ব্রহ্মদেশে দানব্য সহরের সান্নিধ্যে কিৎগানথাইক নামক গ্রামে একটী করণ জাতীয়া স্ত্রীলোক ১৬১ বৎসর বয়েসে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম দাওজায়ু। ইং ১৭৬১ খৃঃ ইঁহার জন্ম হয়, নানা কারণে ইহা বিশ্বাস করা যায়। এই বৃদ্ধার চারি কন্যা এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া ১০৫ লোক জীবিত আছে। তাঁহার বড় কন্যা মাথোর বয়স বর্ত্তমানে ১২০ বৎসর। বৃদ্ধা জীবনে একবার মাত্র বসন্তরোগে ভোগেন। তাহা ছাড়া

আর কখন তাঁহার কোন ব্যারাম হয় নাই। যুবতী অপেক্ষাও তিনি শক্তিমতী। সম্প্রতি আবার জানিতে পারা গিয়াছে, চীনদেশে এক বৃদ্ধ জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স এই ১৬৩তে পদার্পণ করিয়াছে, বৃদ্ধ দরিদ্রতা প্রযুক্ত রাজ সরকার হইতে মাসহারা পাইয়া থাকেন।

কৃষ্ণনাথ কলেজ :—

আগামী জুলাই মাস হইতে এই কলেজের বাণিজ্য (Commerce) শিক্ষা বিভাগে ছাত্র লওয়া হইবে। শিক্ষার্থী অন্ততঃ ম্যাট্রিক্ পাশ হওয়া চাই। দুই বৎসর পড়িয়া পাশ করিলে এই কলেজ হইতে B. Com. উপাধি দেওয়া হইবে।

আজকাল বহু B. A. M. A. কেও চাকরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, এরূপ শুধু, অর্থকরী উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায় বিফল মনোরথ হওয়ার ফল। এজন্য এখানে ম্যানাজারী, সেক্রেটারীর কার্য্য, হিসাব রক্ষকের কার্য্য, ব্যাঙ্কের সহকারীর কার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র, দেশীয় কি বিদেশীয় যে কোন সদাগর আফিসে যাহাতে অনায়াসে উচ্চবেতনে চাকরী পাইতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এই কলেজের ছাত্রদিগের সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, ঐরূপ আশ্বাস দিয়াছেন, কলেজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নীলরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে এরূপ জানাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন—বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ সভার কর্ত্তৃপক্ষের সুপারিশপত্র লইয়া আসিলে সাদরে কায়স্থ ছাত্রদিগকে গ্রহণ করা হইবে।

নিখিল ভারত আশ্রম :—

৩১নং কালীঘাট রোডের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটীর কথা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে এটী অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। দেনার দায়ে বাড়ীর জিনিষ পত্রাদি নিলাম ও আশ্রমের কর্ম্ম পরিচালক শ্রীযুক্ত শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে গেরেফ্তারীর শমন (Body warrent) বাহির হয়। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আবেদন করায় "সোণাগাছী নারীসাহায্য-সমিতি" এবং আরও কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি কিছু টাকা সাহয্য করিয়া কিছুদিন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত দেনা শোধ হয় নাই। ইহার পর আশ্রমের অন্ধ, আতুর, অনাথ ছেলে মেয়েদের জন্য প্রত্যহ খরচ ত আছেই। সুতরাং আশ্রমটীকে রক্ষা করিতে আরও সাহায্যের দরকার। আশাকরি ভারতের নরনারী সকলেই এদিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া যথাশক্তি সাহায্য অধ্যক্ষ শুকদেব বাবুর নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR